১১ আগস্ট ২০১৬, ২৭ শ্রাবণ ১৪২৩, ৮ জিলকদ ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৪৪, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

www.prothom-alo.com Thursday, 11 August 2016, 27 Shraban 1423, 8 Zilqad 1437, Year 2, Issue 44, Page 16, Price - Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য **চাকরির খোঁজ** দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

'অনেক বেশি পেয়েছি' পৃষ্ঠা : ১৪

অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগের ঘটতে পারে দুর্ঘটনা পৃষ্ঠা : ৪

'ডানা কাটা পরী' ইউটিউব ফেসবুকে পৃষ্ঠা : ১৫

বাদশার ও আমির বৈঠক কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি মরক্কোর অবকাশযাপন কেন্দ্র তানজিয়ারে ৬ আগস্ট সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় দুই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে ভ্রাতৃপ্রতিম দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর সৌদি বাদশাহকে কিছু একটা দেখাচ্ছেন কাতারের আমির ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

শ্রমিক কর্মীদের সচেতন করতে চায় সরকার

তামীম রায়হান, কাতার ●

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক মাস। অভিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় চালু হতে যাচ্ছে কাতারের ইতিহাসে যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ। ১৩ ডিসেম্বর কার্যকর হচ্ছে কাফালার বদলি আইন। এরপরই যুগ যুগ ধরে চলে আসা 'কাফালা' শব্দটি কাতারে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

কাতারে বিদেশি কর্মীদের প্রবেশ ও বহির্গমন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে একটি সর্বজনীন আধুনিক ধারা-অনুচ্ছেদ থাকছে কাফালার বদলি আইনে। নতুন আইন বদলে দেবে কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের জীবন।

আইনটি কার্যকর করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাতার সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এর বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারা ও উপধারা প্রণয়নের কাজ শেষ করেছে। শিগগিরই শুরু হবে নতুন আইন এবং এর ধারা-উপধারা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে নানা ধরনের প্রচার-প্রচারণা। আগামী কয়েক মাস সব ধরনের যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাবে প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সামাজিক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারের অন্যান্য বিভাগ। আইনটি বাস্তবায়নের আগে সরকার সর্বস্তরের বিদেশি কর্মী ও শ্রমিকদের মধ্যে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে চায়।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলছেন, কাতার সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ দূতাবাসকেও আইন সম্পর্কে প্রবাসীদের সচেতন করতে বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও শ্রমিকদের নিয়ে আলাদা আলাদা বৈঠক করা যেতে পারে। কাতারে বসবাসরত তিন লাখের বেশি বাংলাদেশি আইনটি সম্পর্কে যত বেশি জানবেন ও বোঝার সুযোগ পাবেন, তত বেশি তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রাপ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন। এর মাধ্যমে কাতারের শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তোলার সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের শ্রমিকেরা।

কাফালার বদলি আইন

- ১৩ ডিসেম্বর কার্যকর হচ্ছে কাফালার বদলি আইন
- নিয়োগকারীর কাছ থেকে খুরুজিয়া নেওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়ে যাবে

নতুন এই আইন কার্যকর হওয়ার পরপরই বদলে যাবে বিদেশি কর্মীদের চুক্তিপত্রের ধরনও। কোনো কর্মীকে কাতারে আসার আগেই নতুন করে তৈরি ওই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। কেবল নতুন কর্মীদের বেলায় নয়, বর্তমানে কাতারে কর্মরত লাখ লাখ বিদেশি অভিবাসীর অবস্থা এবং অবস্থানও এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সাজানো হবে।

এই আইনের সবচেয়ে যুগান্তকারী ধারাটি হচ্ছে কফিল ও কাফালাপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। নতুন আইনে যেকোনো মালিকপক্ষ বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মীর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দুপক্ষের স্বাক্ষরিত ওই চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সব বিষয় মেনে চলতে হবে দুপক্ষকেই। কাজের মেয়াদ, বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা থেকে শুরু করে সবকিছু নির্ধারিত হবে চুক্তিপত্র অনুযায়ী। চুক্তিপত্রে নির্ধারিত চাকরির মেয়াদ শেষ হলে বিদেশি কর্মী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য যেকোনো নতুন জায়গায় চাকরি করার সুযোগ পাবেন। নিয়োগকারী আগের মতো এতে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

শুধু কফিল বা কাফালাপ্রথা নয়, কর্মীর স্বদেশে যাওয়ার আগে নিয়োগকারীর কাছ থেকে অনুমতি বা খুরুজিয়া (এক্সিট পারমিট) নেওয়ার বিষয়টিও বাতিল হয়ে যাবে। বরং যেকোনো বিদেশি কর্মী কাতার ত্যাগ করতে চাইলে তাঁর নিয়োগকারীকে শুধু জানাবেন, অনুমতি নিতে হবে না। যদি কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগকারী মালিকপক্ষ কোনো কর্মীর কাতার-ত্যাগে সমস্যা সৃষ্টি করে তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের গঠিত বিশেষ কমিটি দ্রুততম

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

তৈরি পোশাক খাতে চায় বাংলাদেশি কর্মী

জর্ডানের শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর বৈঠক

শরিফুল হাসান ●

তৈরি পোশাক খাত ও গৃহকর্মী হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে জর্ডান। জর্ডান সফরকালে বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলামের কাছে এমন আগ্রহের কথা জানান সে দেশের শ্রমমন্ত্রী আলী আল গাজায়ী। বৈঠকে এই দুই খাত ছাড়াও কৃষি ও নির্মাণ খাতসহ অন্যান্য খাতে পুরুষ কর্মী নেওয়ার জন্য জর্ডানের শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান বাংলাদেশের মন্ত্রী।

পাঁচ দিনের সরকারি সফরে ৫ আগস্ট জর্ডান যান প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম। ৮ আগস্ট তিনি জর্ডানে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

২০০০ সালে ৯৫ জনের মধ্যে দিয়ে জর্ডানে বাংলাদেশি কর্মী যাওয়া শুরু হয়। ২০১২ সালে জর্ডানের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। এরপর থেকে দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বর্তমানে দেশটিতে ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি বাংলাদেশি বিভিন্ন পেশায় কাজ করছেন। এর মধ্যে এক লাখই অবশ্য নারী। ২০১৫ সালেও ২২ হাজার ৯৩ জন বাংলাদেশি কর্মীর জর্ডানে কর্মসংস্থান হয়েছে। আর এ বছরের ৪ আগস্ট পর্যন্ত দেশটিতে গেছেন ১৪ হাজার ১৯৪ জন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জর্ডানে একটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শনকালে বাংলাদেশি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন-ছবি : পিআইডি ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম *প্রথম আলো*কে জানান, বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক ও গৃহকর্মী খাতে বিপুল পরিমাণ নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ায় সে দেশের সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান নুরুল ইসলাম। তিনি বাংলাদেশি কর্মীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিরও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন খাতে নারী ও পুরুষ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

জর্ডানের শ্রমমন্ত্রী আলী আলগাজায়ী সে দেশে কর্মরত বাংলাদেশি তৈরি পোশাক ও গৃহকর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন। শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নেওয়া এবং তাঁদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। বৈঠকে ভ্রাতৃসম দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক, ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও জর্ডানে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের সার্বিক কল্যাণের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার যৌথ কমিটি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ২০১২ সালের সমঝোতা স্বাক্ষর অনুযায়ী প্রতিবছর যৌথ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত রয়েছে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বৈঠক শেষে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম জর্ডানের শ্রমমন্ত্রী আলী আলগাজায়ীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম শামছুন নাহার, অতিরিক্ত সচিব আজাহারুল হক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সেলিম রেজা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস, জর্ডানের বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মো. এনায়েত হোসেন, প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রীর একান্ত সচিব মু. মুহসিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জর্ডানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রমসচিব ফারুক আল হাদিদী, অতিরিক্ত সচিব আমজাদ ওয়াহসাহ, অভিবাসী শ্রমিক বিভাগের প্রধান ইব্রাহিম আল সাকেত, হেয়া নাকায়ী, হাইতাম খাসাওনা, হামাদ আল হাইসা, আবদুল্লাহ আজবুর ও রাগাদা ফাওরী।

এর আগে ৭ আগস্ট নুরুল ইসলাম জর্ডানের আম্মানের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

লেবার সিটিতে শ্রমিকেরা পাচ্ছেন ফ্রি ইন্টারনেট

কাতারে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কর্মীরা বাসস্থানে নতুন সুবিধা পেতে যাচ্ছেন। লেবার সিটিতে বিনা মূল্যে শ্রমিকদের জন্য চালু করা হচ্ছে ওয়াই-ফাই সুবিধা। এর ফলে মিসাইমিরে এশিয়ান টাউনের কাছে লেবার সিটিতে বসবাসকারী প্রায় তিন হাজার শ্রমিক দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন।

জানা গেছে, ওয়াই-ফাই সেবা চালু করতে ইতিমধ্যে কর্মী নিয়োগকারী কোম্পানির সঙ্গে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয়েছে। কর্মী নিয়োগকারী কোম্পানির একটি সূত্র জানিয়েছে, লেবার সিটির বেশ কয়েকটি হাউজিং ইউনিটে ইতিমধ্যে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিকেরা শিগগিরই বিনা মূল্যে ওয়াই-ফাই ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

এদিকে শিল্প এলাকার কাছে কার্বা সদর দপ্তরের বিপরীতে অবস্থিত লেবার সিটিতে ৫৩ হাজার শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানির কর্মীরা এই হাউজিং কমপ্লেক্সে একসঙ্গে বসবাস করেন। গত বছরের অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিবাসী কর্মীদের জন্য এই লেবার সিটির উদ্বোধন করা হয়। এখানেও কর্মীদের ওয়াই-ফাই সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।

লেবার সিটির একটি সূত্র জানায়, 'আমাদের কোম্পানি নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে কর্মীদের বিনা মূল্যে ওয়াই-ফাই

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

গয়না ব্যবসায় নতুন আইন কাতারে

১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর

প্রথম আলো ডেস্ক ●

সোনা ও সোনার গয়নার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাতারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন বিধিমালা অনুযায়ী গ্রাহককে গয়না বিক্রির শর্তাবলি দেখাতে হবে দোকানিকে। কেনাবেচার বৈধ রসিদ দিতে হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে এই নির্দেশনা কার্যকর হবে।

সরকারের নতুন এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন কাতারের অনেক নাগরিক ও অভিবাসী। তাঁরা এ ব্যবসায় নানা অনিয়মের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। বিশেষ করে পুরোনো গয়না বিক্রি করতে গিয়ে তাঁরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। এ ক্ষেত্রে মূল দামের চেয়ে অনেক কম দাম পাওয়া যায়।

আরও অভিযোগ পাওয়া যায়, পুরোনো গয়না ভালো থাকলেও বিক্রি করতে গেলে দোকানিরা সেগুলো দীর্ঘদিন জমা রেখে দেন এবং বিক্রি হওয়া সাপেক্ষে দাম পরিশোধ করেন।

নাসরিন আল আবদুল্লাহ নামের এক কাতারি নারী সম্প্রতি রত্ন-পাথরের একটি গয়না বিক্রি করতে গেলে দোকানদার এটির বিনিময়ে ১ হাজার ৮০০ কাতারি রিয়াল দিতে রাজি হন। ওই নারী অন্য দোকান ঘুরে দেখতে চাইলে আরও ৩০০-৪০০ রিয়াল বেশি দেওয়ার প্রস্তাব দেন ওই দোকানি। অধিকাংশ মানুষ গয়না বিক্রির ব্যবস্থা সম্পর্কে ঠিকমতো জানেন না। পুরোনো গয়না বিক্রির সময় দোকানিদের সঙ্গে বচসা এড়াতে গ্রাহকদের সোনার আসল বাজারমূল্য, মজুরি ও দোকানির মুনাফার হার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত।

সোনার বার ও বিস্কুটের জন্য দোকানিরা খুবই বেশি দাম হাঁকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নাসরিন বলেন, 'আমি ১০০ গ্রাম ওজনের একটি সোনার বার কিনেছিলাম। এ জন্য দোকানি বাজারমূল্যের চেয়ে ৫০০ রিয়াল বেশি দাম নিয়েছেন। একটি বিনিময় কেন্দ্রে গিয়ে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি।'

একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে উম্মে আবদুল্লাহ নামের আরেক নারী বলেন, 'আমি পুরোনো

একটি নেকলেস বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। দোকানি এটা রেখে যেতে বলেন। অন্য কারও কাছে বিক্রি হওয়ার পর দাম পাওয়া যাবে। এ জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল।'

দোকানিরা দাবি করেন, গয়না হাতবদল হলে দামও বদলে যায়। পুরোনো গয়নার ক্ষেত্রে তাই দাম কম দেওয়া হয়। তবে গ্রাহকেরা সতর্ক না থাকলে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অস্বাভাবিক বেশি দাম নেন, এটা সত্যি। একজন দোকানি বলেন, ব্যাপারটা নির্ভর করছে পুরোনো গয়নার অবস্থার ওপর। যদি সেটা ভালো অবস্থায় থাকে, দোকানের শোকেসেই রাখার মতো হয়, বিক্রেতাকে ভালো দাম দেওয়া হয়। নইলে সেগুলো আবার নতুন করে গড়িয়ে নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা কেবল সোনার দামটা পাবেন।

কিন্তু কখনো কখনো গয়না ভালো অবস্থায় থাকলেও দোকানিরা দাম কম দিতে চান বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী দোকানিরা গ্রাহককে গয়না বিক্রির শর্তাবলি দেখাতে বাধ্য থাকবেন। আর কেনাবেচা শেষে বৈধ রসিদ হস্তান্তর করবেন। আর সব রকমের গয়নার জন্য লিখিত গ্যারান্টি দিতে হবে। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য দোকানগুলোকে তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।

সূত্র : দ্য পেনিনসুলা

গাজার কর্মচারীদের জুলাই মাসের বেতন দিচ্ছে কাতার

প্রথম আলো ডেস্ক

গাজা উপত্যকায় হামাস নিয়ন্ত্রিত কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জুলাই মাসের বেতন দেবে কাতার সরকার। একজন কূটনীতিক ২ আগস্ট এ কথা জানিয়েছেন।

কাতারের গাজা পুনর্গঠন জাতীয় কমিটির প্রধান মোহাম্মদ আলএমাদি বলেন, ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ কাতারের তিন কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ আছে। সেটা দিয়েই তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হবে। জাতিসংঘের মাধ্যমে এই অর্থ হাতে হাতে পৌঁছাবে। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা এটা পাবেন না।

গাজার কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার নির্দেশ সরাসরি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির কাছ থেকে এসেছে।

গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত সরকার অব্যাহত অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। তারা অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন দিতে পারছে না।

আলএমাদি বলেন, তিনি গাজার সরকারি কর্মীদের একটি তালিকা পেয়েছেন। এতে ২৩ হাজার ৮০০ জনের নাম রয়েছে। তাঁদের সবাইকে বেতন দিতে হবে।

গত সপ্তাহে কাতারি রাষ্ট্রদূত গাজা সিটি সফর করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন পুনর্নির্মাণ প্রকল্প সাক্ষর করেন, যার মূল্য চার কোটি মার্কিন ডলার।

অলিম্পিকে কাতার

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে ৫ আগস্ট শুরু হয়েছে রিও অলিম্পিক। এবারের অলিম্পিকে কাতারের ৩৮ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নিচ্ছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাতারের পতাকা হাতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আলী আলথানি। এবার কাতার অলিম্পিকে কেমন করে এখন সেটাই দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কাতারবাসী ও এদেশে বসবাসরত অভিবাসীরা ● রয়টার্স

শ্রমিকদের পানি ও ফলের রস দিচ্ছেন তরুণেরা

প্রথম আলো ডেস্ক

তাপমাত্রা অনেক বেড়েছে। তাই স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের ঠান্ডা পানি ও ফলের রস দিচ্ছেন কাতারের তরুণেরা। সকালের পালায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য 'সায়ফানা-আবরাদ' নামের এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে শ্রমিকদের কাছে পানি ও ফলের রস নিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে জনসাধারণকেও এ সেবা দেওয়া হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে যোগ দিতে জনসাধারণকে সামাজিক যোগাযোগের অনলাইন মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন একজন সংগঠক।

স্থানীয় দাতব্য সংগঠনগুলোও এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। শেখ থানি বিন আবদুল্লাহ ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যানিটারিয়ান সার্ভিস (আরএএফ) গরম মোকাবিলায় এ রকম একটি কর্মসূচি চালু করেছে। তারা এ পর্যন্ত দোহা, আলশামাল, আলখয়রিতিয়াত, উম সালাল মোহাম্মদ ও উম সালাল আলী এলাকায় ১০ হাজার বোতল ঠান্ডা পানি বিতরণ করেছে। এ উদ্যোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে। আর দেশি-বিদেশি শ্রমিকদের কাছ থেকেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের চিকিৎসক ও নার্সরাও স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, গত কয়েক সপ্তাহে প্রচণ্ড গরমের কারণে কয়েকজন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের হামাদ মেডিকেল করপোরেশনের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।

সূত্র : **দ্য পেনিনসুলা**

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী

বাংলাদেশ স্কুলের দুই দিনব্যাপী আয়োজন

কাতার প্রতিনিধি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করবে বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

বাংলাদেশ স্কুলের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৫ আগস্ট সকাল আটটা ১০ মিনিটে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ। এরপর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করবেন অধ্যক্ষ জসিমউদ্দীন আহমদ।

সকালে কম্পিউটার ল্যাবে আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে থাকছে বঙ্গবন্ধুর রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ ও বঙ্গবন্ধুবিষয়ক কবিতাপাঠ, পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত, রচনা প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ মোনাজাত। ১৬ আগস্ট সকাল নয়টায় আবহমান বাংলার মহানায়ক শীর্ষক সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হবে। স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ব্যস্ত সময় কাটছে বাংলাদেশি এসি টেকনিশিয়ানদের

প্রচণ্ড গরমে বেড়েছে এসি মেরামতের কাজ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে এখন প্রচণ্ড গরম। ফলে এ সময় রাজধানী দোহায় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) মেরামতের কারখানাগুলোকে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে ব্যস্ত সময় পার করছেন এসি টেকনিশিয়ানরা। বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি এসি টেকনিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্রীষ্মকালীন এই মৌসুমে গরম বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের কাজের চাহিদা বেড়ে গেছে। সারা দিন এমনকি রাতভর কাজ করেও হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। কষ্ট হলেও বাড়তি উপার্জনের এই সুযোগে তাঁরা সবাই আনন্দিত।

নাজমায় বসবাসকারী এসি টেকনিশিয়ান রাজু *প্রথম আলোকে* বলেন, সারা দিন এসি চলাকালে অনেক বাসাবাড়ি, অফিস-আদালত ও কারখানায় এসির সমস্যা হয়ে থাকে। বাড়তি চাপের কারণে অনেক সময় এসির গ্যাস লিক হয়, কম্প্রেসর নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেক সময় পরিষ্কার করতে হয়। এ ছাড়া নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এখন সর্বনিম্ন ২৫০ রিয়াল থেকে শুরু করে ১ হাজার রিয়াল পর্যন্ত মজুরি পাচ্ছেন তিনি।

শহীদুল নামে আরেক টেকনিশিয়ান বলেন, 'আমরা যারা খুচরা কাজ করে থাকি, ক্রেতা ও সেবাগ্রহীতারাই আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যানেল। একজনের মাধ্যমে আরেকজনের কাজ পাই। দিনরাত কাজ করেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।'

গ্রীষ্ম মৌসুমের কয়েক মাস ছাড়া বাকি সময় এসি টেকনিশিয়ানদের প্রায় কর্মহীন কাটাতে হয়। ফলে গ্রীষ্মের এই মৌসুম যেন পৌষ মাস হয়ে এসেছে এসি টেকনিশিয়ানদের কাছে।

দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক একটি মেরামত কারখানার একজন কর্মী জানান, বছরের অন্য সময়ের তুলনায় গ্রীষ্মকালে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র মেরামতের হার ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় এসির গ্যাস সংকোচক যন্ত্র (কম্প্রেসর), বৈদ্যুতিক ধারক (ক্যাপাসিটর) ও গ্যাস প্রবাহের পাইপের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করলে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের স্থায়িত্ব বাড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত গরমের কারণে যন্ত্রের বাইরের অংশের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমে যায়। তাই সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তাপমাত্রার খারাপ প্রভাব থেকে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব।

কারখানার কর্মীরা বলেন, গরমকাল আসার আগেই এসির গ্যাস সংকোচক যন্ত্রের ত্রুটি সারিয়ে নিতে হবে। এর ফলে তীব্র গরমে গ্যাস সংকোচকের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। তাঁরা জানান, প্রচণ্ড গরমে ঘরের তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে এসি চালু রাখতে হবে। এতে করে ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে এসির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না।

টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন এসির চেয়ে পুরোনো ব্র্যান্ডের এসি অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ করে। পুরোনো ব্র্যান্ডের এসিগুলোর তাপমাত্রা হাতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে একটি মাত্র নিয়ন্ত্রক সুইচ থাকে। অন্যদিকে নতুন প্রযুক্তির এসিগুলো জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে তৈরি। তবে ব্যবহারের ওপর শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কার্যক্ষমতা নির্ভর করে।

এসি বিক্রয় ও মেরামত প্রতিষ্ঠান সিটিস্কেপ কোম্পানির ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ টেকনিশিয়ানদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, বাজারে তুমুল প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অনেক এসি প্রস্তুতকারক কোম্পানির পক্ষে গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক যত্ন না নিলে অনেক নতুন প্রতিষ্ঠানের এসি মাত্র এক বা দুই বছর ভালো থাকে।

জানা গেছে, অনেকেই বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় ঘরের এসি চালিয়ে রাখেন। ফলে এসির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। টানা চালু রাখলে নতুন প্রযুক্তির এসির যন্ত্রাংশও দ্রুত নষ্ট হয়। প্রতি ছয় মাস পরপর নিয়মিত এসি পরীক্ষা করানো উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শোক দিবসের কর্মসূচি থাকছে দূতাবাসে

কাতার প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস পালন করছে কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাস। ১৫ আগস্ট সকাল নয়টায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শোক দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ।

পতাকা উত্তোলনের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত হবে সকাল সোয়া নয়টায়। পৌনে ১০টা থেকে দূতাবাসের হলরুমে শুরু হবে আলোচনা সভা। এতে বাণী পাঠ করবেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেবেন কমিউনিটির নেতারা। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলবে এসব কর্মসূচি।

জাতীয় শোক দিবসের এসব কর্মসূচিতে অংশ নিতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।

বাংলাদেশি চাষিদের পণ্য ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে

কৃষিবাজার আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু

কাতার প্রতিনিধি

আর কয়েক মাস পরেই কাতারের বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চমবারের মতো শুরু হচ্ছে জনপ্রিয় কৃষিবাজার। এসব বাজারে বিক্রেতাদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। কাতারের বিভিন্ন খামারে তাঁদের চাষ করা শাকসবজি ও ফলমূল কৃষিবাজারে বেশ জনপ্রিয়। সুলভ ও তাজা এসব কৃষিপণ্য বিক্রি করে বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি ব্যস্ত সময় পার করেন বাংলাদেশি কৃষক ও চাষিরা।

জানা গেছে, গতবারের নির্ধারিত স্থানগুলোর পাশাপাশি চলতি বছর নতুন করে মাইজার ও আলরুয়াইসে কৃষিবাজারের কার্যক্রম চালু হবে। নগর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি বিভাগের পরিচালক ইউসুফ আলখুলাইফি বলেন, ডিসেম্বর থেকেই শুরু হবে কাতারের এসব কৃষি বাজারের বিকিকিনি।

নতুন কৃষিবাজারের জন্য এখনো কোন স্থান নির্ধারিত হয়নি। তবে মাইজার ও আলরুয়াইসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ওই দুই এলাকায় কৃষি বাজারের স্থান নির্ধারণ করা হবে।

কৃষি বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, গতবারের তুলনায় চলতি বছর একটু আগেভাগেই কৃষিবাজারের কার্যক্রম চালু হতে পারে। কোথাও কোথাও নভেম্বর থেকেই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষকদের পণ্য নিয়ে বসবে এই হাট।

চার বছর আগে চালু হওয়া কৃষিপণ্য বিক্রির এই খোলাবাজারের কলেবর বাড়ছে প্রতিবছর। গত বছর তিনটি স্থানে কৃষকেরা পণ্য বিক্রি করেছিলেন। উম্ম সালাল স্টেডিয়ামের কাছাকাছি আলমাজরুয়া উদ্যান, আলখোর ও আলওয়াকরায় অবস্থিত এসব কৃষিবাজার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এসব বাজারে কাতারে গড়ে ওঠা ৭৭টি কৃষিখামারের পণ্য বিক্রি করা হয়। এর মধ্যে একটি খামারে শুধু অর্গানিক শস্য উৎপাদিত হয়। তাজা শাকসবজি ছাড়াও এসব বাজারে মাছ, মাংস, ডিম, মধুসহ নানা পণ্য বিক্রি হতে দেখা গেছে।

সুপার মার্কেটের অর্ধেক দামে কৃষিপণ্য পাওয়া যায় বলে সব শ্রেণিপেশার কাতারের নাগরিক ও বিদেশিরা এসব কৃষিবাজারে ভিড় করেন। এ কারণে এই বাজারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের আগ্রহের পরিধিও দিন দিন বাড়ছে।

ফসল উৎপাদনের মৌসুমকে বর্ণিল করে তুলতে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রয়েছে নানা আয়োজন। আসন্ন মৌসুমে প্রতি সপ্তাহেই একটি নির্দিষ্ট পণ্য দিয়ে উৎসব পালন করা হবে। স্ট্রবেরি ও মধু উৎসব ছাড়াও অন্যান্য কৃষিপণ্যের প্রচারণা চালানো হবে ক্রেতাদের মধ্যে।

প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি থেকে শনিবার প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এসব বাজারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বেচাকেনা হবে।

জঙ্গিবাদ দমনের নামে বিএনপির কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে

ধানসিড়ি বিএনপির সভায় অভিযোগ

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেওয়া রায় প্রত্যাহারের দাবিতে ধানসিড়ি বিএনপি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ● প্রথম আলো

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের ধানসিড়ি বিএনপির নেতারা অভিযোগ করেছেন, জঙ্গিবাদ দমনের নামে সরকার নতুন করে বিএনপির কর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু করেছে। অথচ দেশজুড়ে চলমান জঙ্গিবাদ আওয়ামী লীগের সৃষ্টি। বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করলে জঙ্গিবাদ বন্ধ হবে।

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেওয়া মামলার রায় প্রত্যাহারের দাবিতে ৪ জুলাই সন্ধ্যায় রাজধানী দোহায় নাজমা এলাকার রমনা রেস্তোরাঁয় এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ধানসিড়ি বিএনপি কাতার শাখা আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, তারেক রহমান আগামীর রাষ্ট্রনায়ক হবেন। সরকার বিএনপির এই নেতার বিজয় ঠেকাতে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় রায় দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। অবিলম্বে এ রায় প্রত্যাহার করতে হবে।

ধানসিড়ি বিএনপি কাতার শাখা আয়োজিত এই সভায় কাতার বিএনপির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ধানসিড়ি বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক পেয়ার মোহাম্মদ। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মো. আবু ছায়েদ।

ধানসিড়ি বিএনপির সদস্যসচিব শরিফুল হক দলের ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে রায়ের প্রতিবাদে দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিষ্ক্রিয়তার কড়া সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের জেল-জুলুমের ভয়ে যারা ঘরে বসে আছেন, তারা আগামী দিনে কর্মীদের সমর্থন পাবেন না। এ সময় তিনি এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত না হওয়ায় সংগঠনের নেতাদের উদ্দেশে বলেন, ফোন করে আমন্ত্রণ জানিয়েও যাদের এখানে উপস্থিত করা যায় না, তাদের নেতৃত্বে সংগঠন চলতে পারে না।

মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন যুগ্ম আহ্বায়ক মকবুল হোসেন, মেজবাউল করিম, সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, আবদুর রব পাটোয়ারী, সালেহ আহমদ, আবদুল মুকিত, লোকমান আহমদ, নাছির উদ্দীন, নুরুজ্জামান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাসেম ভূঁইয়া প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদেরকে আরও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং ন্যাশনাল ট্রাভেল ব্যুরোর অফিস নতুন জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

আমাদের নতুন ঠিকানা: জাবের বিন হামাদ স্ট্রিট, হরাইজন ম্যানর হোটেলের কাছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

টেলিফোন: ৪৪৪৩ ৩১১৭, ৪৪৪১ ৩৪২২

পোস্টবক্স: ২৭৩৮, দোহা-কাতার

ইমেইল : ntbdoha@qatar.net.qa

www.biman-airlines.com

লাইসেন্স পাওয়ার অনিশ্চয়তা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থী কমছে

কাতার প্রতিনিধি ●

পবিত্র রমজান মাসের পর থেকে গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা কমেছে। গত জুন মাসে ড্রাইভিং শিখতে আসা প্রশিক্ষণার্থীদের তুলনায় বর্তমানে প্রায় ৬৫ শতাংশ কমেছে বলে দোহায় অবস্থিত একটি ড্রাইভিং স্কুলের প্রশিক্ষক জানিয়েছেন।

ওই প্রশিক্ষক বলেন, সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নির্ধারিত ক্লাসে কোনো প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত থাকছেন না। অনেক গাড়ি এখন বেকার পড়ে আছে। এখন তাদের এসব গাড়ি প্রতিদিন পরিষ্কার করে সময় যাচ্ছে। বিকেলের শিফটে আসা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়।

গত বছর একই সময়ে প্রচুর লোক ড্রাইভিং স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তবে লাইসেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার ছিল খুবই কম। কর্তৃপক্ষ সে সময় স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধ করে। এ ছাড়া ১৬০ শ্রেণির প্রবাসীদের লাইসেন্স দেওয়া হবে না বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

আরেক প্রশিক্ষক বলেন, গত বছর গ্রীষ্মের আগ পর্যন্ত তাঁরা ব্যস্ত সময় পার করেছিলেন। এ বছরের চিত্র ঠিক তার বিপরীত। জুন মাসের শুরু থেকেই প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। গত মাসে তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

ওই প্রশিক্ষক বলেন, 'গ্রীষ্মকালে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে কমে এলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার তা অস্বাভাবিক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিদের অনেকেই পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া আগ্রহী নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই লাইসেন্স পাওয়া কঠিন বলে পিছিয়ে যাচ্ছেন।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার অনেক কম বলে অনেকে এখন ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে অর্থ নষ্ট করতে চান না। কাতারে হালকা যান চালনা শিখতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার রিয়াল খরচ হয়।

প্রবাসীদের কারও নিজ নিজ দেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়ে আবেদন করার সুযোগ ছিল। এখন আর সেই সুযোগ নেই। সবাইকে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এ ছাড়া একবার অকৃতকার্য হলে আবার একই প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এভাবে অনেক অর্থ খরচ করে দুই-তিনবার পরীক্ষা দেওয়া অনেক প্রবাসীর জন্য অসম্ভব ব্যাপার।। তবে একবার লাইসেন্স পেয়ে গেলে তা অনেক কাজে লাগে।

প্রশিক্ষণার্থী কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকজন প্রশিক্ষক বলেন, সরকার লাইসেন্স প্রাপ্তির নিয়ম কঠোর করেছে। এর ফলে পুরোপুরি যোগ্য হওয়ার আগে কাউকে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। তা ছাড়া অভিবাসীদের জন্য এই প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যয়বহুল। আবার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর লাইসেন্স পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ কারণে কেউ অযথা এত অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি নিচ্ছেন না।

খেজুর উৎসব কাতারে গত ২৮ জুলাই শুরু হয়েছে স্থানীয় খেজুর উৎসব। এ উপলক্ষে সুক ওয়াকিফে আয়োজন করা হয় খেজুর মেলা। পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং সুক ওয়াকিফের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ১৮ দিনব্যাপী এই মেলায় কাতারের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ ভিড় করেন। পরিদর্শনে এসেছেন বাবা আমিরসহ অনেক গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। মেলায় খেজুর ও বীজ বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ১৪ আগস্ট মেলা শেষ হচ্ছে ● প্রথম আলো

অ্যাকোয়া পার্কের নতুন অ্যাপ চালু

কাতারের প্রথম ও সবচেয়ে উদ্ভাবনী থিম পার্ক অ্যাকোয়া পার্ক এবার গ্রাহকসেবায় নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। গ্রাহকেরা তাঁদের মুঠোফোনের একটি বাটন চেপেই পার্কে সব ধরনের বিনোদন পরিকল্পনা করতে পারবেন।

অ্যাকোয়া পার্কের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফেরদৌস ৪ আগস্ট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, পার্কের নতুন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা পার্কের মজাদার পরিষেবা, নতুন আকর্ষণীয় বিনোদন ও সময় সম্পর্কে দ্রুত এবং সহজে জানতে পারবেন। এই নতুন অ্যাপটি এখন বিনা মূল্যে গুগল প্লে স্টোর এবং আইওএস স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

মহাব্যবস্থাপক বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তিগত দিক ছাড়াও আমাদের অন্যান্য আকর্ষণীয় পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নয়ন করাই এই মৌসুমে আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা থাকবে। এ ছাড়া অ্যাপটির মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে দর্শনার্থীদের আরও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিত করতে পারব। গ্রাহকেরা খুব সহজেই তাঁদের মোবাইল ফোন দিয়েই টিকিট কিনতে পারবেন। তাঁরা সহজেই বিভিন্ন ইভেন্ট ও আকর্ষণীয় অফারের আপডেট সম্পর্কে জানতে পারবেন। এ ছাড়া এখানে নিউজলেটার সাবস্ক্রিপশনের ব্যবস্থা আছে। তাই গ্রাহকেরা বিভিন্ন ছাড়, প্রচারণা ও পার্কের খবরাখবরের সরাসরি তথ্য পাবেন।'

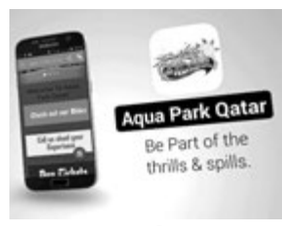

মোহাম্মদ ফেরদৌস বলেন, এ অ্যাপ ব্যবহারকারীরা সেটিংস থেকে অ্যাপটির কিছু বৈশিষ্ট্য কাস্টোমাইজ করতে পারবেন। এ ছাড়া পার্কের অন্যান্য তথ্য গুগল প্লে স্টোর বা আইওএস স্টোর থেকে পাওয়া যাবে। গ্রাহকেরা অ্যাপটি বিনা মূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন।

অ্যাকোয়া পার্ক কাতার : কাতার অ্যাকোয়া পার্ক কাতারের প্রথম থিম পার্ক যা কাতারের মানুষের কাছে রোমাঞ্চ ও মজাদার অভিজ্ঞতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। পার্কের দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বিধানে লাইফগার্ডের মতো অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ৫০ জন লাইফগার্ড, ১২ জন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও ২০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। পার্কে সার্বক্ষণিক পানি রক্ষণাবেক্ষণকারী দল কাজ করছে। তারা সব পুলের পানির গুণগত মান বজায় রাখতে কাজ করে। এ ছাড়া পানি পরিশোধনের রাসায়নিক মাত্রা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারিত মান অনুযায়ী হয়ে থাকে। বিজ্ঞপ্তি।

অনলাইন সেবা সূচকে এশিয়ায় কাতার তৃতীয়

কাতার প্রতিনিধি ●

অনলাইন সেবা সূচকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সেরা দশে স্থান করে নিয়েছে কাতারের অত্যাধুনিক সরকারি সেবা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন সূচক শীর্ষক প্রতিবেদনে এই অবস্থানে উঠে এসেছে। বছরে দুবার এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে।

উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবের সঙ্গে কাতার যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। অন্যদিকে ই-পার্টিসিপেশন সূচকে কুয়েতের সঙ্গেও কাতারের অবস্থান এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় এবং সারা বিশ্বে ৫৫তম।

কাতার সরকারের ডিজিটাল বিভাগ চলতি বছরের প্রথমার্ধে প্রায় ১৫০টি সেবার আধুনিকায়ন করেছে। সব মিলিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে জনগণকে এক হাজারের বেশি সেবা দেওয়া যাচ্ছে।

কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন নাসের আলথানি ২০১৪ সালে 'কাতার ডিজিটাল সরকার ২০২০' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে জাতীয় প্রশাসনের আগ্রহ ও দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এই সূচকের মাধ্যমে সরকারি সংস্থা, নীতিনির্ধারক ও গবেষকেরা প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এর মাধ্যমে জনগণকে উন্নত ও গ্রহণযোগ্য সেবা প্রদানে একটি দেশের বর্তমান অবস্থা ও সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

> সাধারণত ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন সূচকে ই-গভর্নমেন্ট ধারণার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থান যাচাই-বাছাই করা হয়। এগুলো হচ্ছে অনলাইন সেবার পরিধি, টেলিযোগাযোগ খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশাসনিক লোকবলের দক্ষতা

সূচক নির্ণয়ে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের অনলাইনে উপস্থিতি জরিপ করা হয়। সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে সরকারের গৃহীত আধুনিকায়ন পদ্ধতির পর্যালোচনা ও সরকারি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মান যাচাই করে প্রতিটি দেশের মান নির্ধারণ করা হয়।

নির্দিষ্ট মানের বিপরীতে বিভিন্ন দেশের সরকার সেবায় নিজেদের মান যাচাই করতে পারে। সাধারণত ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন সূচকে ই-গভর্নমেন্ট ধারণার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থান যাচাই-বাছাই করা হয়। এগুলো হচ্ছে অনলাইন সেবার পরিধি, টেলিযোগাযোগ খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশাসনিক লোকবলের দক্ষতা। ২০১৪ সালের পর থেকে কাতার তিনটি ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় উন্নতি অর্জন করেছে।

জনগণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প গ্রহণের সময় তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ জনগণকে উন্নত সেবা দেওয়া, সরকারি কাজে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক জবাবদিহির আওতায় আনা।

ই-গভর্নমেন্ট সূচক নির্ধারণে গ্রহীতাদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে

সাগরে মিলছে না মাছ, প্রভাব পড়েছে বাজারে

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে সাগরে মিলছে না আশানুরূপ মাছ। প্রচণ্ড গরমের কারণে এখন সাগরে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ কারণে কাতারের বাজারে বেড়েছে সব ধরনের মাছের দাম।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গরমের কারণে সাগরে পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। এ কারণে সাগরের উপরিভাগে মাছের বিচরণ কমে গেছে। ফলে জালে ধরা পড়ছে না মাছ, যার প্রভাব পড়েছে দোহা কেন্দ্রীয় মাছের বাজারে। পাইকারি ও খুচরা উভয় বাজারেই বেড়েছে সামুদ্রিক মাছের দাম।

মাছের সরবরাহে টান পড়ায় মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি বলে ধারণা করা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ গভীর সমুদ্রে চলে যায়।

কাতারের নাগরিক ও প্রবাসীদের পছন্দের শীর্ষে আছে সামুদ্রিক মাছ কিংফিশ। গত সপ্তাহে এটি প্রতি কেজি ৫২ রিয়ালে বিক্রি হয়েছে। অথচ এই মাছের দাম কখনোই ৩০ রিয়ালের ওপরে ওঠেনি।

হামুর মাছের দাম বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৬৫ রিয়ালে। একইভাবে সারি মাছের দাম ১৫ থেকে ১৮ রিয়ালে ওঠানামা করছে। অন্য সময় এটি প্রতি কেজি ৮ রিয়ালে বিক্রি হতো।

আলশামাল পৌরসভার মাছ বাজারেও উচ্চমূল্যে মাছ বিক্রি হচ্ছে। শাফি মাছের দাম বেড়ে প্রতি কেজি ৩৫ রিয়ালে বিক্রি হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বাজারে নিলামে অংশ নেওয়া একজন জেলে বলেন, মাছ ধরার ট্রলারগুলো সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় দিন সাগরে অবস্থান করে। তবে প্রচণ্ড গরমের কারণে বেশির ভাগ ট্রলার জেলেদের নিয়ে চার দিনের মাথায় উপকূলে ফিরে আসে। তাদের অবস্থাও একই। তিনি বলেন, অত্যধিক তাপমাত্রায় তাঁদের জালে অন্য সময়ের তুলনায় অর্ধেক মাছ ধরা পড়েছে।

জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী দুই মাস মাছের দাম বাড়তি থাকবে। অক্টোবর নাগাদ তাপমাত্রা কমতে পারে। তখন জেলেদের জালে মাছ আসবে, বাজারে সরবরাহ বাড়বে। আর তখন কমে আসবে মাছের দাম।

নিলাম থেকে ৪০ কেজি হামুর মাছ কেনা একজন খুচরা ব্যবসায়ী বলেন, প্রতি কেজি মাছের দাম পড়েছে ৫০ রিয়াল। বিক্রির সময় তিনি কেজিপ্রতি ৬০ রিয়ালের বেশি পাবেন না বলে জানান।

জানা গেছে, প্রতিদিন দুবার মাছের নিলাম হয়। ফজরের নামাজের পর আমদানি করা মাছ নিলামে তোলা হয়। সন্ধ্যায় বসে স্থানীয় মাছের হাট।

বাহরাইন, ওমান ও সৌদি আরব থেকে চিংড়ি, টুনাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আনা হয়। এসব মাছ কাতারের জনগণের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

দোহার ৬০ ভাগ সড়ক ক্যামেরার আওতায়

কাতার প্রতিনিধি ●

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কাতারের রাজধানী দোহার ব্যস্ততম সড়কগুলোর বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। রাডার ব্যবহার করে যানবাহনের গতি পরিমাপ করা হয়। এর ফলে চালকদের মধ্যে সচেতনতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এখন অধিকাংশ চালক আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।

জাতীয় কমান্ড কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের পরিচালক কর্নেল সাইদ হাসান আলমাজরুয়ি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, রাজধানী দোহার ৬০ ভাগ সড়ক নিরাপত্তা ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকা সড়কের পরিসর বাড়ানোর কাজ চলছে। তবে শহরের বাইরে কেবল প্রধান প্রধান সড়কে নিরাপত্তা ক্যামেরা বসানো হবে।

কর্নেল সাইদ হাসান আলমাজরুয়ি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জরুরি বিভাগে প্রতিদিন ৯৯৯ নম্বরে আসা পাঁচ থেকে ছয় হাজার অনুরোধের মধ্যে ৮০ শতাংশই জরুরি নয়। যেসব জরুরি কল আসে তার মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড কিংবা মারামারির ঘটনায় সাহায্য চেয়ে সবচেয়ে বেশি কল আসে।

জাতীয় কমান্ড কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের পরিচালক আরও বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ জানাতে নতুবা নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় জানতে চেয়ে অধিকাংশ জরুরি কল করা হয়।

কর্নেল আলমাজরুয়ি আরবি ভাষার *দৈনিক আশশারক*কে বলেন, রাজধানী দোহার ৬০ ভাগ সড়কে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ক্যামেরা বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। বাকি অংশেও ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে। দোহার বাইরে আলখোর, আলসাহানিয়া, আলওয়াকরা ও মেসাইদেও নিরাপত্তা ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে।

কর্নেল আলমাজরুয়ি বলেন, প্রতিদিন জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষে পাঁচ থেকে ছয় হাজার কল আসে। এসব কলের মাত্র ২০ ভাগ ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড বা সড়ক দুর্ঘটনার মতো ব্যাপারে তথ্য জানিয়ে জরুরি সেবা চাওয়া হয়। জরুরি সেবা প্রদানে ১৫০টি লাইনের সহায়তায় ৯৯৯ নম্বরে আসা কল গ্রহণ করা হয়।

পরিচালক বলেন, প্রতিটি কলে অভিযোগের ধরন নির্ণয়, দুর্ঘটনাস্থলের তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী সংস্থার কাছে জরুরি সংবাদ পাঠানো হয়। প্রবাসীদের সহায়তার জন্য জরুরি নম্বরে আরবি ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, তেলেগু, উর্দু, ফ্রেঞ্চ ও ফারসি ভাষার দোভাষী রয়েছেন।

কর্নেল আলমাজরুয়ি বলেন, বধির ও প্রতিবন্ধীদের জন্য জরুরি নম্বরের (৯৯২) মাধ্যমে সেবা দেওয়ার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবেও চালু হয়েছে। এই সেবায় ভিডিও কলে সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে জরুরি তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া প্রতিবন্ধীরা মুঠোফোনের খুদে বার্তা ও ই-মেইলে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠাতে পারেন।

জরুরি সেবা প্রদানে ১৫০টি লাইনের সহায়তায় ৯৯৯ নম্বরে আসা কল গ্রহণ করা হয়

কাতারের আলওয়াকরা শহরে লাখ ৬০ হাজার বর্গফুটের একটি শপিং মল নির্মাণ করার লক্ষ্যে কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছে। দোহায় গ্লোবাল রিয়েল এস্টেটের প্রধান কার্যালয়ে কোম্পানির মালিক শেখ আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ আল আবদুর রহমান আলথানি, কোয়ালিটির চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন ওলাকারা, কোয়ালিটি রিটেইল গ্রুপের নির্বাহী ব্যবস্থাপক শহীদ ভি, বাণিজ্য ব্যবস্থাপক রামশাদ এবং কোয়ালিটি গ্রুপের মিডিয়া ও অপারেশন ম্যানেজার কে রায়িস চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ● বিজ্ঞপ্তি

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের '১০ কেজি সোনা জিতুন' ক্যাম্পেইনের র‍্যাফল ড্রয়ের ভাগ্যবান বিজয়ী সাইফুল ইসলামের হাতে সম্প্রতি ২৫০ গ্রাম সোনা তুলে দিচ্ছেন শাখা ব্যবস্থাপক ডন অ্যান্টনি। গ্র্যান্ড মলে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন ● বিজ্ঞপ্তি

ভাড়া দেওয়া হবে

মাতারকাদিম (পুরনো বিমানবন্দর) এলাকায় দুবাই স্টুডিও এবং লুলু হাইপার মার্কেটের কাছে ব্যাচেলর এবং ফ্যামেলি রুম ভাড়া হবে। ফ্যামেলি রুম অ্যাটাচ বাথরুম এবং কিচেনসহ।

ভাড়া : ১৮০০/২০০০/২২০০/২৫০০ বিদ্যুৎ এবং পানির বিলসহ।
কাতার এয়ারওয়েজ স্টাফদের জন্যও প্রযোজ্য।

যোগাযোগ: ৫৫৩৬৭৩৫৭

কালকের পৃথিবীটা আমাদের হবে
বিশ্বজুড়ে বাংলা
বিশ্বজুড়ে প্রথম আলো
সর্বশেষ সংবাদ পেতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন
www.prothom-alo.com

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ
প্রথম আলো

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য
প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে
গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

খাওলা মাত্তার

জাতিসংঘ প্যানেলে বাহরাইনি নারী

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনি এক নারী জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর ওয়েস্টার্ন এশিয়ার (ইউএনইএসসিডব্লিউএ) শীর্ষ পদে নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁর নাম খাওলা মাত্তার। তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইউএনইএসসিডব্লিউএর দপ্তরে ডেপুটি এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করবেন।

ইউএনইএসসিডব্লিউএর সহকারী মহাসচিব ও নির্বাহী সচিব রিমা খালাফ বলেন, জাতিসংঘের একাধিক রাজনৈতিক দপ্তরে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে খাওলা মাত্তারের। তিনি জেন্ডার সমতা, মানবাধিকার, অভিবাসী শ্রমিক, সব শিশুর অধিকারের জন্য কাজ—ইত্যাদি বিষয় নিয়েও কাজ করেছেন।

ইউএনইএসসিডব্লিউএ-তে নিয়োগ পাওয়ার আগে মাত্তার সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে জাতিসংঘের বিশেষ দূতের দপ্তরে পরিচালক পদে কাজ করতেন। সেখানেই উন্নয়নমূলক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের বিষয়ে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। এ ছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আঞ্চলিক কার্যালয়ে কাজ করার মৌলিক অধিকার শাখার কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন। বাহরাইনে তিনি স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করেছেন। গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেছেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

অবৈধ বিদ্যুৎ-সংযোগে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ-সংযোগ বদলের ফলে বাড়িতে বিদ্যুতের সরবরাহ হঠাৎ করে বেড়ে যায়; যার ফলে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে জানিয়েছেন একজন কর্মকর্তা। আর এ কারণে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে হতাহতের ঘটনাও ঘটতে পারে।

গালফ ডেইলি নিউজ-এর সঙ্গে আলাপকালে সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, অনেক বাড়ির মালিক বিদ্যুৎ-সংযোগ বদল করতে বা অতিরিক্ত সংযোগ নেওয়ার সময় যথাযথভাবে বিদ্যুৎ ও পানি কর্তৃপক্ষকে (ইউডব্লিউএ) জানায় না। শুধু নির্ধারিত ফি এড়ানোর জন্য বাড়ির মালিকেরা এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন। এর ফলে সরবরাহ লাইনে অতিরিক্ত চাপ পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি বলেন, অনেকেই মনে করেন (ইউডব্লিউএর প্রয়োজনীয় ফিগুলো না দিয়ে তাঁরা মাফ পেয়ে যাবেন। কিন্তু বিষয়টি তো আসলে

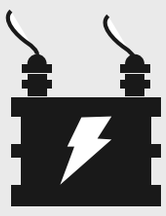

অবৈধ সংযোগের কারণে ইস্ট রিফা এলাকার ছয় থেকে সাতটি বাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে

তাঁদেরই সেবা বৃদ্ধির জন্য এসব ফি ধার্য করা হয়েছে। এটা না ভেবে তাঁরা অবৈধভাবে বিদ্যুৎ-সংযোগ নিতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটান। এসব দুর্ঘটনার ফলে বিদ্যুৎ স্টেশনগুলোরও তার পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে সার্কিট ব্রেকারেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ কেটে যেতে পারে।

এসব কারণে ঝুঁকি এড়াতে চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-সংযোগ নেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যথাযথভাবে সংযোগ না নিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যাঁরা ইতিমধ্যে অবৈধভাবে সংযোগ নিয়েছেন, তাঁদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানান চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি। তিনি বলেন, পরিস্থিতি সংশোধন করতে গেলে সমস্যা হবে না। তবে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে বিদ্যুৎ-সংযোগের অনুমতি নিতে হবে। এ কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদের ইউডব্লিউএর কার্যালয়ে যেতে হবে।

চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি জানান, ইতিমধ্যে অবৈধ সংযোগের কারণে ইস্ট রিফা এলাকার ছয় থেকে সাতটি বাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদিও ইউডব্লিউএ কর্তৃপক্ষ জেনারেটরের মাধ্যমে ওই বাড়িগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প আগামী বছর

প্রথম আলো ডেস্ক

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য ৬৫ লাখ বাহরাইনি দিনারের একটি নতুন প্রকল্প আগামী বছর চালু হতে যাচ্ছে। এর আওতায় দেশটির বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (ইউডব্লিউএ) নবায়নযোগ্য নানা উৎস থেকে পাঁচ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

বিদ্যুৎ ও পানিবিষয়ক মন্ত্রী আবদুলহুসাইন মির্জা ওই প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইউডব্লিউএর প্রধান নির্বাহী শাইখ নওয়াফ বিন ইব্রাহিম আলখলিফা। ইউডব্লিউএর এক বিবৃতিতে বলা হয়, ১২ হেক্টর এলাকাজুড়ে বসানো হবে বিদ্যুৎকেন্দ্র। সেখানে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে তিন মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। তিন মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ ছাড়াও সেখানে বাতাস থেকে দুই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিলবে। ১১ কিলোভোল্টের সরবরাহকেন্দ্রের সঙ্গে এই নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের সংযোগ থাকবে। নতুন প্রকল্পটির কার্যক্রম ২০১৭ সালে শুরু হবে। জার্মান প্রতিষ্ঠান জুউই ইন্টারন্যাশনাল এটা পরিচালনা করবে। তত্ত্বাবধানে থাকবে বৈশ্বিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফিচটনার। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫ লাখ বাহরাইনি দিনার।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রিও অলিম্পিকে বাহরাইনের ৩৫ সদস্যের ক্রীড়া দল অংশ নিচ্ছে। ৫ আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মারাকানা স্টেডিয়ামে ঢুকেছে এই দলটি। এ সময় বাহরাইনের পতাকা হাতে ফারহান সালেহ দেশের ক্রীড়া দলটিকে মাঠে নেতৃত্ব দেন ● রয়টার্স

বাহরাইনের একটি মুরগির খামার ● ফাইল ছবি

ডেমন পোলট্রির সঙ্গে চুক্তি করতে সম্মত খামারিরা

খাবার মেন্যুতে ফিরছে মুরগির মাংস

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে শিগগিরই খাবারের মেন্যুতে ফিরতে চলেছে মুরগির মাংস। দেশটির মুরগি সরবরাহকারক প্রতিষ্ঠান ডেমন পোলট্রির সঙ্গে খামারিরা একটি নতুন চুক্তি করতে সম্মত হওয়ায় এ সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে মুরগির উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

ডেমন পোলট্রির সঙ্গে গত জানুয়ারি থেকে খামারিদের অচলাবস্থা চলতে থাকায় এই সময়ে বাজারে বাহরাইনের বিভিন্ন খামারে উৎপাদিত মুরগি উঠে যায়। এ অচলাবস্থার মূলে ছিল ডেমন পোলট্রির কাছ থেকে সংগৃহীত মুরগির খাবার ও মুরগির বাচ্চার দাম বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি।

ডেমন পোলট্রি বাহরাইনের প্রায় ৩৫টি খামার থেকে পূর্ণ বয়সী মুরগি সংগ্রহ করে তা সারা দেশে সরবরাহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে গত মে মাসে প্রাথমিকভাবে অস্বীকৃতির কথা জানিয়েছিল ২৫টি খামার কর্তৃপক্ষ। তবে গত মাসে তারা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নতুন চুক্তিতে উপনীত হতে সম্মত হয়। নতুন চুক্তিতে খামারিদের জন্য বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ওই চুক্তি অনুযায়ী খামারিদের চলতি মাসের মাঝামাঝি মুরগির জোগান দিতে বলা হয়। এ বিষয়ে পোলট্রি ব্যবসায়ী এবং আওয়াল পোলট্রি ফার্ম ও আলহারামাইন পোলট্রি ফার্মের মালিক আলী মাহদি বলেন, 'আমাদের ১৮ আগস্ট বাজারে মুরগি ছাড়তে বলা হয়েছে।'

মাহদি আরও বলেন, 'আওয়াল পোলট্রি ফার্মে আমরা ১ লাখ ৬০ হাজার মুরগি উৎপাদন করছি। ফার্মটির পূর্ণ ক্ষমতা ২ লাখ মুরগি উৎপাদনের। তবে আমি বলেছি, আগামী পর্বের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ে আমরা উৎপাদন বাড়াতে চাই। দেখতে চাই প্রথম পর্যায়ের ব্যবসা কেমন যায়।'

খামারিরা আবার মুরগি উৎপাদন ও জোগান দেওয়ার কাজ শুরু করতে রাজি হলেও অন্তত আগামী এক বা দুই পর্বের মধ্যে তাঁরা নতুন চুক্তিতে সই করবেন না বলে জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে খামারিরা বলছেন, তাঁরা বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে ন্যূনতম লাভের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে চান। ফলে আগামী মাসের শেষ নাগাদ ফার্মগুলো থেকে পুরোদমে মুরগি বাজারে আসতে পারে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

ভুল চিকিৎসার ১৩ অভিযোগ কঠোর ব্যবস্থার উদ্যোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে গত তিন বছরে ভুল চিকিৎসা দেওয়ার ১৩টি অভিযোগ নিবন্ধিত হয়েছে। আইনি অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান মামদু আলমাওয়াদা এ তথ্য দিয়েছেন। এসব অভিযোগের তিনটি আদালতে অপরাধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বাকিগুলো এখনো বিচারাধীন।

জাতীয় স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এনএইচআরএ) সম্প্রতি জানায়, চলতি বছর এ পর্যন্ত চিকিৎসাক্ষেত্রে ভুল ও নৈতিকতা লঙ্ঘনের ৩৪টি অভিযোগ এসেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করার সময় আলমাওয়াদা গত তিন বছরের তথ্য প্রকাশ করেন। নতুন নীতি অনুযায়ী চিকিৎসায় কোনো ভুল হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এনএইচআরএকে জানাতে হবে। চিকিৎসায় অবহেলার প্রবণতা রোধ করতেই এ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

আলমাওয়াদা বলেন, চিকিৎসকদের ভুলের বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছে এনএইচআরএ। লাইসেন্স ছাড়া চিকিৎসকদের চিকিৎসকাকার্য চালানো এবং বেশি দামে ওষুধ বিক্রি অপরাধ। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত এ রকম ঘটনার ১৩টি অভিযোগে মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকি অভিযোগগুলোর বিচার চলছে।

বাহরাইনের সরকার চিকিৎসকদের ভুল ও চিকিৎসায় অবহেলার বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে এ রকম ঘটনায় দুই বাহরাইনি নারীর মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়ার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে সতর্কতা বেড়েছে।

আনওয়ার আলী আবদুল ওয়াহাব (৩৬) নামের একজন অ্যালার্জিজনিত রোগে হাসপাতাল থেকে দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করে রাস রুমানের এক হাসপাতালে গত ১১ জুলাই মারা যান। আর সালমানিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে ১৯ জুলাই আলিয়া আদেল (২৫) নামের আরেকজন মারা যান। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকেরা তাঁকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দেরি করে দেখতে যান। এর ফলে রোগী চরম অচেতন অবস্থায় (কোমা) চলে যান এবং প্রায় এক মাস কোমায় থাকার পর মারা যান।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

ষড়যন্ত্র সফল হবে না

আ.লীগের প্রতিবাদ সভায় বক্তারা

বাহরাইন প্রতিনিধি

দেশে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ৪ আগস্ট বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় অতিথিরা ● প্রথম আলো

রাজধানী ঢাকার গুলশান ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা এবং দেশি-বিদেশি নিরীহ মানুষ ও পুলিশ হত্যার প্রতিবাদে বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৪ আগস্ট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সভায় বক্তারা বলেন, 'বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বসবাস করে আসছে। একেকজন একেক ধর্মীয় পরিচয় বহন করলেও জাতিগত পরিচয় আমাদের এক, আমরা বাংলাদেশি। তাই বাংলাদেশকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা সফল হবে না।'

বাংলাদেশ সমাজের কার্যালয়ে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর। সাধারণ সম্পাদক এম এ হাশেমের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি ফজলুল করিম।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা গুলশান ও শোলাকিয়ার জঙ্গি হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, দেশের উন্নয়নকাজ বাধাগ্রস্ত করতেই একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে এ জঙ্গি হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বিএনপি নেতাদের বক্তব্য শুনে মনে হয় বাংলাদেশে এরাই জঙ্গিবাদের আশ্রয় ও মদদদাতা। বিএনপি নেতা নোমান বলেছেন, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে ছাড়া জঙ্গি দমন সম্ভব না। তাঁর এ ধরনের বক্তব্যই প্রমাণ করে জঙ্গিদের নাটের গুরু বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং তাঁর ছেলে তারেক রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ সমাজের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন, বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আলতাফ হোসেন, আইয়ুব আলী, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল্লাহ আমির, সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, যুবলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক নজির আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন, শ্রমিক লীগের সভাপতি আইয়ুবুর রহমান, দেলোয়ার মোল্লা প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মধ্যে রবিউল ইসলাম, আবুল কালাম, হাসান রিয়াদ, হেলাল আহমেদসহ বাহরাইন শাখা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাহরাইনে ব্যাহত ১২ ফ্লাইট

প্রথম আলো ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ আগস্ট এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি যাত্রীবাহী বিমান জরুরি অবতরণের পর এতে আগুন ধরে যায়। ফলে বিশ্বের ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটি বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রভাব পড়েছে বাহরাইন বিমানবন্দরে। এখানে প্রায় ১২টি ফ্লাইট ব্যাহত হয়।

এমিরেটস এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৩০০ আরোহী নিয়ে ইকে-৫২১ ফ্লাইট নম্বরের বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি ভারতের কেরালার তিরুবনন্তপুরম থেকে দুবাই আসছিল। ৩ আগস্ট বেলা দেড়টার দিকে দুবাই বিমানবন্দরে অবতরণের পর আগুন ধরার আগে আরোহীদের জরুরি সিঁড়ি দিয়ে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

দুর্ঘটনার পর এমিরেটস এবং গালফ এয়ার দুবাই ও বাহরাইনে মধ্যকার চারটি ফ্লাইট বাতিল করে। গালফ এয়ারের একজন মুখপাত্র বলেন, বাতিল করা ফ্লাইটগুলো হলো জিএফ-৫০৬, জিএফ-৫০৭, জিএফ-৫০৮ ও জিএফ-৫০৯। এগুলো দুবাই থেকে বাহরাইন যাওয়া কথা ছিল। তিনি বলেন, 'আমাদের যাত্রীরা যেন আক্রান্ত না হন সে জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি সন্ধ্যার দুটি ফ্লাইট আবুধাবিতে অবতরণ করানো হয়েছে।'

দুর্ঘটনার পর গালফ এয়ারের ৫৭ জন যাত্রী দুবাইয়ের বিমানবন্দরে আটকা পড়েন। পরে তাঁদের সন্ধ্যার ফ্লাইটে করে আনা হয়।

এদিকে, ফ্লাই দুবাই বাহরাইন থেকে দুবাইগামী তিনটি এবং দুবাই থেকে বাহরাইনগামী তিনটি ফ্লাইট বাতিল করে। কর্তৃপক্ষ ফ্লাইটের সময় পুনরায় ঠিক করার জন্য ভ্রমণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে।

দুর্ঘটনার প্রায় চার ঘণ্টা পর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ফ্লাইট পরিচালনা পুনরায় শুরু করে বিশ্বের ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটি। তখন বড় বিমানগুলোকে আগে উড্ডয়নের সুযোগ দেওয়া হয়।

এমিরেটস এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এমিরেটসের নিরাপত্তার রেকর্ড বেশ ভালো। গত শতকের আশির দশকে চালু হওয়ার পর থেকে এ বিমান সংস্থাটির কোনো উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় পুড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অচল হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। সূত্র : **গালফ ডিজিটাল নিউজ**

পদচারী সেতু বাহরাইনের রিফা এখন অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। এখানে প্রচুর মানুষের বসবাস। মানুষের যাতায়াতের কথা বিবেচনা করে ব্যাটেলকো এবং পূর্ত, পৌরসভা ও নগর-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ৩ লাখ ৫০ হাজার দিনার ব্যয়ে একটি পদচারী-সেতু নির্মাণ করা হয়। ৮ আগস্ট সেতুর উদ্বোধন করেন ব্যাটেলকোর চেয়ারম্যান শেখ হামাদ বিন আবদুল্লাহ আলখলিফা। এই সেতু পথচারীদের জন্য দক্ষিণাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে চলাচল সহজ করবে ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

প্রথম তিন মাসে প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৪ শতাংশ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইন এ বছরের প্রথম তিন মাসে সাড়ে ৪ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটির ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (ইডিবি) তৈরি ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালের পর বছরের প্রথম তিন মাসে প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ হারই সর্বোচ্চ। বাহরাইনের তেল খাতে প্রতিবছর গড়ে ১২ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে। দেশটিতে তেলবহির্ভূত খাতেরও বিকাশ ঘটছে। এতে এসব খাতেও বাড়ছে প্রবৃদ্ধি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার (জিসিসি) তহবিলের অধীন বাহরাইনে প্রায় ৪০০ কোটি ডলারের বিভিন্ন প্রকল্পের দরপত্র দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর একই সময়ে প্রবৃদ্ধি বেড়ে গেছে প্রায় তিন গুণ।

বাহরাইনে তেলবহির্ভূত খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বিশেষত, সামাজিক ও ব্যক্তি খাতের সেবার মান বাড়ছে। সামাজিক ও ব্যক্তি খাতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি এখন ৮ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে শক্তিশালী বিনিয়োগের কারণে নির্মাণ খাতেও প্রবৃদ্ধি বেড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর প্রথম তিন মাসে সার্বিক কর্মসংস্থান বেড়েছে ৭ শতাংশ। বেসরকারি খাতে এই সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৪৬ হাজার ৬৬৯টি। এটা গত বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি।

প্রবৃদ্ধির এই সাফল্য প্রসঙ্গে ইডিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খালিদ আলরুমাইহি বলেন, 'বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন চ্যালেঞ্জের মুখে তখন বাহরাইনের অর্থনীতির এই গতিশীলতায় আমরা রোমাঞ্চিত।'

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

পরিযায়ী দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে মানুষের জীবনযাত্রা। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ভিড় করতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখি। দল বেঁধে ছুটে আসছে খাদ্যের সন্ধানে। ৬ আগস্ট দুপুরে রাজশাহীর বাগমারার পোড়াকান্দর বিল থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

ক্ষমতা ভোগের নয়, দায়িত্ব পালনের বিষয় : প্রধানমন্ত্রী

প্রথম আলো ডেস্ক ●

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কারও কাছে শাসনক্ষমতা ভোগের বস্তু, আর কারও কাছে তা হলো কর্তব্য পালন। তাঁর সরকারের চিন্তা জাতির প্রতি কর্তব্য পালন করা। মানুষ যে ভোট দিয়েছে, তার বদলে সে কী পেয়েছে, সেটাই তাঁদের বিবেচ্য বিষয়। শাসনকাজ পরিচালনাকে গুরুদায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

৪ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সুন্দর আগামীর জন্য স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জীবনমান উন্নয়নের চেতনা জনগণের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে পারলেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, 'আমরা দেশকে উন্নত করতে চাই। সে লক্ষ্যেই আমাদের রাজনীতি। অতীতে নানা ধরনের রাজনীতি দেখেছি। কিন্তু যে দল একবারে তৃণমূল থেকে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে গঠিত হয় ও মানুষের জন্য কাজ করতে পারে, তাদের মানুষের জন্য চিন্তাভাবনাটা অন্য রকম থাকে। হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসলে তাদের চিন্তাটা থাকে অন্য রকম।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হই। পাঁচ বছরে আমরা জনগণকে কতটা সেবা দিতে পারব, সেটা অর্জন করাই আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া কোনো দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভব নয়।' তিনি আরও বলেন, 'দেশের মানুষকেও ভাবতে হবে যে সরকারের সম্পদ হচ্ছে জনগণের। জনগণেরই কল্যাণে কাজ হবে, ব্যয় হবে। এটা দরিয়াতে ঢালার জন্য না।'

গত অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি কাজে আরও গতিশীলতা আনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রকল্প প্রণয়নটা শুধু অর্থ ব্যয়ের চিন্তা থেকেই যেন না হয়। সেখান থেকে কতটুকু দেশের উন্নতি হবে আর এর সুফল মানুষ কতটুকু পাবে, সে হিসাবটাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার আলোকে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একটি কাঠামো অনুসৃত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতির আওতায় প্রতিবছর প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এটি মূলত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মাধ্যমে আমার সঙ্গেই চুক্তি।'

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলেও প্রধানমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

সূত্র : **বাসস**

বাংলাদেশের ওষুধ যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে

বিশেষ প্রতিনিধি ●

দেশের অন্যতম বড় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মা যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ রপ্তানি শুরু করেছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের প্রথম সুযোগ পাচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ কার্ভোডিলল রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের রোগীদের জন্য।

৪ আগস্ট ওষুধ রপ্তানি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএর (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অথরিটি) নিয়মনীতি ও প্রশাসন খুবই কড়া। বেক্সিমকো সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে এফডিএর অনুমোদন পেয়ে ওষুধ রপ্তানি করছে।

রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেক্সিমকো। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাটের হাতে বেক্সিমকোর পক্ষ থেকে কিছু ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০১৫ সালে বেক্সিমকোর ওষুধ এফডিএর অনুমোদন লাভ করে।

মার্শা বার্নিকাট বলেন, জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পুনরায় আশ্বস্ত করতে সরকারকে এমন কাজ হাতে নিতে হবে যেন কারখানা ও ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, ওষুধ পরীক্ষার জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাগার আছে। এ ক্ষেত্রে জনবল-সংকট দূর করার জন্য তিনি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল হাসান প্রতিষ্ঠানের সূচনা, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ইনসেপ্টা ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির বেক্সিমকোতে কাজ করার সময়কার কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ওষুধ রপ্তানির সফলতা দেশের গোটা ওষুধশিল্পের।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কমিটি, তবে চমক নেই

- বিএনপির নতুন কমিটি, সাড়ে চার মাস পরও কমিটি অপূর্ণাঙ্গ
- স্থায়ী কমিটিতে নতুন মুখ খসরু, সালাহউদ্দিন
- ফালুর পদত্যাগ, নাম প্রত্যাহার চেয়েছেন সহপ্রচার সম্পাদক
- যুদ্ধাপরাধীর সন্তানও কমিটিতে

সেলিম জাহিদ ও রিয়াদুল করিম ●

সম্মেলনের সাড়ে চার মাস পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করল বিএনপি। স্থায়ী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদসহ ৫৯২ জনের নির্বাহী কমিটিতে এবার অনেক নতুন মুখ জায়গা পেয়েছেন। আবার গুরুত্ব হারিয়েছেন অনেকে। কেন্দ্রীয় নেতাদের স্ত্রী-সন্তানেরাও আছেন কমিটিতে।

পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কমিটিতে নতুন মুখের ছড়াছড়ি থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। বলা হচ্ছে, এটি বিএনপির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কমিটি। কিন্তু কমিটিতে সে অর্থে বড় কোনো চমক নেই। কমিটি ঘোষণার পরপরই পদপদবি নিয়ে নেতাদের অনেকে রাগ, হতাশা ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

বিএনপি এ কমিটিকে 'পূর্ণাঙ্গ' বললেও দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্ষদ স্থায়ী কমিটি এখনো অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেছে। ১৯ সদস্যের এ কমিটির ১৭ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির নতুন সদস্য হয়েছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমেদ। খসরু গত কমিটিতে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সালাহউদ্দিন (অনুপ্রবেশের দায়ে শিলংয়ে আটক) যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। এ কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন এম শামসুল ইসলাম ও সারোয়ারী রহমান। সারোয়ারীকে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদে রাখা হয়েছে। কিন্তু শামসুল ইসলাম কোথাও নেই। তিনি অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী।

৬ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কমিটি ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত ১৯ মার্চ বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনের পর মোট চার ধাপে এ কমিটি ঘোষণা করা হলো। তবু স্থায়ী কমিটির দুটি পদ ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দুটি, যুববিষয়ক, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও সহসম্পাদকের পাঁচটি পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

ঘোষিত নতুন স্থায়ী কমিটিতে ১৭ জন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন ৭৩ জন। নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য আছেন ৫০২ জন। এর মধ্যে ৩৫ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ৭ জন যুগ্ম মহাসচিব, ১০ জন সাংগঠনিক সম্পাদকসহ বিভিন্ন সম্পাদকীয় পদে আছেন ১৬১ জন কর্মকর্তা। বাকিরা সদস্য। সদস্যদের মধ্যে ১১৩ জন নতুন মুখ। আসাদুজ্জামান রিপন ও আবু নাসের মো. ইয়াহইয়াকে বিশেষ সম্পাদক করা হয়েছে। কিন্তু দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়নি।

নতুন কমিটি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'অত্যন্ত ভাইব্র্যান্ট ও ডায়নামিক কমিটি হয়েছে। আশা করি, এ কমিটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।'

স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, জমির উদ্দিন সরকার, তরিকুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান, আ স ম হান্নান শাহ, এম কে আনোয়ার, রফিকুল ইসলাম মিয়া, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান ও নজরুল ইসলাম খান। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পদাধিকারবলে স্থায়ী কমিটির সদস্য। গত কমিটিতে তারেক ছিলেন ১৯ নম্বরে। এবার তাঁর নাম রাখা হয়েছে খালেদা জিয়ার পরে।

প্রসঙ্গত, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আর এ গণি ও খন্দকার দেলোয়ার হোসেন মারা গেছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ফাঁসি হয়েছে।

ক্ষোভ, পদত্যাগ

প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে কমিটি নিয়ে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কমিটিতে অনেক ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা মানা হয়নি। দলে তাঁদের 'ত্যাগের' যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। অনেক জ্যেষ্ঠ নেতাও ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে। এর মধ্যে অন্তত দুজন আছেন ভাইস চেয়ারম্যান। এ ছাড়া স্থায়ী কমিটির সদস্যপদের জন্য আলোচিত ছিলেন খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আবদুল আউয়াল মিন্টু। কিন্তু ৩৫ সদস্যের ভাইস চেয়ারম্যানদের তালিকায় খন্দকার মাহবুবের নাম ২৩ নম্বরে ও মিন্টুর নাম রয়েছে ৩০ নম্বরে। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে কমিটি ঘোষণার পরপরই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন নতুন ভাইস চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক আলী ফালু। জানা গেছে, গত রাতে নতুন কমিটির সহপ্রচার সম্পাদক শামীমুর রহমান কমিটি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার চেয়ে দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শামীমুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি আগের কমিটিতে সাত বছর সহদপ্তর সম্পাদক ছিলেন। এবার তাঁকে তিন নম্বর সহপ্রচার সম্পাদক করা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি পদাবনতি। এ ছাড়া এক নম্বর সহপ্রচার সম্পাদক করা হয়েছে তাঁর কনিষ্ঠ একজনকে।

গত কমিটিতে দলের গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। এবার তাঁকে প্রচার সম্পাদক করা হয়েছে। এতে তিনি বিরক্ত ও হতাশ হয়েছেন বলে জানা গেছে। কারণ, ছাত্রদলের যে কমিটিতে তিনি সভাপতি ছিলেন, সেখানে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হাবিব-উন-নবী খান সোহেল। নতুন কমিটিতে তাঁকে যুগ্ম মহাসচিব করা হয়েছে। প্রচার সম্পাদক পদটি যুগ্ম মহাসচিবের তিন ধাপ পরের পদ।

আগের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন কাজী মাজহারুল ইসলাম। এবার তাঁকে নির্বাহী কমিটির সদস্যপদে রাখা হয়েছে। নতুন স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে ফাওয়াজ হোসেনকে। তিনি কমিটিতে নতুন মুখ।

গুরুত্ব হারিয়েছেন অনেকে

বিএনপির ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো বলছে, গত কমিটির প্রভাবশালী অনেক নেতা এবার কিছুটা গুরুত্ব হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আমান উল্লাহ আমান ও মিজানুর রহমান মিনু, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাজিম উদ্দিন আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম আকবর খোন্দকার ও মশিউর রহমান, প্রচার সম্পাদক জয়নুল আবদীন ফারুক, সহদপ্তর সম্পাদক আবদুল লতিফ (জনি) উল্লেখযোগ্য। আব্দুল লতিফ ও নাজিম উদ্দিন আলম বাদে বাকিদের এবার চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদে রাখা হয়েছে। জনিকে শুধু সদস্যপদে রাখা হয়েছে। নাজিম উদ্দিনের নাম কমিটিতেই নেই। এ ছাড়া দলের অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরীর সাবেক সদস্যসচিব আবদুস সালামও আছেন উপদেষ্টা পরিষদে। তাঁদের অনেকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ।

২২ নতুন ভাইস চেয়ারম্যান

৩৫ সদস্যের ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে ২২ জন নতুন মুখ। তাঁদের বেশির ভাই উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন। আগের কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন ১৫ জন। এর মধ্যে সমশের মবিন চৌধুরী রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। আর রাজিয়া ফয়েজ মারা গেছেন।

পুরোনোদের মধ্যে আছেন টি এইচ খান, এম মোরশেদ খান, হারুন আল রশীদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, আবদুল্লাহ আল নোমান, সাদেক হোসেন খোকা, রাবেয়া চৌধুরী, হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও সেলিমা রহমান, শাহ মোফাজ্জল হোসেন ও আবদুস সালাম পিন্টু।

নতুন ভাইস চেয়ারম্যানরা হলেন খন্দকার মাহবুব হোসেন, আবদুল আউয়াল মিন্টু, এম ওসমান ফারুক, মো. শাহজাহান, রুহুল আলম চৌধুরী, ইনাম আহমদ চৌধুরী, শওকত মাহমুদ, আবদুল মান্নান, ইকবাল হাসান মাহমুদ, বরকত উল্লা, শামসুজ্জামান দুদু, মীর মোহাম্মদ নাছির, মোসাদ্দেক আলী ফালু, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, আহমেদ আজম খান, জয়নাল আবেদীন, নিতাই রায় চৌধুরী ও গিয়াস কাদের চৌধুরী।

কমিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে নবনিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কমিটিতে তরুণদের সমন্বয় করা হয়েছে। তৃণমূলের অনেক দিনের প্রত্যাশা পূরণ করা হয়েছে। যাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আশা করি সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে তা পালন করবেন।'

কমিটিতে দুই যুদ্ধাপরাধীর ছেলে

যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসি কার্যকর হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী ও যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত প্রয়াত আবদুল আলিমের ছেলে ফয়সাল আলিমকে বিএনপির কমিটিতে রাখা হয়েছে। দুজনই নির্বাহী কমিটির সদস্য। এ ছাড়া ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি আবদুস সালাম পিন্টু ও লুৎফুজ্জামান বাবরও কমিটিতে আছেন। পিন্টু ভাইস চেয়ারম্যান ও বাবর নির্বাহী কমিটির সদস্য। দুজনেই জেলে আছেন।

পণ্য আমদানিতে শীর্ষে সিটি মেঘনা ও এস আলম গ্রুপ

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম ●

নিত্যপণ্যের বাজারে প্রতিবছর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উত্থান-পতন হচ্ছে। কেউ বাজার থেকে সরছে। আবার কেউ ফিরছে বাজারে। তবে উত্থান-পতনেও বাজারে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে সিটি গ্রুপ। প্রতিবছর বাজারের আকার বাড়ার সঙ্গে বাজারে এই গ্রুপের অংশীদারত্বও বাড়ছে। বাজার দখলের এই ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে মেঘনা এবং এস আলম গ্রুপের নাম।

আমদানিনির্ভর প্রধান সাতটি পণ্য আমদানির তথ্য ধরে এই হিসাব করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি তথ্য যাচাই করে শিল্পগোষ্ঠীভিত্তিক আমদানির এই ক্রমতালিকা তৈরি। সাতটি পণ্য হলো সয়াবিন তেল, পাম তেল, গম, চিনি, মসুর, মটর ও ছোলা ডাল। এসব পণ্যের কোনোটির উৎপাদন কম বা কোনোটি উৎপাদন না হওয়ায় কম-বেশি আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানির তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, সদ্য শেষ হওয়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ১২৭টি ছোট-বড় শিল্পগোষ্ঠী ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে এই সাতটি পণ্য আমদানির পরিমাণ ৮৫ লাখ টন। এসব পণ্য কার্যত আনা হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। ব্যবসায়ীদের ঘোষণা অনুযায়ী, আমদানি হওয়া ৮৫ লাখ টন পণ্যের দাম ৩২৬ কোটি ৫৩ লাখ মার্কিন ডলার। শুল্ক করসহ এসব পণ্য আমদানিতে খরচ পড়েছে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা।

আবার স্থানীয় বাজারে পণ্যের দাম হিসাব করে দেখা যায়, খুচরা ক্রেতা পর্যন্ত পৌঁছাতে এই সাতটি পণ্যের বাজারের আকার দাঁড়ায় আনুমানিক ৪০ হাজার কোটি টাকা। আমদানির পর পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত হয়ে পরিবেশক বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে ক্রেতার হাতে পৌঁছায় এসব ভোগ্যপণ্য। তবে স্থানীয় বাজার থেকে ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে যারা বাজারজাত করছে, তাদের হিসাব এই ক্রমতালিকায় রাখা হয়নি।

হিসাব করে দেখা যায়, শীর্ষস্থানে থাকা সিটি গ্রুপের হাতে আছে বাজারের ২৫ শতাংশ। সাতটি পণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি গত অর্থবছর গম, সয়াবিন, পাম তেল, চিনি, মটর ও মসুর ডাল—ছয়টি পণ্য আমদানি করেছে ২১ লাখ টনের বেশি। শুল্কায়ন মূল্যে এর পরিমাণ ৫ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা।

সিটি গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক বিশ্বজিত সাহা ৪ আগস্ট *প্রথম আলোকে* বলেন, ভোগ্যপণ্যের বাজারে পণ্যের দামে প্রতিনিয়ত উত্থান-পতন হয়। এ কারণে শুধু একটি পণ্যের ওপর নির্ভর না করে একাধিক পণ্যের বাজারজাত করলে এই বাজারে টিকে থাকা সহজ। সিটি গ্রুপ শুধু একাধিক পণ্য আমদানিই নয়, বিশ্বখ্যাত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পণ্য এনে প্রক্রিয়াজাত করে নিজস্ব ব্র্যান্ডে বাজারজাতও করছে।

বাজার অংশীদারত্বে দ্বিতীয় ক্রমতালিকায় আছে মেঘনা গ্রুপের নাম। গ্রুপটির গম, চিনি, সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি করে নিজস্ব ব্র্যান্ডের নামে বাজারজাত করছে। গত অর্থবছর এই গ্রুপ ৫ হাজার ৪১০ কোটি টাকার ১৬ লাখ ৮৮ হাজার টন পণ্য আমদানি করে। বাজারে এই গ্রুপের হাতে রয়েছে ২০ শতাংশ অংশীদারি।

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, অল্প পরিমাণে পণ্য আমদানি করে বাজারে টিকে থাকা কঠিন। এ জন্য মেঘনা গ্রুপ বিশ্বখ্যাত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে গুণগত মানের পণ্য আমদানি করে বাজারজাত করছে।

তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে আছে চট্টগ্রামের এস আলম গ্রুপ। গ্রুপটির আমদানির তালিকায় আছে গম, চিনি, সয়াবিন ও পাম তেল। গত অর্থবছর গ্রুপটি ১১ লাখ ২৮ হাজার টন পণ্য আমদানি করে। এসব পণ্যের শুল্কায়ন মূল্য ছিল ৩ হাজার ৬৩ কোটি টাকা। পাঁচ বছর আগেও গ্রুপটি নিত্যপণ্যের বাজারে শীর্ষস্থানে ছিল।

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একসময় শীর্ষস্থানে থাকলেও মাঝে নানা শিল্প খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর কারণে পণ্য আমদানির পরিমাণ হয়তো সেই হারে বাড়েনি। তবে এখন আবার ভোগ্যপণ্যের বাজারে আমদানির পরিমাণ বাড়াচ্ছি। আমদানি বাড়িয়ে বাজারে শীর্ষে থাকার লক্ষ্য আমাদের। এস আলম গ্রুপ চিনি ও তেলের শোধন কারখানায়ও বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে। আর আমদানি বাড়লে ভোক্তাদের জন্যই সুবিধা।'

৫৫৪ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত

শরীয়তপুর ও রাজবাড়ীতে বন্যা

শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী প্রতিনিধি ●

শরীয়তপুরে বন্যার পানিতে ৯০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। গ্রামগুলোর ১১০টি বিদ্যালয়ের মাঠে ও শ্রেণিকক্ষে পানি ঢোকায় পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বন্যার কারণে জেলার তিনটি উপজেলার ৩৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে বন্যার কারণে রাজবাড়ীর সদর ও গেয়ালন্দ উপজেলার ১৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পদ্মার পানি বাড়ায় গত ২৮ জুলাই থেকে শরীয়তপুরের বিভিন্ন গ্রামে বন্যার পানি ঢুকতে থাকে। বন্যার পানি বিদ্যালয়ের মাঠে ও শ্রেণিকক্ষে ঢোকার কারণে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার ৭১টি, নড়িয়ার ২২টি, সদর উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। একই কারণে নড়িয়ার দুটি ও জাজিরার পাঁচটি উচ্চবিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।

সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিদ্যালয়ে বন্যার পানি ওঠায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয় থেকে গত বুধবার দেওয়া নির্দেশে নড়িয়া, জাজিরা ও শরীয়তপুর সদর উপজেলার ৩৬৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

৩ ও ৪ আগস্ট শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলার ১৫টি প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, বিদ্যালয়গুলোতে আসার সড়ক, বিদ্যালয়ের মাঠ ও শ্রেণিকক্ষ পানিতে তলিয়ে গেছে। কক্ষের ভেতরের আসবাবগুলো পানিতে নষ্ট হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষ তালাবদ্ধ রয়েছে।

নড়িয়ার চর নড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমা আক্তার বলেন, 'বিদ্যালয়টির মাঠ ও শ্রেণিকক্ষগুলো এক সপ্তাহ যাবৎ পানির নিচে। বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করতে হয়েছে। নদীর পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ভবনটি ভাঙনের কবলে পড়ার আশঙ্কা করছি।'

সদর উপজেলার পৌর এলাকার তিন নম্বর ওয়ার্ডের শরীয়তপুর সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আয়শা আক্তার বলেন, 'বিদ্যালয়ের মাঠ পানিতে তলিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের আশপাশের সব এলাকা পানির নিচে। অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক শিশু পানির মধ্য দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে আসছে। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিদ্যালয়টি খোলা রাখা হয়েছে। এখন জানতে পারলাম পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।'

নড়িয়ার কেদারপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর সাঈদ বলেন, বিদ্যালয়ে আসার সব সড়ক বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। এক সপ্তাহ যাবৎ বিদ্যালয়ের মাঠে পানি। শ্রেণিকক্ষে পানি ওঠায় বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শরীয়তপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, বন্যায় গ্রাম তলিয়ে যাওয়ায় অনেক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পানি ঢুকেছে। এ কারণে ১০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। বন্যার কারণে তিন উপজেলার ৩৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তদারকিতে বন্যার পর এসব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

মাছ ধরার ফাঁদ স্থানীয় ভাষায় আন্তা ও চাঁই, মাছ ধরার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এত দিন বর্ষায় খাল-বিল, নদী-নালা ছিল পানিতে টইটম্বুর। এখন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। এ সময় মাছ ধরতে চাঁই ও আন্তার চাহিদা বেড়ে যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরের মাওলাগঞ্জ বাজারে তাই বিক্রেতারা নিয়ে এসেছেন চাঁই ও আন্তা। বিক্রিও বেশ ভালো। ৭ আগস্ট তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সংক্ষেপ

চালু হলো হজ ফ্লাইট

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রথম হজ ফ্লাইট ঢাকা থেকে জেদ্দায় গেছে। ৪ আগস্ট সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে ৪০১ জন হজযাত্রী নিয়ে ফ্লাইটটি জেদ্দার উদ্দেশে রওনা দেয়। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উদ্বোধনী হজ ফ্লাইটের হজযাত্রীদের বিদায় জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এবং ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমান। এবার বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৮ জন হজ করতে সৌদি আরব যাচ্ছেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের হজ ফ্লাইট ও নিয়মিত ফ্লাইট মোট ৫১ হাজার হজযাত্রী পরিবহন করবে। বাকি হজযাত্রীদের পরিবহন করবে সৌদি এয়ারলাইনস। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) খান মুশাররফ হোসেন বলেন, '৪ আগস্ট নির্ধারিত ফ্লাইট ছাড়াও দুটি ফ্লাইট হজযাত্রী নিয়ে সৌদি আরবের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছে।' বিমান বাংলাদেশ মোট ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৮ হজযাত্রীর মধ্যে ৫১ হাজার হজযাত্রী পরিবহন করবে। বিমান ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা থেকে জেদ্দা হজযাত্রী পরিবহন করবে। অন্যদিকে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে হাজিদের ঢাকায় নিয়ে আসবে।

● সূত্র : বাসস

ড. ইউনূসের ছবি ভাঙচুর

পাবনার চাটমোহর উপজেলা সদরে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি না থাকায় ৪ আগস্ট সেখানে বিক্ষোভ করে কার্যালয়ে থাকা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছবি ভাঙচুর এবং তাতে আগুন দেন উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। একই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কার্যালয়টিতে শেখ হাসিনার ছবি টাঙাতে বলেছেন তাঁরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ওই দিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল আলিমের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা উপজেলা সদরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কার্যালয়প্রধানের কক্ষে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছবি ঝোলানো থাকলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি কেন নেই তা জানতে চান। কার্যালয়ের কর্মরত ব্যক্তিরা চুপ থাকায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা সেখানে বিক্ষোভ করেন এবং দেয়াল থেকে ড. ইউনূসের ছবি নামিয়ে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেন।

● সূত্র : পাবনা অফিস

পাবনার বিভিন্ন স্থানে সড়কে পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হয়েছে সৌরবাতি। সন্ধ্যার পর সড়কে আলো ছড়ায় এসব বাতি। ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় পাবনার চাটমোহর উপজেলার বোয়াইলমারি বিল এলাকা থেকে ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

'পানিসম্পদমন্ত্রী তো আমার না'

পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে 'আমার না' বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ। ৪ আগস্ট বিকেলে গাইবান্ধা সদরে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সাহায্য দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়ন ও ফুলছড়ি উপজেলার বালাশি ঘাট এলাকায় প্রায় ৭০০ বন্যাদুর্গত পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করেন এরশাদ। এ সময় তিনি সেখানে দুটি পৃথক পথসভায় বক্তব্য দেন। পথসভায় স্থানীয় জনগণ কামারজানি ইউনিয়নকে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে রক্ষায় জাপার দলীয় সাংসদ ও পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে এলাকায় পরিদর্শনে এসে ব্যবস্থা নিতে এরশাদের কাছে দাবি জানান। জবাবে এরশাদ বলেন, 'পানিসম্পদমন্ত্রী তো আমার না, তিনি সরকারের মন্ত্রী।'

● নিজস্ব প্রতিবেদক ও গাইবান্ধা প্রতিনিধি

নাম ফিরে পেল 'পূবালী' চত্বর

ষাটের দশকে কুমিল্লা নগরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়ের চৌরাস্তার মাঝখানের জায়গার নাম রাখা হয় 'পূবালী' চত্বর। পূবালী ব্যাংকের সামনে চত্বরটি, সে কারণেই এই নাম। ওই চত্বরকে ঘিরেই কুমিল্লায় নানা আন্দোলন-সংগ্রাম হয়ে থাকে। গত ২৬ জুন কুমিল্লা সিটি করপোরেশন হঠাৎ ওই চত্বরের নাম 'নজরুল' চত্বর করে। এতে কুমিল্লার সাংসদসহ সর্বস্তরের জনগণ ক্ষুব্ধ হন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে সিটি করপোরেশন আবার আগের নামফলক লাগিয়ে দেয়। কুমিল্লার তরুণ ইতিহাসবিদ আহসানুল কবীর বলেন, পূবালী চত্বর থেকেই বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সর্বশেষ তনু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদসহ নানা দাবি আদায়ের আন্দোলন হয়ে আসছে। চত্বরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

● নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কলা পরিবহন ফরিদপুর চরাঞ্চলের নর্থচ্যানেল ইউনিয়নে এ বছর কলার ফলন ভালো হয়েছে। পদ্মার পানি কমলেও অনেক নিচু এলাকায় সড়কে এখনো পানি রয়েছে। ব্যাপারিরা কৃষকের বাগান থেকে একেক কাঁদি কলা আকার ভেদে ৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকা দরে কিনে ঘোড়ার গাড়িতে করে শহরে নিচ্ছেন। ৭ আগস্ট দুপুরে ফরিদপুর সদর উপজেলার কাইমুদ্দিন মাতুব্বরের ডাঙ্গী এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

প্রণোদনা দিয়েও আউশ চাষ লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি ●

সরকারি প্রণোদনা সত্ত্বেও চলতি মৌসুমে যশোরের কেশবপুর উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক জমিতে আউশ আবাদ হয়েছে। এ উপজেলায় ২ হাজার ১৪৭ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আবাদ হয়েছে ১ হাজার ২০ হেক্টরে।

এলাকাবাসী ও কৃষক সূত্রে জানা গেছে, প্রকৃত কৃষক ছাড়া অনেকে প্রণোদনা পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা আবাদ করেননি। এদিকে বিগত কয়েক বছর ধানের দাম কম হওয়ায় অনেক কৃষক ধান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন।

আউশ আবাদের তথ্য জানতে উপজেলা কৃষি কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিষেধ আছে বলে জানানো হয়। পরে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলে এ বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত এপ্রিলে ৮৬০ জন কৃষককে প্রণোদনা দেওয়া হয়। প্রতি বিঘায় কৃষকপ্রতি দেওয়া হয় নেরিকা আউশ বীজ ১০ কেজি, উফশী আউশ বীজ ৫ কেজি, ইউরিয়া ২০ কেজি, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি ১০ কেজি। এ ছাড়া সেচের জন্য দেওয়া হয় নেরিকা ধানবীজে ৮০০ টাকা আর উফশী বীজে ৪০০ টাকা। বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কৃষকেরা এই টাকা পান। ১৬ মার্চ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত আউশ আবাদের মৌসুম। সাড়ে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার আউলগাতি, মূলগ্রাম, বেলোকাটি, ডোঙ্গাঘাটা, সাগরদত্তকাঠি ও ভোগতী এলাকায় আউশের আবাদ হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব এলাকার অনেকেই সরকারি প্রণোদনা পেয়েছেন। ভোগতী গ্রামের কৃষক রেজাউল ইসলাম বলেন, 'অন্যবার কিছু আউশ ফসল মাঠে দেখা গেলেও এ বছর কেউ আবাদ করেননি।' এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, উৎপাদন খরচ না ওঠায় কৃষক ধান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন। অনেকে বোরো মৌসুমে সারা বছরের খোরাকির জন্য ধান লাগান। এরপর আর ধান চাষ করেন না।

প্রণোদনাপ্রাপ্ত ৩০ জন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের অর্ধেকই ধান আবাদ করেননি। কোমরপোল গ্রামের মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, 'টাকা ও সার পেয়েছি, তবে ফসল করিনি।' কেন ধান আবাদ করেননি জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, নিজে চাষ করেন না, জমি বর্গা দেন এমন অনেকে প্রণোদনা পেয়েছেন। এতে প্রকৃত কৃষক উপেক্ষিত হয়েছেন।

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি কমিটি কৃষকদের তালিকাভুক্ত করে। এ কমিটিতে ইউপি সদস্যরা, দুজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও একজন স্বাস্থ্যকর্মী থাকেন। পরিষদের দেওয়া তালিকা উপজেলা কমিটি অনুমোদন করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত একজন ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, তালিকা তৈরিতে সরকারি দলের নেতারা হস্তক্ষেপ করেন। এতে প্রকৃত কৃষকেরা প্রণোদনা পাননি। তাই আউশ আবাদের লক্ষ্যও পূরণ হয়নি।

ঢাকায় ৪৪ নেপালি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থান করার অভিযোগে নেপালের ৪৪ জন নাগরিককে আটক করে ৫ আগস্ট নেপাল দূতাবাসে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএসের একটি বাড়ি থেকে ৪ আগস্ট এই ৪৪ নেপালিকে আটক করা হয়। প্রায় ১৯ ঘণ্টা তাঁদের ওই বাড়িতে পুলিশ পাহারায় রাখার পর দূতাবাসে হস্তান্তর করা হয়।

ওই নেপালিদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগে পুলিশ ওয়ালিউল্লাহ নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তাঁর বাড়ি কুমিল্লায়। পুলিশ বলেছে, ওয়ালিউল্লাহ এই নেপালিদের বাংলাদেশে ভ্রমণ ভিসায় নিয়ে এসেছিলেন।

ডিওএইচএসের ওই বাড়িটি সাবেক কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আশরাফুল ইসলামের। সাততলা ভবনটির নিচতলায় কোনো ফ্ল্যাট নেই। দোতলা থেকে সাততলা পর্যন্ত মোট ১২টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এসব ফ্ল্যাটে এই নেপালিরা থাকতেন। ফ্ল্যাটগুলো গত ২২ মে ওয়ালিউল্লাহ ও মান্নান নামের দুই ব্যক্তি ভাড়া নিয়েছিলেন বলে জানান বাড়িটির তত্ত্বাবধায়ক মো. জলিল মিয়া। তিনি বলেন, ৪ আগস্ট পল্লবী থানার ওসি এবং আরও সাত-আটজন পুলিশ সদস্য বাড়িতে আসেন। তাঁরা পুরো বাড়ি তল্লাশি করেন এবং নেপালিদের কাগজপত্র নিয়ে যান। তখন থেকেই বাড়িতে পুলিশ পাহারা ছিল।

জলিল মিয়া বলেন, ভাড়া হওয়ার পর নেপালিরা ওঠেন। বনানীর একটি ক্লাবে তাঁরা কাজ করতেন বলে তিনি শুনেছেন। প্রতিদিন সকালে দুটি মাইক্রোবাস এসে কয়েকজন নেপালিকে নিয়ে যেত। আবার বিকেল তাঁদের পৌঁছে দিয়ে আরও কয়েকজন নেপালিকে নিয়ে যেত। তিনি বলেন, মোট ৪৭ জন নেপালি ছিলেন। এর মধ্যে পুলিশ আসার পর তিনজন ৪ আগস্ট নেপালে গেছেন।

পল্লবী থানার ওসি দাদন ফকির বলেন, কাগজপত্রে দেখা গেছে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ২২ মে এই নেপালিরা বাংলাদেশে আসেন। ১৯ জুন তাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়। এরপর তাঁরা ভিসার মেয়াদ বাড়াননি। প্রত্যেকের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে। তাঁরা কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছিল। ওয়ালিউল্লাহ তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভিসার মেয়াদ বাড়াতে পারেননি, টাকাও ফেরত দেননি।

ছেলের চোখে রবীন্দ্রনাথ

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন রবীন্দ্রনাথ। বন্ধু রবীন্দ্রনাথকেও উৎসাহ দিতেন জগদীশ।

রথীন্দ্রনাথের মতে, শিলাইদহে অবস্থানকালেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কলম সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠত। তাঁর কাছ থেকে অভিনব উপায়ে লেখা আদায়ও করা হতো। বোন স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী তখন *ভারতী* সম্পাদনা করছেন। পত্রিকার জন্য মামা রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি ছোট নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন। নাটক লিখতে ইচ্ছা করছিল না বলে রবীন্দ্রনাথ আর গা করেননি। শেষমেশ সরলা দেবী পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে দিলেন, পরবর্তী সংখ্যায় রবিঠাকুরের নাটক ছাপা হবে! এ ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে ডেকে বললেন, তিনি একটা লেখা ধরবেন। কেউ যেন বিরক্ত না করে। লেখা চলল টানা তিন দিন, বিরতিহীন। এভাবেই লেখা হলো হাসির নাটক *চিরকুমার সভা*।

সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অনেক সফল ছিলেন বলে তাঁর আশপাশে গুণমুগ্ধের অভাব কখনো হয়নি। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একা মানুষ। মাত্র ১৯ বছর সংসার করে ১৯০২ সালে খুব অল্প বয়সেই মারা যান স্ত্রী মৃণালিনী দেবী। তাঁর মৃত্যুর মাত্র নয় মাসের মাথায় মারা যান মেজো মেয়ে রেণুকা দেবী। ১৯০৫-এ মারা গেলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৭-এ কলেরায় মারা গেলেন ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ। মেজো মেয়ে রেণুকার মতোই যক্ষ্মাতেই মারা যান মাধুরীলতা দেবী, ১৯১৮ সালে। জীবদ্দশাতেই এই তিন সন্তানকে হারান রবীন্দ্রনাথ।

বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও ছোট মেয়ে মীরা দেবী কেবল বেঁচে ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। মীরা দেবীর দুই সন্তান—নীতীন্দ্র ও নন্দিতা। জার্মানিতে পড়াশোনা করতে গিয়ে ১৯৩২ সালে মারা যান নীতীন্দ্র। আর নন্দিতাও বিয়ের পরে নিঃসন্তান ছিলেন। অর্থাৎ বিশ্বকবির সরাসরি বংশধর বলে কেউ আর রইল না।

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

লজিস্টিক ম্যানেজার
একটি বিপণিবিতানে অবস্থিত নতুন রেস্তোরাঁর জন্য লজিস্টিক ম্যানেজার আবশ্যক। মালামাল মজুত, সরবরাহ, পরিবহন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী এবং দোহার বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে জানাশোনা হতে হবে। ফোন করুন : ৫৫৪৪৮৮৮৬। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

অফিসবয়
দোহার একটি বড় কোম্পানির জন্য অফিসবয় আবশ্যক। আতিথেয়তার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্যই স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও অনাপত্তিপত্রধারী (এনসি) হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : officeboy519@gmail.com, ফোন করুন : ৩৩২৯০০৩২। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার
মেকানিক্যাল সেলস ইঞ্জিনিয়ার (এইচভিএসি ডিভিশন) আবশ্যক। স্থানীয় বাজারে দুই-তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। স্পন্সরশিপ বদল আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : financeahmed2015@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

শেফ/ওয়েটার
ডেজার্ট শেফ ও ওয়েটার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : alwakracafe@gmail.com। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিক্রয়কর্মী
একটি পোশাক তৈরির কারখানার জন্য সেলস অ্যান্ড প্রমোশন পারসন আবশ্যক। বেতনের পাশাপাশি কমিশন দেওয়া হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : alaamuhanna@gmail.com, ফোন : ৫৫৩৬৩৪০৫। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিক্রয়কর্মী
একটি প্রতিষ্ঠিত কাতারি মিডিয়া কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। নতুন গ্রাহক আনার কাজে অভিজ্ঞ এবং নিজস্ব পরিবহনব্যবস্থা ও স্থানান্তরযোগ্য ওয়ার্ক পারমিটধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফোন করুন : ৫৫০৮৫২৩৫, সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
গাইনি, চর্ম ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আবশ্যক। প্রার্থীদের মেডিকেল লাইসেন্সধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : dr.khalidaldweik_dentalclinic@yahoo.com। ফোন : ৪৪৭২৩৫৩৬, ৩৩৭২৩২৫৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণন নির্বাহী/হিসাবরক্ষক
একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপণন নির্বাহী (রেন্ট-এ-কার-এ অভিজ্ঞতা ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী) ও হিসাবরক্ষক (উপসাগর অঞ্চলে পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruit2016ent@gmail.com, ফ্যাক্স : ৪৪৪৭৪৭৫৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। প্রাইমাভেরা পি-৬ ব্যবহার করে পরিকল্পনা প্রণয়নের বিশদ জ্ঞান ও একই সঙ্গে কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করতে সক্ষম হতে হবে; জিসিতে কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qcareer2@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ড্রাফট পারসন
অটোক্যাড ড্রাফট পারসন আবশ্যক। তিন বছরের বেশি অভিজ্ঞতা। ই-মেইল করুন : mgc_qtr1@yahoo.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/বিপণন প্রতিনিধি
বিক্রয় নির্বাহী/বিপণন প্রতিনিধি আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@durrataldoha.com / hr.mitqatar@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ
মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ (খণ্ডকালীন) আবশ্যক। শুধু সকালের জন্য। বয়স : ২৫-৩৫ বছর; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। ফোন করুন : ৫৫৩৬৮২৭৮। সূত্র : গালফ টাইমস।

রেস্তোরাঁ ম্যানেজার
একটি ফাস্টফুডের রেস্তোরাঁর জন্য ম্যানেজার আবশ্যক। প্রার্থীদের কাতারে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা, ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী, এনওসি ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : restaurantqatarjobs@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ডিজিটাল মার্কেটার
একটি পরিবেশক কোম্পানির জন্য ডিজিটাল মার্কেটার/ওয়েব ডেভেলপার আবশ্যক। সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ওয়েবসাইট তৈরি, ওয়েব ভিডিও, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসসিও), মোবাইল মার্কেটিং ও অ্যাড ক্যাম্পেইনের মতো কাজ করতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info.gulftechnical@gmail.com। অথবা পিও বক্স নম্বর-২৩৮২৮ দোহা, কাতার। সূত্র : গালফ টাইমস।

সেলস ম্যানেজার
দোহার একটি নেতৃস্থানীয় ট্রেডিং কোম্পানির জন্য সেলস ম্যানেজার আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ইংরেজি ও আরবিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা; কাতারি লাইসেন্স আবশ্যক। ভিসা দেওয়া যাবে। যোগাযোগ করুন : ৫৫৫২৪৩৮১, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/মানবসম্পদ নির্বাহী
বিক্রয় নির্বাহী (জনবল বিভাগ—পাঁচজন), বিক্রয় নির্বাহী (ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ—চারজন), বিক্রয় নির্বাহী (ক্যাটারিং বিভাগ—তিনজন) এবং মানবসম্পদ নির্বাহী (তিনজন) আবশ্যক। কাতারে/জিসিসিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : hiresales16@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

নার্স
একটি স্বনামধন্য মেডিকেল কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন নার্স (নারী) আবশ্যক। যোগ্যতা : স্টাফ নার্স হিসেবে কমপক্ষে পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; নার্সিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি; কাতার প্রমেট্রিক ও ডেটা ফ্লো সম্পন্ন বা সম্পন্ন করার পথে; কিউসিএইচপি লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : frecruitment3@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি নেতৃস্থানীয় লজিস্টিকস কোম্পানির জন্য ভারী ট্রাকের চালক আবশ্যক। ভারী ট্রাক চালানোর ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসা/এনওসিধারী। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : azhar.uddin@transafe.ae ফোন : +৯৭৪৪৪২১৬৪৬০। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
ভূমি জরিপ ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। যোগ্যতা : সার্ভেয়িং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি; ন্যূনতম ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; কাতারে কর্মরত প্রার্থী হলে এনওসিধারী; ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : sali@aces-int.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় প্রতিনিধি
একটি অতিমাত্রার ডাইনামিক ও ক্রমবর্ধমান কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি (ডিজিটাল ব্যবসা উন্নয়ন) আবশ্যক। যোগ্যতা : কাতারে ন্যূনতম বছরের অভিজ্ঞতা; নতুন প্রযুক্তি ও আরবি ভাষার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : career.a101-partners.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

কেবল জয়েন্টার
কয়েকজন এলভি কেবল জয়েন্টার আবশ্যক। বৈধ খারামা সনদ থাকতে হবে; ছাড়পত্র/এনওসি আনতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ও সনদ ই-মেইল করুন : recruitmentsdewq@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/গাড়িচালক/সেক্রেটারি
একটি কনট্রাক্টিং ও ট্রেডিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল-গ্রেড এ ও বি), সেক্রেটারি (নারী; ইংরেজি ও আরবি) এবং কয়েকজন গাড়িচালক (হালকা ও ভারী যান) আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৩১৪৩৪৬। সূত্র : গালফ টাইমস।

দরজি
জরুরি ভিত্তিতে দরজি (নারী) আবশ্যক। আবায়া তৈরির কাজে দক্ষ হতে হবে। যোগাযোগ করুন : ৩০৭৩ ৩৬৩০। সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/রাজমিস্ত্রি/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য কিউএ/কিউসি ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সাইট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কিউএ/কিউসি সিভিল/ আবশ্যক। এফএ/এফএফ খাতে ন্যূনতম ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতা; বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; এনওসি স্থাপত্য ইঞ্জিনিয়ার, কোয়ান্টিটি সার্ভেয়ার, প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার, //////ইনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার//////, সিভিল/স্থাপত্য সুপারভাইজর, সিভিল/স্থাপত ফোরম্যান, দক্ষ রাজমিস্ত্রি ও ক্রয় কর্মকর্তা আবশ্যক। পদভেদে ৩ থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে; বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hr@comoqatar.com, ফোন : +৯৭৪ ৪৪০৬২১৬২, ফ্যাক্স : +৯৭৪ ৪৪৮৭৯৯৫১। সূত্র : গালফ টাইমস।

ফার্মাসিস্ট/থেরাপিস্ট/অন্যান্য
একটি পরিবেশক কোম্পানির জন্য নিউট্রিশনিস্ট, ফার্মাস্টি, কসমেটোলজিস্ট ও স্পোর্টস থেরাপিস্ট আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : info.gulftechnical@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি কাতারি মালিকানাধীন কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকজন ভারী যানের চালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও এনওসিধারী হতে হবে; ফোন করুন : ৩৩৩৮৮৭১৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

গ্যারেজ সুপারভাইজর
জরুরি ভিত্তিতে গ্যারেজ সুপারভাইজর আবশ্যক। মেকানিক্যাল কাজে (ভারী সরঞ্জাম ও যানবাহন) জ্ঞান থাকতে হবে। ভিসা দেওয়া যাবে। প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখপূর্বক জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : jobcvs@hotmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ম্যানেজার
স্টিল ফেব্রিকেশন ওয়ার্কশপের জন্য জেনারেল ম্যানেজার আবশ্যক। একই পদে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদন করার ঠিকানা : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিও বক্স নম্বর-৫১৮৫, মানামা, বাহরাইন। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েটার/বারিস্তা
সানাদ এলাকার একটি নতুন ক্যাফের জন্য কয়েকজন করে ওয়েটার ও বারিস্তা আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : bahraingroup00@gmail.com সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ফোরম্যান/ম্যানেজার/ড্রাফটসম্যান
একটি ইন্টেরিয়র ফিট-আউট কোম্পানির জন্য সাইট ফোরম্যান, প্রজেক্ট ম্যানেজার ও ড্রাফটসম্যান আবশ্যক। ই-মেইল করুন : careersinteriorshr@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েটার/বারিস্তা/অন্যান্য
একটি দ্রুত বর্ধনশীল রেস্তোরাঁর জন্য ওয়েটার, বারিস্তা, সুপারভাইজর আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : bahrain.fab@gmail.com, ফোন : ৩৮৩৭৪১৩৬। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সুপারভাইজর
ক্লিনিং ও মেইনটেন্যান্স সুপারভাইজর আবশ্যক। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। ই-মেইল করুন : recruitment3699@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
গ্রেস্কেল অ্যাডভার্টাইজিংয়ের জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। নতুনদের স্বাগতম। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : shehzad@greyscale-bh.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/মেকানিক
জরুরি ভিত্তিতে হাইড্রোলিক মেকানিক, ভ্রাম্যমাণ ক্রেন অপারেটর, ভারী যানের চালক ও ফর্ক লিফট অপারেটর আবশ্যক। বাহরাইনি লাইসেন্সধারী হতে হবে। ফোন করুন : ১৭৭০০৫১৮ সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

নার্স
একটি বেসরকারি ক্লিনিকের জন্য নার্স আবশ্যক। বেলা ১১টা থেকে বেলা ১টা ও বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দায়িত্ব। ফোন : ৩৯৮৮৫৮০৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী/মেশিন অপারেটর/ম্যানেজার
কেনজ ফার্নিশিং কোম্পানির জন্য বিক্রয় নির্বাহী (আউটডোর; যোগাযোগে যথেষ্ট পারদর্শী ও ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী), সিএসসি মেশিন অপারেটর (অটোক্যাডের জ্ঞান) ও ফ্যাক্টরি ম্যানেজার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : kenzfurnishings@gmail.com, ফোন : ১৭৬৮০৮৬০, ৩৮৩০৬০৫৫। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গৃহশিক্ষক
ইংরেজি, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের জন্য গৃহশিক্ষক (নারী) আবশ্যক। গ্রেড ৬ ও ৭-এর শিক্ষার্থী পড়াতে হবে। অবশ্যই গ্রেড স্কুলের শিক্ষক হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : administration@aldaaysiholding.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
একটি পারফিউমের দোকানের জন্য বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। যথেষ্ট আরবি জানতে হবে। ই-মেইল করুন : dokhoon33@hotmail.com, ফোন :৩৩৩৯৫৫৫। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী/গাড়িচালক
একটি মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়কর্মী ও গাড়িচালক আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেওয়া হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrmanager333@yahoo.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ক্যাশিয়ার/ওয়েটার/শেফ
ইংরেজি ভাষাভাষীর ক্যাশিয়ার, ওয়েটার, ওয়েট্রেস ও শেফ আবশ্যক। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : fandbbahrain@gmail.com সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সেলুনকর্মী
নারীদের একটি সেলুনের জন্য হেয়ার, নেইল ও ওয়াক্সিং স্টাফ আবশ্যক। ফোন : ৩৯৪০০৩০৯। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

টেকনিশিয়ান/বিক্রয়কর্মী/অন্যান্য
রেফ্রিজারেশন টেকনিশিয়ান,হিসাবরক্ষক, ও আউটডোর বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। ই-মেইল করুন : refacs@batelco.com.bh। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

মিস্ত্রি/সহকারী/অন্যান্য
নির্মাণ খাতের একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য সাইট ইঞ্জিনিয়ার, সাইট ফোরম্যান, টাইল মিস্ত্রি/রাজমিস্ত্রি, শাটারিং কার্পেন্টার, স্টিল ফিটার, ও সহকারী আবশ্যক। স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : fhtrading@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/অফিস ক্লার্ক
জরুরি ভিত্তিতে হালকা যানের চালক ও অফিস ক্লার্ক আবশ্যক। ই-মেইল করুন : hrjobsbh2015@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী/গাড়িচালক/স্টোরকিপার
বিক্রয়কর্মী (আউটডোর), গাড়িচালক (হালকা ও ভারী যান) ও স্টোরকিপার আবশ্যক। নির্মাণ সামগ্রী বিক্রির অভিজ্ঞতা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : jobvacancy1412@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী/মার্চেন্ডাইজার
একটি স্বনামধন্য এফএমসিজি কোম্পানির জন্য বিক্রয়কর্মী (আউটডোর), ভ্যান সেলসম্যান ও মার্চেন্ডাইজার আবশ্যক। বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : bahrainvacancy2016@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নির্মাণ খাতের কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৪২৪০৫০ সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার
সাইট ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি ও নির্মাণ খাতের কোম্পানিতে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা। ফোন করুন : ৩৩৪২৪০৫০। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গৃহকর্মী
রান্নাবান্নায় অভিজ্ঞ ও স্থানীয় ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী গৃহকর্মী আবশ্যক। ভিসা দেওয়া যাবে। ফোন করুন : ৬৬৩৩১১৪৭। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক
একটি বেকারির জন্য গাড়িচালক আবশ্যক। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ফোন করুন : ৩৩০০০৪৪৮। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

দোকানের সহকারী
সানাদ এলাকার একটি দোকানের জন্য সহকারী (পূর্ণকালীন) আবশ্যক। ইংরেজি লিখতে ও বলতে পারদর্শী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : alawi94@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

শিক্ষক
একটি নেতৃস্থানীয় স্কুলের জন্য আরবি, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞানের সব বিষয়ের শিক্ষক আবশ্যক। কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তার ওপরের ক্লাসে পড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর দক্ষতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : schoolresume2014@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে দাদি প্রাণ হারালেন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া নাতিকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন দাদি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে নাতির সঙ্গে তিনিও মারা গেলেন। ৮ আগস্ট হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার পশ্চিম মঙ্গলপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মাধবপুর থানার পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, চৌমুহনী ইউনিয়নের পশ্চিম মঙ্গলপুর গ্রামের আবুল হোসেন তাঁর কৃষিজমিতে সেচের জন্য বাড়ি থেকে বিদ্যুতের তার দিয়ে একটি সংযোগ নিয়েছেন। ওই তার একসময় ছিঁড়ে বাড়ির পাশে পড়ে থাকলেও তাঁর পরিবারের কেউ তা দেখেননি। গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে আবুল হোসেনের ছেলে নাহিম (৭) বাড়ির ভেতরে খেলাধুলা করছিল। একসময় সে ওই ছেঁড়া তারে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় তার দাদি মুগবানু (৫০) দৌড়ে এগিয়ে যান নাতিকে রক্ষা করতে। কিন্তু রক্ষা করতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই শিশু নাহিম মারা যায়। আর দাদি মুগবানুকে স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সন্তান ও মাকে হারিয়ে আবুল হোসেন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

এ বিষয়ে মাধবপুর থানার ওসি মুক্তাদির হোসেন বলেন, দাদি ও নাতির লাশ তাঁরা উদ্ধার করে গতকাল বিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

এদিকে জামালপুরের **সরিষাবাড়ী প্রতিনিধি** জানান, উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী। ৮ আগস্ট উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নের ছাতারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আমের বিশেষ হিমাগার

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী

আম পাকা শুরু হলে আর ধরে রাখা যায় না। তখন বাজারে আমের সরবরাহ বেড়ে যায়। যেকোনো দামেই বেচে দিতে হয়। তাতে কোনো কোনো বছর চাষির উৎপাদন খরচই ওঠে না। অথচ ব্যবসায়ীদের ধারণা, আর ২০ দিন ঘরে রাখতে পারলেই ওই আম দ্বিগুণ দামে বেচা যায়। এবার চাষির সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে আম পাকা প্রায় এক মাস বিলম্বিত করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন এক উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের (আইবিএসসি) পরিচালক এম মনজুর হোসেন।

হিমাগার থেকে বের করা প্যাকেটভর্তি পাকা আম হাতে মনজুর হোসেন ● প্রথম আলো

অন্যদের হিমাগার থেকে বের করা আম দেখাচ্ছেন মনজুর হোসেন ● প্রথম আলো

রাজশাহী মহানগরের নামোভদ্রা এলাকায় 'আকাফুজি অ্যাগ্রোটেকনোলজি' গবেষণা খামারে আম সংরক্ষণের এই 'বিশেষায়িত হিমাগার' নির্মাণ করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সাড়ে ১১ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে ৯ ফুট। তিন টন ধারণক্ষমতার এই হিমাগার প্রস্তুত করতে ব্যয় হয়েছে তিন লাখ টাকা।

১ মাস ৪ দিন আগে আম রাখা হয়েছিল হিমাগারে। ৪ আগস্ট হিমাগার থেকে আম বের করে পরীক্ষা করে দেখা হলো। ল্যাংড়া, বারি-ফোর ও সুরমা ফজলি জাতের আম অবিকল রয়েছে। এ ছাড়া ১ মাস ২০ দিন আগে রাখা লকনা ও আম্রপালিও রয়েছে। হিমাগার থেকে বের করা আম কেটে উপস্থিত লোকজনকে খাওয়ানো হয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী এম মনজুর হোসেন বলেন, ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ছিল, ২০ থেকে ২৫ দিন আম পাকা বিলম্বিত করা যায় কি না। তাঁর গবেষণায় দেখা গেছে, বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে সেটা করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমের ভেতর থেকে যে হরমোন নিঃসরণের কারণে আম পেকে যায়, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার আম যাতে পচে না যায়, সে জন্য হিমাগারের ভেতরে বিশেষ পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

এম মনজুর হোসেন বলেন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মেক্সিকোতে আম পাকা বিলম্বিত করার প্রযুক্তি আরও আগেই বেরিয়েছে। কিন্তু তিনি করেছেন একটা ব্যয়সাশ্রয়ী সহজ প্রযুক্তির মাধ্যমে। এই হিমাগারে প্রতিদিন গড়ে ১০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। বিদ্যুৎ ও শ্রমিক খরচ যোগ করলে এক কেজি আম বাজার থেকে কিনে এই হিমাগারে এক মাস সংক্ষরণ করতে মাত্র পাঁচ টাকা খরচ পড়বে। তিন টন আম রাখতে খরচ হবে ১৫ হাজার টাকা।

আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের নির্বাহী সহসভাপতি মুহাম্মদ নাদিম বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) আওতায় এই গবেষণাকাজে তাঁরা অর্থায়ন করেছেন। প্রকল্প সফল হলে তাঁরা তাঁদের হিমাগার প্রস্তুতের জন্য অর্থায়ন করবেন। তা ছাড়া উদ্ভাবক এম মনজুর হোসেনের সঙ্গে যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে, তাতে সমানভাবে ব্যাংকও এই গবেষণাকাজের মেধাস্বত্বের মালিক হবে।

এই পদ্ধতিতে আম পাকা বিলম্বিত করতে হলে আধুনিক ঠুসি ব্যবহার করে বোঁটার একটু ওপর থেকে আম কেটে গাছ থেকে পাড়তে হয়। এরপর ইথিলিন জৈব সংশ্লেষণ প্রতিরোধক দ্রব্য দিয়ে সৃষ্ট পরিবেশে ২৪ ঘণ্টা আম রেখে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া হরমোন নিঃসরণ বন্ধে সহায়তা করে। এই পর্ব শেষে আম হিমাগারে রেখে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফিরোজ আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আম সংরক্ষণের উপায় আগেই উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমরাই দেরিতে করলাম।'

হিমাগারের ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতের আম বিভিন্ন কার্টনে রাখা। কোন আম কোন তারিখে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার তারিখ কার্টনের গায়ে লেখা রয়েছে। দেখা গেল, হিমাগারে সবচেয়ে ভালো রয়েছে বারি-ফোর ও সুরমা ফজলি আম। এগুলো এক মাস চার দিন আগে রাখা হয়েছিল।

হেরিটেজ-রাজশাহীর প্রতিষ্ঠাতা ও *আম* গ্রন্থের লেখক মাহাবুব সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশের মে থেকে আগস্ট—এই চার মাস আমের মৌসুম। তবে আগস্টে প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ফজলি পাওয়া যায়। তারপর শুধু আশ্বিনা থাকে। নতুন এই হিমাগার আমের মৌসুমকে আরও এক মাস বাড়িয়ে দেবে। এই হিমাগারের সুবিধা নিতে পারলে চাষিকে আর আম পাকা নিয়ে চিন্তায় পড়তে হবে না।

ধরমপাশায় নির্মাণের তিন মাস পরই সড়কে ভাঙন

ধরমপাশা (সুনামগঞ্জ) **প্রতিনিধি**

নির্মাণের তিন মাস পরেই সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলার সেলবরষ ইউনিয়নের ফজলুল হক সেলবর্ষী সড়কের বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে এ সড়ক দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে সাতটি গ্রামের ১০ হাজার মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা কার্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলবরষ ইউনিয়নের মনাই নদের তীরঘেঁষা এ সড়কটির দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় আধ কিলোমিটার সড়ক ছয়-সাত বছর আগে এলজিইডির অধীনে ব্লক স্থাপন করা হয়। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই ওই সড়কের ব্লক সরে যেতে শুরু করে।

এলজিইডি ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এ সড়ক দিয়ে সেলবরষ ইউনিয়নের মাইজবাড়ী, প্রচারপাড়া, পশ্চিম পাড়া, পূর্বপাড়া, সলপ, মাটিকাটা, বীর দক্ষিণসহ আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রামের লোকজন যাতায়াত করে। ওই সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার পাকাকরণ, এর একপাশে ব্লক স্থাপন ও প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণসহ উন্নয়ন কাজের জন্য এলজিইডি থেকে ৮৫ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় । ২০১৩ সালের জুনের শেষ সপ্তাহে এ কাজ পান মেসার্স হেমায়েত আলী নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি ২০১৪ সালের মার্চ মাসে কাজ শুরু করেন এবং তা ২০১৫ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শেষ হয়। ওই বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বীর দক্ষিণ গ্রামের সামনে ওই সড়কের এক পাশের বেশ কিছু স্থানে ভাঙন দেখা দেয়। এ ছাড়া সড়কে ব্লক সরে যাওয়াসহ প্রতিরক্ষা দেয়াল হেলে পড়ে। এ সড়ক দিয়ে ওই সাতটি গ্রামের শিক্ষার্থীদের বাদশাগঞ্জ পাবলিক, বাদশাগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও বাদশাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে আসা যাওয়া করতে হয়। সড়কটির ব্যাপক ভাঙনের কারণে তাঁদেরও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সরজমিনে সম্প্রতি ওই সড়কে গিয়ে দেখা যায়, নদের তীরবর্তী বীর দক্ষিণ গ্রামের সামনের সড়কে প্রায় ২৫০ফুট জুড়ে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে সড়কটি সরু হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া সড়কটিতে প্রবেশ মুখের অংশের স্থান থেকে বেশ কিছু ব্লক সরে গেছে। প্রতিরক্ষা দেয়াল হেলে পড়লেও পানিতে তা তলিয়ে গেছে।

বাদশাগঞ্জ পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী সোনিয়া আক্তার, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইয়ামিন চৌধুরী, বাদশাগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাদিয়া আক্তার, বাদশাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী ইতি আরা চৌধুরী জানায়, ভাঙাচোরা সড়কের ওপর দিয়ে চলাচল করতে খুবই কষ্ট হয়। সড়কটি এখন বেহাল হয়ে পড়েছে।

বীর দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা নূরে আলম সিদ্দিকী (৪০) বলেন, সড়কটির কাজ যেনতেন ভাবে করার ফলে সড়ক নির্মাণের তিন মাস যেতে না যেতেই এটিতে ভাঙন দেখা দিয়েছে ।

সেলবরষ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আলী আমজাদ বলেন, এটি উপজেলার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সড়ক। সড়কের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ভাঙন দেখা দেওয়ায় দিন দিন এটি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এ নিয়ে আমি উপজেলা প্রকৌশলীকে একাধিকাবার বললেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

হাতে হাঁটা তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিদ্যালয়ের বিরতির ফাঁকে মেতে উঠেছে শৈশবের দুরন্তপনায়। দুই শিশু মিলে হাতে হাঁটা খেলায় নেমেছে। কে কতক্ষণ হাতে হাঁটতে পারে চলছে তার প্রতিযোগিতা। ৭ আগস্ট দুপুরে ফরিদপুর সদর উপজেলার হাড়োকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বর থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

বিদায়ী অর্থবছরে দাতারা দিয়েছে ৩৪৫ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৪৪ কোটি ৯৯ লাখ ডলারের বিদেশি সহায়তা এসেছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলার বেশি। আর আগের অর্থবছরের (২০১৪-১৫) চেয়ে ৪০ কোটি ডলার বেশি। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সাময়িকভাবে এই হিসাব চূড়ান্ত করেছে। কোনো একক অর্থবছরের হিসাবে এটাই সর্বোচ্চ অর্থছাড়।

গত অর্থবছরে দাতারা ৬৯৯ কোটি ৭৯ লাখ ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে ঋণ ৬৫০ কোটি ডলার ও অনুদান সাড়ে ৪৯ কোটি ডলার।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, গত অর্থবছরে (২০১৫-১৬) দাতারা ঋণ হিসেবে ২৯০ কোটি ৩৬ লাখ ডলার এবং অনুদান হিসেবে ৫৪ কোটি ৬২ লাখ ডলার দিয়েছে। আগের অর্থবছরে (২০১৪-১৫) দাতারা ঋণ ও অনুদান মিলিয়ে ৩০৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার দিয়েছিল। ওই বছর ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ঋণ সহায়তা ছিল ২৪৭ কোটি ২২ লাখ ডলার আর অনুদান ছিল ৫৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

জানতে চাইলে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর *প্রথম আলো*কে বলেন, বিদায়ী অর্থবছরে বিদেশি সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্য অর্জন করলেও সাম্প্রতিক সময়ের সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে চলতি অর্থবছরে অর্থছাড় শ্লথ হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, 'জাপানিরা তো এখন কাজই করতে পারছে না। তারা কাজ করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবে অর্থছাড় (জাপানের) কমে যাবে। দ্বিপাক্ষিকভিত্তিতে যেসব দেশের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া যায়, সেখানেই বেশি প্রভাব পড়বে। তবে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতো বহুপক্ষীয় সংস্থার অর্থছাড়ে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না।'

> “ বিদায়ী অর্থবছরে বিদেশি সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্য অর্জিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ের সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে চলতি অর্থবছরে অর্থছাড় শ্লথ হয়ে যেতে পারে
>
> **আহসান এইচ মনসুর**
> নির্বাহী পরিচালক, পিআরআই

ইআরডির তথ্যমতে, গত অর্থবছরে দাতাদের দায় (আসল ও সুদ) পরিশোধ করতে হয়েছে ১০৪ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। এর মধ্যে আসল হিসেবে ৮৪ কোটি ২০ লাখ ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। আর ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার দেওয়া হয়েছে সুদ বাবদ। সেই হিসাবে গত অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে বিদেশি সহায়তা পেয়েছে ২৪০ কোটি ৫৫ লাখ ডলার। যদিও সরকার বিদেশি দাতাদের সুদাসলের হিসাব আলাদাভাবে করে থাকে। এ জন্য বাজেটে বিদেশি সুদাসল পরিশোধের জন্য পৃথক বরাদ্দ থাকে।

সদ্য বিদায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় ও অর্থছাড় পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে চিঠি দিয়েছেন ইআরডিসচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন। চিঠিতে ইআরডিসচিব জানান, স্বাধীনতার পর এটিই সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রতিশ্রুতি। এ ছাড়া বিদায়ী অর্থবছরে অর্থছাড়ও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়েছে।

ইআরডির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিদায়ী অর্থবছরে ভারতের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) ও রাশিয়ার সঙ্গে বড় অঙ্কের ঋণ সহায়তার চুক্তি হয়েছে। এতে প্রতিশ্রুতির পরিমাণ অন্য যেকোনো বছরের চেয়ে বেড়েছে। তাই প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাও অতিক্রম করা গেছে।

গত কয়েক বছরের বিদেশি সহায়তা প্রাপ্তির চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিগত ছয় অর্থবছরের ব্যবধানে বিদেশি সহায়তার অর্থছাড় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৭৭ কোটি ডলার দিয়েছিল দাতাদেশ ও সংস্থাগুলো। গত অর্থবছরে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩৫০ কোটি ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

তৈরি পোশাক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলদুলাল ও আলহাসান এলাকায় তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি জর্ডানে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী ক্ল্যাসিক ফ্যাশন লি. ও তুসকার অ্যাপারেল লিমিটেড কোম্পানি ঘুরে দেখেন। এ সময় মন্ত্রী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক, কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশি অতিথিরা ছাড়াও জর্ডানের বাংলাদেশ দূতাবাস জর্ডানের প্রথম সচিব (শ্রম) লুবনা ইয়াসমিন, তুসকার অ্যাপারেল লি. কোম্পানির জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট রামকুমার দেবরাজ উপস্থিত ছিলেন।

সাগরে আশানুরূপ ইলিশ মিলছে না

এম জসীম উদ্দীন, বরগুনা ও **আমিন সোহেল,** পাথরঘাটা

আড়াই মাস আগে ইলিশের মৌসুম শুরু হলেও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও উপকূলের নদ-নদীতে ইলিশ তেমন ধরা পড়ছে না। এতে উপকূলের লাখো জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

জেলে ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, স্বাভাবিকভাবে ইলিশের মৌসুম হচ্ছে সাড়ে চার মাস (জ্যৈষ্ঠের ১৫ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত)। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই মাস চলে গেছে। ভাদ্র ও আশ্বিনে সাগর উত্তাল থাকবে। তখন জেলেরা গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে পারবেন না। অন্তত ১৫ জন জেলে ও মাঝি, ট্রলারের মালিক এবং পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ঘাটশ্রমিক *প্রথম আলো*কে বলেন, এই ভরা মৌসুমে গভীর সাগরে কিছু ইলিশ ধরা পড়ছে। কিন্তু গভীর সাগরে যেতে আর্থিক ব্যয় ও সময় দুটোই বাড়ছে। জীবনের ঝুঁকি তো রয়েছেই।

পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ এই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে চলতি মাসের প্রথম ৮ দিনে ২১০ মেট্রিক টন ইলিশ বিক্রি হয়েছে, যা খুবই হতাশাজনক। অথচ ইলিশের এই ভরা মৌসুমে এ সময়ে ৮০০ মেট্রিক টনের মতো মাছ বিক্রি হওয়ার কথা। কেন্দ্রের নথি ঘেঁটে দেখা গেছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫ হাজার মেট্রিক টন মাছ কেনাবেচা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৩ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন।

পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক লে. কমান্ডার মো. সোলায়মান শেখ বলেন, ইলিশ দিনে দিনে নদী থেকে সাগরে, সাগর থেকে গভীর সাগরে চলে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনকেই এর কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ২৬ জুলাই ঘাটে নোঙর করা এফবি খান জাহান ট্রলারের জেলে জামাল হোসেন বলেন, 'গভীর সাগর থেকে দেড় দিন ট্রলার চালাইয়া এই ঘাটে মাছ বিক্রি করতে আইছি। যে মাছ পাইছি, হ্যাতে তেল খরচ উঠব না।'

জেলে আলমগীর হোসেন বলেন, 'হারাদিন ঘাটে বইয়া কাটাই, বাড়িও যাই না। যামু ক্যামনে, বাড়ি গ্যালে বউ-পোলাপানের লাইগ্যা বাজার-সওদা নেওন লাগে। মহাজনের কাছ থাইক্যা বহু টাকা দাদন আইন্না সাগরে গেছিলাম, কিন্তু যে মাছ পাইছি, তা দিয়া ত্যাল (জ্বালানি) আর খাওন খরচাও ওঠে নাই। কী যে করমু কইতে পারি না।'

সাগর থেকে সম্প্রতি ফিরে আসা এফবি তরিকুল নামের একটি ট্রলারের মাঝি এমাদুল হক বলেন, তিনি ভেবেছিলেন গত বছরের তুলনায় এবার বেশি ইলিশ পাওয়া যাবে। তাই তিনি ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করে সাগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইলিশ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। অন্য মাছ পেয়েছেন, তা বিক্রি করেছেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকায়।

পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আড়তদার সগীর আলম বলেন, ইলিশ ধরা না পড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে।

জেলা মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১২ ভাগ আসে ইলিশ থেকে, যার আনুমানিক মূল্য ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ। দেশের প্রায় ৫ লাখ জেলে ইলিশ আহরণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন সুলতান মাহমুদ বলেন, সিডর ও আইলার পর উপকূলের সামগ্রিক জলবায়ুর গতি-প্রকৃতি ও সামুদ্রিক প্রতিবেশে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

তিন মাস বয়সেই সব দাঁত ওঠে তার

মাগুরা প্রতিনিধি

মায়া জড়ানো হাসিমাখা মুখ বায়েজিদের। তবে কেউ দেখলে চমকে উঠবে। কারণ, চার বছরের এই শিশু দেখতে বৃদ্ধের মতো। মুখ, চোখ, পেটসহ শরীরের চামড়া বয়স্ক ব্যক্তিদের মতো ঝুলে পড়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, তার শারীরিক এই দুরবস্থার কারণ বিরল রোগ 'প্রোজেরিয়া'।

বায়েজিদের দাদা হাসেম আলী শিকদার বলেন, জন্মের পর বায়েজিদের চেহারা ভয়ংকর দেখাত। ভয়ে কেউ বাড়িতে আসতে চাইত না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মানুষের চেহারা ও ভাব ফুটে ওঠে।

ভয়ংকর চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে এলেও মায়ের যত্নে বড় হতে থাকে বায়েজিদ। তবে ওর বৃদ্ধি আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর মতো ছিল না।

মা তৃপ্তি খাতুন বলেন, 'শিশুরা সাধারণত ১০ মাসের মধ্যে হাঁটা শেখে। কিন্তু বায়েজিদের হাঁটা শিখতে লেগেছিল সাড়ে তিন বছর। আট মাস বয়স পর্যন্ত ও হামাগুড়ি দিতেও পারত না। অথচ তিন মাসের মধ্যেই ওর সব দাঁত ওঠে। মনি (মায়ের আদরের ডাক) স্বাভাবিক চলাফেলা, খাওয়াদাওয়া, বায়না, এমনকি খেলাধুলা সবই করে। কিছু প্রয়োজন হলে চায়।'

বাবা লাভলু শিকদার জানালেন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা করেছেন ছেলের। '২০১২ সালের ১৪ মে মাগুরা মাতৃসদন হাসপাতালে বায়েজিদের জন্ম হয়। জন্মের পর থেকে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। এ পর্যন্ত ছেলের চিকিৎসার পেছনে তিন-চার লাখ টাকা খরচ করেছি। আমি ক্ষুদ্র ব্যবসা আর চাষাবাদ করি। তাই আর পারছি না। কিন্তু ছেলের মুখে দিকে তাকালে খুব কষ্ট হয়।'

প্রোজেরিয়ায় আক্রান্ত শিশু বায়েজিদ ● প্রথম আলো

মাগুরা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রোগটিকে 'হাতিনসন গিলফোর্ড প্রোজেরিয়া সিনড্রোম' বা 'কমনালি প্রোজেরিয়া' বলা হয়। এটি বিরল জেনেটিক অসংগতি। এক কোটি শিশুর মধ্যে একজনের ওই রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত ১০০টির মতো রোগী শনাক্ত হয়েছে। বৃদ্ধি ও চোখের আলো স্বাভাবিক থাকলেও ওই রোগে আক্রান্ত শিশু বুড়ো মানুষের মতো চামড়া কুঁচকানো হয়। মাথায় চুল কম হয় বা থাকে না। দুঃখজনক হলো, এ রোগে আক্রান্ত শিশুরা ১৩-১৪ বছর বয়সের বেশি জীবিত থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তনালিতে চর্বি জমে। পরে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকে মারা যায়।

মাগুরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল শিশুটির। ওই হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু *প্রথম আলো*কে বলেন, 'রোগটি বিরল। রোগের কোনো প্রতিষেধক বা চিকিৎসাও নেই। জানতে পেরে আমরা তার চিকিৎসা এবং পরামর্শের জন্য পাঁচ সদস্যের মেডিকেল টিম গঠন করি। এই টিম উন্নত চিকিৎসার জন্য বায়েজিদকে ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।'

শ্রমিক কর্মীদের সচেতন করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সময়ের মধ্যে তা মীমাংসা করে বিদেশি কর্মীর দেশে যাওয়ার সুযোগ দেবে। ফলে নতুন আইন কার্যকরের পর থেকে এ ব্যাপারে কফিল বা মালিকের ইচ্ছাই আর শেষ কথা থাকছে না।

কর্মীদের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হচ্ছে চুক্তিপত্র। তাই এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। কোনো কর্মী কাতারে আসার আগে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নিয়োগকারীর সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। এ সময় তিনি ওই চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সব নিয়ম ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাবেন। এই চুক্তিপত্র একই সঙ্গে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকবে। ইতিমধ্যে এই চুক্তিপত্র রচনা ও সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য তৈরি হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ডেটাবেজ। এর মাধ্যমে কাতারে কর্মরত সব কর্মীর সংখ্যা, যোগ্যতা, বেতন ও অবস্থান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সামাজিক মন্ত্রণালয়, কাতার চেম্বার অব কমার্স এবং দূতাবাসে তথ্য জমা থাকবে।

কাতারের শ্রম ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন এই আইনটি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে কাতার মধ্যপ্রাচ্যে এক নতুন যুগের সূচনা করতে যাচ্ছে। এতে মালিক বা শ্রমিক যেকোনো পক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে দুপক্ষের সম্পর্ক একটি স্পষ্ট ও যৌক্তিক আইনি কাঠামোর মধ্যে থাকবে। ফলে একদিকে যেমন শ্রমিক বা কর্মী নিয়ে নিয়োগকারীদের দুশ্চিন্তা ও হয়রানি বন্ধ হবে। অন্যদিকে যেকোনো বিদেশি কর্মী ভিসা ব্যবসায়ী বা দালালদের হাত থেকে বেঁচে সরাসরি নিজের সুযোগ-সুবিধা বুঝে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

শ্রমিকেরা পাচ্ছেন ফ্রি ইন্টারনেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে কর্মীদের বিনা মূল্যে ওয়াই-ফাই সেবা দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বেশির ভাগ স্থানে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন করার কাজ শেষ হয়েছে। শিগগিরই ওয়াই-ফাই সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।'

একটি কর্মী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা জানান, অভিবাসী কর্মী ও শ্রমিকেরা স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য আয়ের বড় একটি অংশ ব্যয় করে থাকেন। বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ পেলে তাঁরা অনেক উপকৃত হবেন।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'বেশির ভাগ শ্রমিক স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রতি মাসে একজন শ্রমিকের গড়ে ৫০ রিয়াল খরচ হয়। বিনা মূল্যে ওয়াই-ফাই সেবা পেলে তাঁরা সার্বক্ষণিক তাঁদের কাছের ও প্রিয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন। একই সঙ্গে এই ইন্টারনেট সুবিধা তাঁদের বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠবে। অন্যদিকে শ্রমিকদের ওয়াই-ফাই সুবিধা কর্মক্ষেত্রে মুঠোফোনের ব্যবহার কমাতে আমাদের সাহায্য করবে।'

শিল্প এলাকার লেবার সিটিতে ৬৪টি আবাসিক ভবন রয়েছে। প্রতিটি ভবনে কর্মীদের থাকার ১৩০টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি চারতলা ভবনে প্রায় ৭৮০ জন শ্রমিক থাকতে পারেন। একই সঙ্গে রয়েছে খাবারের বিরাট জায়গা। লেবার কমপ্লেক্সটি চারটি প্রধান উপ-কমপ্লেক্সে বিভক্ত। প্রতিটি উপ-কমপ্লেক্সে ১৬টি ভবন রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে ১৬টি আবাসিক ভবন। এসব ভবনের কক্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা ও জ্যেষ্ঠ কর্মীদের জন্য ভাড়ার বিনিময়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব ভবনে ৯৭টি করে কক্ষ রয়েছে।

জানা গেছে, পুরো শিল্প এলাকার পুরো লেবার সিটি ১ দশমিক ৮ লাখ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। সেখানে মোট ৯ হাজার ৮৭২টি কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে লেবার সিটির অধিকাংশ ভবনেই প্রচুর শ্রমিক বসবাস করছেন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা কর্মী ও শ্রমিকদের খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করা হয়। শ্রমিকদের এই আবাসন কমপ্লেক্সে অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে কম খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অ্যাম্বুলেন্স সেবা, মসজিদ, থানা ইত্যাদি।

রায়পুরে মিল্ক ভিটার কেন্দ্র

পাঁচ মাস ধরে দুধ নেওয়া বন্ধ, বিপাকে খামারিরা

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) **প্রতিনিধি** ●

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার মিল্ক ভিটার দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রটি গত পাঁচ মাসেও চালু হয়নি। এ কারণে ওই কেন্দ্রের শতাধিক খামারি পাঁচ মাস ধরে কেন্দ্রে দুধ সরবরাহ করতে পারছেন না। বাইরে কম দামে বিক্রি করতে হয় বলে তাঁরা এখন বিপদে পড়েছেন।

খামারিদের সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ মার্চ মিল্ক ভিটার প্রধান কার্যালয় থেকে দুধ সংগ্রহ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। শীতলীকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করা দুধে ভেজাল (মিষ্টির পরিমাণ বেশি) থাকায় খামারিদের কাছ থেকে ওই কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ দুধ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে গত ১৯ মে *প্রথম আলোয়* 'রায়পুরে মিল্ক ভিটার দুধ সংগ্রহ বন্ধ আড়াই মাস' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরও কর্তৃপক্ষ এই কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেয়নি।

তবে কয়েকজন খামারি জানান, শীতলীকরণ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে একটি চক্র রাজনীতি করছে। খামারিদের সরবরাহ করা দুধে বেশি মিষ্টি বা ভেজাল ছিল না।

খামারমালিক মো. মফিজ জানান, পাঁচ মাস ধরে খামারিরা দুধ নিয়ে বেকায়দায় আছেন। বাজারে দুধের দাম কমে গেছে। এখন প্রতি লিটার দুধ ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে পাঁচ মাস ধরে সবাই লোকসানে আছেন।

মিল্ক ভিটার রায়পুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, খামারিদের কাছ থেকে দুধ কিনে রায়পুরের মিতালী বাজারের কারখানায় শীতলীকরণ (ঠান্ডা) দুধ মিল্ক ভিটার ঢাকার মিরপুরে প্রধান কারখানায় পাঠানো হয়। ২৫টি সমিতির শতাধিক খামারি এ কারখানায় দুধ দেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার লিটার দুধ পাওয়া যাচ্ছে। এ কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা পাঁচ হাজার লিটার।

মিল্ক ভিটার রায়পুর কারখানার ব্যবস্থাপক আক্তার হোসেন বলেন, 'শীতলীকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করা দুধে ভেজাল থাকার অভিযোগে প্রধান কার্যালয় থেকে দুধ সংগ্রহ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে আবার দুধ সংগ্রহ শুরু করব।'

বীজ উৎপাদন ও কৃষিতে বিশেষ সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে পাওয়া পুরস্কার হাতে কুমিল্লার হোমনা উপজেলার হাসেনা বেগম ● প্রথম আলো

দুই মণ ধানে মিলে এক কেজি ওজনের ইলিশ!

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) **প্রতিনিধি** ●

এখন ইলিশের ভরা মৌসুম। অথচ মেঘনা নদীতে পর্যাপ্ত ইলিশ ধরা পড়ছে না। এ কারণে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার হাট-বাজারগুলোতে পর্যাপ্ত ইলিশ নেই। অল্প কিছু বড় ইলিশ বাজারে এলেও তা অস্বাভাবিক দামে বিক্রি হচ্ছে। এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকায়। কৃষকদের দুই মণ ধান বিক্রি করে একটি ইলিশ কিনতে হচ্ছে।

স্থানীয় কয়েকজন জেলে জানান, বাজারে কৃষকেরা প্রতি মণ ধান ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকায় বিক্রি করছেন। এখন দুই মণ ধান বিক্রি করলে এক কেজি ওজনের একটি ইলিশ মেলে। এতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে ইলিশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইলিশ গবেষণা নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সাধারণত আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস ইলিশের মৌসুম। পানির প্রবাহ বাড়লে সাগর থেকে দল বেঁধে ইলিশ নদীতে উঠে আসে। নদীতে পানির প্রবাহ বাড়ছে। আশা করছি, শিগগিরই প্রচুর পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়বে।'

রায়পুর বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী মো. জহির জানান, গত বছর শ্রাবণ মাসে চার কেজি ওজনের এক হালি (চারটি) ইলিশ বিক্রি হয়েছিল ৩ হাজার টাকায়। এ বছর এই ওজনের এক হালি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪ হাজার ৮০০ থেকে ৫ হাজার ২০০ টাকায়।

আড়তদার আজিজ মিয়া জানান, বৈশাখের শেষ থেকে সাধারণত মেঘনায় জেলেদের জালে ইলিশ ধরা পড়ার কথা। অথচ প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হলেও জেলেদের জালে পর্যাপ্ত ইলিশ ধরা পড়ছে না। বিগত বছর মাছের ঘাটগুলো থেকে এ সময়ে শতাধিক টন ইলিশ দেশের অভ্যন্তরের বাজারে পাঠানো হতো। অথচ চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত ১০ টন ইলিশও পাঠাতে পারেননি তাঁরা।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, নদীতে পানি বাড়লে ও ভারী বৃষ্টি হলে ইলিশ বেশি ধরা পড়বে। আর বড় ইলিশের চাহিদা বেশি। এ কারণে দাম বেশি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আবর্জনাকে চ্যালেঞ্জ ফেসবুক বন্ধুদের

শাহাদৎ হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ●

কদিন আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ময়লা ফেলার তেমন কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। গত ঈদে শহরটির বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন বসিয়েছে ফেসবুকভিত্তিক সামাজিক সংগঠন 'আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া'। কিছু তরুণের এই উদ্যোগ এলাকায় বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

আনিকা তাহসিন পড়েন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজে। গত ঈদুল ফিতরের আগে আগে তাঁদের কলেজে দুটি ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। কলেজ যখন খুলল, আমরা গিয়েছিলাম সেগুলোর হালহকিকত দেখতে। মজার বিষয় হলো কেবল আমরা নই, 'ডাস্টবিন দর্শনে' এসেছিলেন আরও অনেকে! ডাস্টবিন দর্শন? বিষয়টা কী? আনিকা বলেন, 'আগে কলেজে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। এখন 'আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া' আমাদের কলেজে দুটি ডাস্টবিন বসিয়েছে। সবাই ওখানেই ময়লা ফেলি এখন। তা ছাড়া বিনগুলো বেশ সুন্দর। বিন বসানোর পর প্রথম দিন সবাই দল বেঁধে ডাস্টবিন দেখত এসেছিলেন! এমন কী আমাদের শিক্ষকেরাও!'

ঈদ এলে বড়রা ছোটদের ঈদি দেন। কিন্তু গত ঈদে ফেসবুকভিত্তিক নবীন সংগঠন 'আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া' শহরের সবাইকে ঈদি দেওয়ার এক উদ্যোগ নিয়েছিল! ঈদি মানে কি কেবল টাকাপয়সা? উহুঁ, এই তরুণেরা শহরকে দিতে চাইলেন ডাস্টবিন। এত কিছু থাকতে ডাস্টবিন কেন? সংগঠনটির সদস্য জেবিন ইসলাম বললেন, 'আমরা সব সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জন্য কিছু করার চিন্তা করি। ঈদ উপলক্ষেও কিছু করার কথা ভাবছিলাম। শহরের পরিচ্ছন্নতার কথা ভেবে ডাস্টবিন বসানোর কথা মাথায় এসেছিল। সেই ভাবনা থেকেই ২২টি ডাস্টবিন বসানোর উদ্যোগ নিই আমরা।'

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ডাস্টবিন বসানোর মিশনে নেমে পড়েন এই তরুণেরা। বিষয়টা মোটেও সহজ ছিল না। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও পৌর মেয়রের অনুমতি পাওয়ায় বেশ সহজ হয়ে যায় সবকিছু। এ ছাড়া ফেসবুকে প্রচার-প্রচারণা ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে অনেকেই এগিয়ে আসেন সহযোগিতা করতে।

অবশেষে গত ১ জুলাই শুক্রবার শুরু হয় ডাস্টবিন বসানোর কাজ। সেদিন সকাল থেকেই সংগঠনটির সদস্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল, পৌর আধুনিক সুপার মার্কেট, অন্নদা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সুপার মার্কেট, সরকারি মডেল গার্লস স্কুল, আনন্দময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এলাকায় ডাস্টবিন বসানোর কাজে লেগে যান।

২০১৫ সালের ২৪ জুলাই 'আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র পথচলা শুরু। সংগঠনটির অধিকাংশ সদস্য তরুণ। কেউ পড়াশোনা করছেন, কেউ কেউ বিভিন্ন পেশাজীবী। তরুণদের এই উদ্যোগ কেমন কাজে দিল? শহর ঘুরে দেখা গেল, এলাকাবাসী ডাস্টবিনগুলোর সদ্ব্যবহার করছে। চটপটি বিক্রেতা আবু মিয়ার ভ্রাম্যমাণ দোকানটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিন বসানোর পর মানুষ ময়লা ফেলছে সেগুলোতে? প্রশ্ন শুনে আবু মিয়া হাসিমুখে বললেন, 'একটা ব্যাফার বাল্লাগছে, বাই। এই বয়সের পুলাপাইন কত কিচু করে, কিন্তু ঈদের পর কতলা পুলাপাইন আইসা টেংকের পাড়ের (লোকনাথ দিঘির প্রধান ফটক) গেটে একটা ডাস্টবিন বুয়াইছে। ফতমে গতর লাগাইছি না। ওহন বাল্লাগে, যহন দেহি সব মানুষ চটপডি, জালমুরি, আচার হায়া ফ্যাকেট বাক্সডার মইদ্দে ফালায়। জাগাডা সুন্দর লাগে।'

এমনটাই তো চেয়েছিলেন 'আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সদস্যরা। তাঁদেরই একজন সাকেত নবী বললেন, 'সাবেরা সোবহান সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ডাস্টবিন বসিয়েছি আমরা। বসানোর কিছুদিন পর শিক্ষার্থীরা সেটার সদ্ব্যবহার করছে দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও দুটি ডাস্টবিন চাইল। শুনেই ভালো লাগল আমাদের। কিন্তু এত ডাস্টবিন তো নেই আমাদের! তাই দেওয়াও সম্ভব হলো না। তবে এটাই ছিল আমাদের চাওয়া। শহরের সবাই যদি চারপাশ পরিষ্কার করে রাখেন, তাহলে পৌরসভার কাজ সহজ হয়ে যায়। হয়তো একদিন এভাবেই বদলে যাবে আমাদের প্রিয় শহর।'

'আমরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র ফেসবুক পেজ: www.fb.com/amraibrahmanbaria

সবজির বীজের কারিগর

এম মনিরুল ইসলাম, বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ●

সবজির বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়া ও বিক্রি করে ভালো বীজ তৈরির কারিগর হয়ে উঠেছেন হাসেনা বেগম। প্রায় ২০ বছর ধরে বিভিন্ন জাতের সবজির বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রি করছেন তিনি। দারিদ্র্য ঘোচাতে গৃহিণী থেকে সবজির বীজের আদর্শ কারিগর হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন তিনি। হাসেনা বেগম উপজেলার গণ্ডি পেরিয়ে এখন বিভাগেও পরিচিত। ১৫-১৬টি জাতের সবজির বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করে স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা মিটিয়ে এলাকার বাইরে বিক্রি করছেন কুমিল্লার হোমনা উপজেলার কাশিপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার হাসেনা বেগম।

বাচার তাগিদ থেকে শুরু : পঞ্চম শ্রেণি পাস হাসেনা বেগমের সংসারে ছিল অভাব-অনটন। তাঁতের কাজ করে সংসার চালাতেন হাসেনা বেগমের স্বামী মনিরুল হক। পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ের সংসার। একসময় স্বামী মনিরুল হক অসুস্থ হলে সংসারের বেহাল দশা হয়। স্বামীর অসুস্থতায় দমে যাননি তিনি। এত বড় সংসারের খরচ জোগাতে কিছু একটা করার পরিকল্পনা করেন হাসেনা বেগম। স্বামীর ২ শতক জমির ওপর বাড়ি আর ১৪ শতক জমিই ছিল তাঁর ভরসা। ফসল ফলিয়ে তেমন আয় হচ্ছে না। হাসেনা বেগম চিন্তা করলেন সবজির বীজ উৎপাদন করবেন। ১৪ শতক জমিতেই শুরু করেন সবজির বীজ উৎপাদন। শুধু ফসল উৎপাদনের চেয়ে সবজির বীজ উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় জমি পত্তন নিয়ে উৎপাদন বাড়িয়েছেন তিনি। আর এই কাজে স্বামী মনিরুল হক পাশেই ছিলেন সব সময়। তিনিই সবজি সংরক্ষণ এবং তা থেকে মানসম্মত বীজ আহরণ করার কাজটুকু করেন। সেই বীজ বিক্রি করে সংসারে এনেছেন সচ্ছলতা। নয় সন্তানকে আলোর পথ দেখিয়ে পড়াশোনা করিয়েছেন। হাসেনা বেগম স্বাবলম্বী হয়ে এখন এলাকায় সবজির বীজের মডেল হয়ে অন্যদের উৎসাহিত করছেন। সংসারের খরচ চালিয়ে ১৪ শতক থেকে ১০০ শতক জমির মালিক হয়েছেন।

বীজ উৎপাদন : শীত ও গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালো করে তৈরি করেন। বীজ উৎপাদন করতে উঁচু মানের বীজ যথাসময়ে রোপণ করেন। পরিচর্চার কাজটুকু নিজেই করতেন প্রথমে। পরিসর বড় হওয়ায় শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে তা করান। পরে সময় বুঝে বীজের জন্য সবজি জমি থেকে তুলে ঘরে সংরক্ষণ করেন। তারপর সবজি চাষের মৌসুম শুরুর আগে ওই সবজি থেকে দক্ষতার সঙ্গে বীজ আহরণ করেন হাসেনা বেগম।

বীজ সংরক্ষণ : কোন সবজির বীজ ভালো ফসল দেয়, সবজির কোন অংশের বীজ আহরণ করলে উঁচু মানের হয়, সেই কাজটুকু অত্যন্ত ভালো বোঝেন হাসেনা বেগম। কোন আকারের সবজি থেকে মানসম্মত বীজ পাওয়া যাবে, এমন কাজের জুড়ি নেই তাঁর। একটি সবজিকে তিনটি অংশে ভাগ করেন। আর এই তিন অংশ থেকে তিন প্রকারের বীজ পাওয়া যায়। এগুলো হলো মানসম্মত বীজ, মধ্যম ও সাধারণ বীজ। লাউ, শিম, মিষ্টিকুমড়া, কুমড়া, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ভেন্ডি, চিচিঙ্গা, পাট, ধান, ধুন্দুল, পালংশাক, পুঁইশাক, শসা, কলমিশাকসহ আরও বিভিন্ন জাতের সবজির বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করেন তিনি।

বীজ বিক্রি : হাসেনা বেগমের বীজের অন্যতম ক্রেতা হলেন রাজধানী ঢাকার বীজ বিক্রেতারা। কয়েকটি ব্র্যান্ডের পাইকাররা বীজ কিনে নিয়ে যান প্রতিবছর। তবে বাজারের অন্যান্য মোড়কজাতকরণ বীজের তুলনায় তাঁর বীজের দাম অনেক কম। বীজের কোনো মোড়কজাত করতে না পারায় দাম অনেক কম পান। ফলন ভালো হওয়ায় হাসেনা বেগমের বীজের চাহিদা এলাকায় খুব বেশি। বিভিন্ন বীজ বিভিন্ন মৌসুমে বিক্রি হয় বলে সারা বছরই কোনো না কোনো বীজ বাজারে বিক্রি করছেন তাঁর স্বামী মনিরুল হক।

বীজের কারিগরকে স্বীকৃতি : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন ও সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তৃণমূলের সফল নারীদের স্বীকৃতি দিচ্ছে মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর। 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তারা। কৃষিকাজ করে অর্থনৈতিক সাফল্য পাওয়ায় ২০১৫ সালে হাসেনা বেগমকে হোমনা উপজেলা মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে জয়িতা হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয়। ওই বছরই কুমিল্লা জেলার শ্রেষ্ঠ জয়িতার পুরস্কারও পান হাসেনা বেগম। গত ১২ এপ্রিল চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে 'তোমরাই আলোকবর্তিকা' অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগে কৃষিতে অবদান রাখায় হাসেনা বেগমকে সম্মাননা ও সংবর্ধনা দেয়।

হাসেনা বেগমের কথা : আমার স্বামী তাঁত চালাইয়া সংসারের খরচ ঠিকমতো দিতে পারত না। স্বামীর আয়ের পাশাপাশি কিছু করে সংসারে কাজে লাগাইতে জমিতে চাষ করতে শুরু করলাম। সবজির চাষ আর সেই সবজির বীজ সংরক্ষণ আর বিক্রি করে সংসার চলতাছে। আমি কিছু পড়ালেখা কইরা বুঝেছি পোলাপানদের লেখাপড়া করাইতে হইবে এবং ছেলেমেয়ে সবাইকে কমবেশি পড়ালেখা করাইছি। যখন দেখি আমার জমিতে সবজির ভালো ফলন হয়েছে, তখন আমার পরিশ্রমকে ভুইলা মনডা ভইরা যায়। মন দিয়া পরিশ্রম কইরা কিছু করতে চাইলে আল্লায় দেয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জুলফিকার আলী বললেন, মাঠফসলের কার্যক্রম পরিদর্শনে একদিন কাশিপুর গিয়ে জানতে পারি হাসেনা বেগম নামের এক নারী সবজির বীজ উৎপাদন ও বিপণন করছেন। তাঁর বাসায় গিয়ে কথা বলে এবং তাঁর কর্মকাণ্ড দেখে আমি মুগ্ধ হই। হাসেনা বেগমের উৎপাদিত সবজির বীজ উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং যাঁরা বীজের ক্রেতা, তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি এই বীজের ফলন অত্যন্ত উঁচু মানের। তাঁর এই সফলতার কাহিনি এখন এলাকার নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস।

নাফের ভাঙনে টেকনাফে বিলীন বাড়িঘর

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

বর্ষা মৌসুমে পানি বেড়ে যাওয়ায় কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় সাবরাং ইউনিয়নের নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন তীব্র হয়েছে। গত ২১ মে থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত তিন শতাধিক বাড়ি বিলীন হয়ে গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরে ভাঙনে গত চার বছরে সাবরাং ইউনিয়নের পাঁচ গ্রামের আট শতাধিক বসতবাড়ি বিলীন হয়ে যায়। এ ছাড়া ভাঙনের হুমকিতে আছে ইউনিয়নের আরও ১১ গ্রামের অনেক বাড়িঘর।

> নাফ নদী ও সাগরের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের ঘোলাপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণপাড়া, মাঝরপাড়া ও জালিয়াপাড়ার একাংশে ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে

স্থানীয় লোকজন জানান, নাফ নদী ও সাগরের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের ঘোলাপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণপাড়া, মাঝরপাড়া ও জালিয়াপাড়ার একাংশে ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে।

৪ আগস্ট সকালে মাঝরপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, অর্ধশতাধিক বসতবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জোয়ারের আঘাতে ঘরবাড়ি বিলীন হয়ে যাওয়ায় অনেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এলাকার শতাধিক বাড়ি, রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি সাগরে বিলীন হয়ে যাওয়ার শঙ্কার মধ্যে আছে।

মাঝরপাড়ার বাসিন্দা মদিনা বেগম বলেন, জোয়ারের আঘাতে তাঁর বসতবাড়ি বিলীন হয়ে গেছে। এখন স্বামী-সন্তানকে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

এলাকার প্রবীণ শিক্ষক জাহেদ হোসেন বলেন, ভাঙন রোধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় দিন দিন শাহপরীর দ্বীপের আয়তন ছোট হয়ে আসছে।

ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নুরুল আমিন বলেন, ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই জোয়ারের পানি বেড়ে গেলে বাড়িঘর সাগরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এলাকার কয়েক হাজার পরিবার ভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

শাহপরীর দ্বীপ রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম এ হাশেম বলেন, যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁরা বসতবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। সামর্থ্যহীন লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। খাসজমি বন্দোবস্ত দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিতে থাকা লোকজনকে পুনর্বাসনের আওতায় আনতে সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

সাবরাং ইউপির চেয়ারম্যান নূর হোসেন বলেন, গত চার বছরে আট শতাধিক পরিবারের বসতবাড়ি ও কয়েক হাজার ফসলি জমি নদী ও সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ইউনিয়নের ৩ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাড়িয়াখালী, কাটাবনিয়া, কচুবনিয়া, লাফারঘোনা ও ঝিনাপাড়া গ্রামের আরও কয়েক হাজার পরিবার আতঙ্কে জীবন-যাপন করছে। তিনি বলেন, ভাঙনের তীব্রতা এত বেশি যে টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ সড়কের পাঁচ কিলোমিটার সড়ক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী সবিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, সম্প্রতি তিনি শাহপরীর দ্বীপ পরিদর্শন করেছেন। এরপর বাঁধ সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। বরাদ্দ পেলে কাজ শুরু করা হবে।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের। তিনি জানান, ভাঙন রোধে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

গুদামরক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

ফেনী অফিস ●

ফেনীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মহিপাল সার গুদাম রক্ষক ও সহকারী পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাইয়ের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন সার আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয়েছে। এই সারের মূল্য ধরা হয়েছে পাঁচ কোটি চার লাখ টাকা।

বিএডিসি (সার) নোয়াখালীর যুগ্ম পরিচালক মো. ইসবাত বাদী হয়ে ৪ আগস্ট রাতে ফেনী সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। এ সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের নোয়াখালী কার্যালয়ের উপপরিচালক তালেবুর রহমান, বিএডিসি (সার) ফেনীর উপপরিচালক রুহুল আমিন উপস্থিত ছিলেন।

মামলাটি নোয়াখালীর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত করবে। মামলার অভিযোগে জানা যায়, বিএডিসি মহিপাল সার গুদাম রক্ষক ও সহকারী পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাই ২০১০ সালের ৩০ মার্চ থেকে ২০১৬ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত ফেনীর মহিপালে সর্ববৃহৎ সার গুদামের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। গত ২ মার্চ বিএডিসির প্রধান কার্যালয় থেকে ফেনীর মহিপাল সার গুদামের হিসাব ও তথ্য উপাত্ত নীরিক্ষণের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি এক হাজার চার শত তের মেট্রিক টন সারের কোনো হদিস পায়নি। যার মূল্য ধরা হয়েছে পাঁচ কোটি চার লাখ পঞ্চাশ হাজার ৯৪০ টাকা।

ফেনী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব মোরশেদ বিএডিসির সার আত্মসাতে অভিযোগে থানায় মামলা দায়েরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশনের নোয়াখালী কার্যালয়ের উপপরিচালক তদন্ত করবেন।

আড়িয়াল খাঁ নদরে ভাঙনে গোয়ালন্দ-তাড়াইল সড়কের বেশ কিছু অংশ বিলীন হয়ে গছে। সড়কটির বাকি অংশ বাঁচাতে তাই গ্রামবাসীই নেমে পড়ল কাজে। ৫ আগস্ট তোলা ছবি ● প্রথম আলো

ফরিদপুরে আড়িয়াল খাঁর ভাঙন ঠেকাল জনতা

ফরিদপুর অফিস ●

ফরিদপুরে একটি সড়কের ১৫০ ফুট অংশ আড়িয়াল খাঁ নদে বিলীন হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় ওই সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল। তবে এলাকার জনতা তাৎক্ষণিকভাবে হাতের কাছে যা পেয়েছে তা নিয়ে ভাঙন রোধে এগিয়ে আসে।

এলাকাবাসী ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সহায়তায় সারা রাতের পরিশ্রমে ভাঙন ঠেকানো সম্ভব হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার নাসিরাবাদ ইউনিয়নের দরগাবাজার এলাকায়।

৪ আগস্ট বেলা সাড়ে তিনটায় ওই এলাকায় আড়িয়াল খাঁ নদের ভাঙনে ২৪ ফুট প্রস্থের গোয়ালন্দ-তারাইল সড়কের ১৫ ফুট প্রস্থ পর্যন্ত সড়কের ১৫০ ফুট অংশ ধসে পড়ে। এরপরই ভাঙন রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। বর্তমানে এই সড়কের সদরপুর থেকে দরগাবাজার পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার পথে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

ওই এলাকার বাসিন্দা স্কুলশিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, বেলা সাড়ে তিনটার দিকে পূর্ব দিক থেকে প্রবল বাতাস শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গেই নদীর পানি পাক দিয়ে উঠে সড়কে আছড়ে পড়লে সড়কের ওই বিশাল অংশটি প্রচণ্ড শব্দে নদীতে বিলীন হয়ে যায়।

দরগাবাজার এলাকার স্কুলছাত্র হজরত মাতুব্বর বলে, 'সড়কের অংশ ভেঙে পড়ায় আমরা কয়েক শ এলাকাবাসী ওই জায়গায় ছুটে যাই। আমরা বালুর বস্তা, ইটভর্তি বস্তা এবং আশপাশের গাছ কেটে ভেঙে পড়া জায়গায় ফেলতে থাকি। পরে পাউবোর শ্রমিকেরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

পাশের কোষাভাঙ্গা গ্রামের ফারুক মাতুব্বর বলেন, 'সড়কের অংশটি বিকট শব্দে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এলাকাবাসী হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই নিয়ে ছুটে গেছি ভাঙন ঠেকাতে। সারা রাত কাজ করে সকালের মধ্যে ভাঙন ঠেকানো সম্ভব হয়।'

ভাঙন রোধে নিয়োজিত পাউবোর ঠিকাদার মো. খালেদ হোসেন জানান, যখন সড়কটি ভেঙে পড়ে, তখন শ্রমিকেরা খেতে গিয়েছিলেন। ওই সময় এলাকার শত শত মানুষ ভাঙন রোধে ছুটে আসে। এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে জিও ব্যাগ, বালুর বস্তা ও ইটভর্তি বস্তা ফেলে সারা রাতের চেষ্টায় ভাঙন ঠেকানো সম্ভব হয়।

ফরিদপুরের পাউবো ও সড়ক

বিভাগ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ফরিদপুর-বরিশাল প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর ইউনিটের কাজের অংশ হিসেবে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গার তাড়াইল পর্যন্ত ৬৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধটি নির্মাণ করে পাউবো। ২০১০ সালে ওই বাঁধের ওপর দিয়ে সড়ক নির্মাণ করে সড়ক বিভাগ।

৫ আগস্ট সকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফরউল্লাহ, ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক সরদার সরাফত আলী, পাউবো ফরিদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ, ফরিদপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সুলতান মাহমুদ বলেন, ওই এলাকায় ভাঙন রোধে গত ২৫ জুলাই থেকেই পাউবোর কাজ চলছিল। ফলে ভাঙন রোধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে তুলে নিয়ে ফেলে যাওয়া হয় ঢাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ৮১ ঘণ্টা পর ৪ আগস্ট রাত ১২টায় নিজ বাসায় ফিরেছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. জুনায়েদ হোসেন (আকিব)। ১ আগস্ট বেলা তিনটায় চট্টগ্রাম নগরের এমইএস কলেজ ফটকের সামনে থেকে কয়েকজন লোক চোখ বেঁধে তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যান। গাড়ি চলার পর তাঁর আর কিছু মনে নেই। তাঁকে কোথায় নেওয়া হয়েছিল, তা তিনি জানেন না বলে জানান।

৫ আগস্ট বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের কুসুমবাগ এলাকার বাসায় জুনায়েদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে *প্রথম আলোর।* তিনি বলেন, ১ আগস্ট গরীবুল্লাহ শাহ মাজার এলাকায় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ির সঙ্গে একটি মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয়। এরপর গাড়িটি মেরামতের কথা বলে মাইক্রোবাসের আরোহীরা তাঁকে এমইএস কলেজের সামনে যেতে বলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর গাড়িচালক মোহাম্মদ মোস্তফা যান। গাড়ি থেকে নামার পর ওই মাইক্রোবাসে তোলা হয় তাঁদের। এরপর তাঁদের চোখ ও হাত বেঁধে ফেলেন মাইক্রোবাসের লোকজন।

জুনায়েদ বলেন, গাড়ি চলার পর তাঁর ঘুম চলে আসে। এ কারণে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কতক্ষণ গাড়ি চলেছে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। গাড়ি থেকে নামিয়ে তাঁকে একটি অন্ধকার কক্ষে রাখা হয়। কেবল খাওয়ার সময় হালকা করে চোখের বাঁধন খোলা হয়। দুদিন ধরে বাবা ও পরিবারের সদস্যদের কথা তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়। কতজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তা মনে নেই। তবে তাঁর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করেছেন তাঁরা। দুই রাত অন্ধকার একটি কক্ষে রাখার পর তৃতীয় রাতে চোখ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে কোথাও ফেলে রেখে যান তাঁরা। পরে জানতে পারেন, জায়গাটি বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার এলাকা। সেখান থেকে ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় যান তিনি।

জুনায়েদের মেজো ভগ্নিপতি আরিফ রিজভী বলেন, কারা এবং কেন জুনায়েদকে ধরে নিয়ে গেছে, তা এখনো বুঝতে পারছেন না তাঁরা। তিনি বলেন, ৪ আগস্ট রাত ১১টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পৌঁছার পর জুনায়েদকে নিয়ে পরিববারে সদস্যরা খুলশী থানায় যান। সেখানে তাঁকে ঘণ্টা খানেক জিজ্ঞাসাবাদের পর পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয় পুলিশ।

জুনায়েদ ও তাঁর গাড়িচালক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ১ আগস্ট পরিবারের পক্ষ থেকে খুলশী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় খুলশীর ডায়াবেটিক হাসপাতালের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় জুনায়েদের গাড়িটি পাওয়া যায়। নিখোঁজ হওয়ার ৫৮ ঘণ্টা পর ৩ আগস্ট দিবাগত রাত একটার দিকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন জুনায়েদ। আর গাড়িচালক মোস্তফাকে ৩ আগস্ট রাত তিনটার দিকে চট্টগ্রাম শহরতলির টোল সড়ক এলাকায় কে বা কারা চোখ বাঁধা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে যায়।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিজাম উদ্দিন বলেন, 'কারা তুলে নিয়ে গেছে, তা বলতে পারেননি জুনায়েদ। বিষয়টি আমাদের কাছেও স্পষ্ট নয়। তবে তিনি বাসায় ফিরেছেন, এটা স্বস্তির কথা। এ বিষয়ে আরেকটি জিডি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে তাঁকে।'

নর্থ সাউথের নিখোঁজ শিক্ষার্থী ৮১ ঘণ্টা পর বাসায় ফিরলেন

কাপ্তাই হ্রদে কচুরিপানা ব্যাহত নৌ চলাচল

হরি কিশোর চাকমা, রাঙামাটি ●

রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের পানিতে দ্রুত বর্ধনশীল কচুরিপানা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে নৌ চলাচল ও মাছ আহরণে। কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে কাপ্তাই হ্রদের নৌপথ অচল হয়ে পড়তে পারে বলে মনে করছেন জনপ্রতিনিধি, গবেষক ও জেলেরা।

কাপ্তাই হ্রদে কীভাবে কচুরিপানা এসেছে তার সঠিক তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে হ্রদের তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০-২৫ বছর আগেও হ্রদে কচুরিপানা ছিল না। তখন হ্রদের বিভিন্ন স্থানে নৌকায় স্বাভাবিকভাবে চলাচল করা যেত। বরকল উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদের তীরবর্তী আইমাছড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা সুকৃতি জীবন চাকমা (৬০) বলেন, 'সম্ভবত হ্রদে কচুরিপানা প্রবেশ করেছে ভারত থেকে। প্রথম অবস্থায় কচুরিপানার সমস্যার বিষয়টি কেউ গা করেনি। এখন আমাদের জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।'

সম্প্রতি রাঙামাটি সদর উপজেলার বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়নের মাচ্ছ্যাপাড়া গেলে কচুরিপানার বিরূপ প্রভাবের কথা জানা যায়। ওই পাড়ায় প্রায় ৫০০ পরিবারের বসবাস। পাড়াবাসীর রাঙামাটি শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌপথ। কিন্তু তাঁদের পাড়ার পাশের হ্রদের পানিতে প্রায় আধা কিলোমিটার জুড়ে কচুরিপানার বিস্তার লাভ ঘটেছে। ফলে নৌযান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও মাচ্ছ্যাপাড়ার বাসিন্দা নমরঞ্জন চাকমা জানান, বর্ষাকালে কচুরিপানার পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়। এতে এলাকার মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগে পড়ে। অচল হয়ে পড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা। ইঞ্জিন চালিত বোট ছাড়া সাধারণ নৌকায় কোথাও যাওয়ার উপায় থাকে না। ফলে উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে খরচ বাড়ার পাশাপাশি তিনগুণ বেশি সময় লাগে।

একই ইউনিয়নের সাহসবান্দা এলাকা থেকে চারিহং ছড়ামুখ পর্যন্ত প্রায় আধা কিলোমিটার নৌপথ জুড়ে কচুরিপানার জট। ওই এলাকার যুবক সুপায়ন চাকমা বলেন, 'কচুরিপানার কারণে আমর অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নৌকায় করে স্কুলে যেতে পারে না। সবচেয়ে দুর্ভোগ বাড়ে হাটের দিনে। কচুরিপানা পার হওয়ার জন্য ভোরে বের হতে হয়। কচুরিপানার স্থানটি পার হতে গিয়ে অনেক সময় বোটের যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যায়।'

স্থানীয় জেলে সুরতন চাকমা (৪৫) বলেন, 'কচুরিপানার কারণে মাছ আহরণ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কোথাও জাল ফেলব তার উপায় নাই। এভাবে চলতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ করে অন্য পেশায় নামতে হবে।'

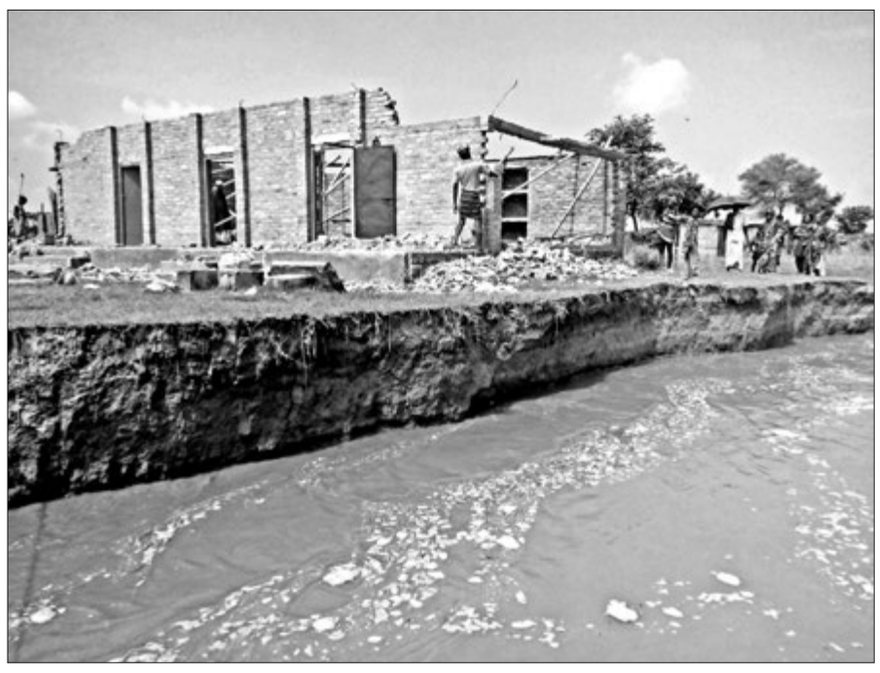

পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরের ভাঙনে পবা উপজেলার চরখিদিরপুর নামের এই গ্রামটি আর থাকছে না। তাই এখান থেকে মসজিদসহ বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ● প্রথম আলো

পদ্মাপারের ভূখণ্ডটি মুছে যাবে!

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

চরখিদিরপুর রাজশাহীর পবা উপজেলার ছোট্ট ভূখণ্ড। এটির তিন দিকে ভারত, এক দিকে পদ্মা। নদীভাঙনে এটি মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার পথে।

এই ভূখণ্ড রক্ষায় প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করার পর এখন আর কর্তৃপক্ষ এটির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ভাঙন অব্যাহত থাকলে কয়েক দিনের মধ্যেই এটি বিলীন হয়ে পদ্মা গিয়ে ঠেকবে ভারতীয় সীমানায়।

নদীভাঙনে এ মুহূর্তে মহাসংকটে পড়েছে ওই ভূখণ্ডের মানুষ। এবার সেখান থেকে শেষবারের মতো সরে আসতে হচ্ছে দেড় শতাধিক পরিবারকে। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ নেই। ভূখণ্ডটিতে রয়েছে দুটি করে বিদ্যালয়, মসজিদ ও বিজিবি ক্যাম্প (ফাঁড়ি)। স্থায়ীভাবে সরাতে হবে এগুলোও। কী হবে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার—এ শঙ্কা শিশু থেকে বয়স্ক—সবার।

এই ভূখণ্ড যে ইউনিয়নের অংশ, সেই হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মফিদুল ইসলাম বলেন, রাজশাহী শহরের পদ্মার ওপারে তিন দিকে ভারতীয় সীমানাঘেরা চরখিদিরপুর, তারানগর ও খানপুর নামে তিনটি গ্রাম ছিল। আয়তন ছিল ১ হাজার ৯৪২ হেক্টর। নদীভাঙনে তারানগর ও খানপুর আগেই হারিয়েছে। আর চরখিদিরপুর ছোট হতে হতে গত বছর ১৮৭ হেক্টর আয়তনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মফিদুল ইসলাম আরও বলেন, গ্রামটিতে শ দেড়েক পরিবার রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা নিজেদের বাড়িঘর ভেঙে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। গ্রামের দুই মাথার দুই সীমান্ত পিলার নদীতে হারিয়ে গেছে। এখন গ্রামের মাঝ বরাবর দুটি পিলার রয়েছে। পিলার দুটিতে নদী পৌঁছালেই তাঁর ইউনিয়নে পদ্মার দক্ষিণ তীরে বাংলাদেশের মাটি থাকবে না।

সরেজমিন : চরখিদিরপুরে গতকাল শুক্রবার গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের পাকা মসজিদটা ভেঙে ইট-কাঠ সরানো হচ্ছে। কৃষক আজিজুল হক ও নূরুল ইসলাম মসজিদ সরানোর কাজ করছেন। স্থানীয় ইউপি সদস্য গোলাম মোস্তফা বলেন, চার দিন আগে থেকে মসজিদের মাইকে লোক ডাকা হচ্ছে। কিন্তু মসজিদ সরানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই নিজেদের ঘর ভাঙা নিয়ে ব্যস্ত।

দেখা গেল, সাইদুর রহমান নামের একজন জমির কাঁচা ধঞ্চে কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। ধানের সদ্য শিষ বেরিয়ে আছে আকবর আলীর জমির। সেই ধানই কেটে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বললেন, গরুর খাবার হবে। আর তো কিছু করার নেই।

সংরক্ষিত ইউপি সদস্য কোহিনুর বেগম বললেন, গ্রামে পূর্ব-পশ্চিম দুই মাথা ভেঙে ভারতের সীমানার সঙ্গে মিশে গেছে। এখন কোনটি ভারতের জলসীমা আর কোনটি বাংলাদেশের—জেলেরা তা ঠিক করতে পারছেন না। বৃহস্পতিবার মাছ ধরতে গেলে বিএসএফ ৩৫টি মাছ ধরা নৌকা আটক করে বিজিবির জিম্মায় দিয়েছে। গ্রামের মানুষ এখন কী খাবে, কোথায় যাবে—এ নিয়ে মহাসংকট হচ্ছে।

গ্রামের আবদুল আজিজের স্ত্রী শুকমন (৫৫) বলেন, চারবার ভাঙনে সর্বস্ব খুইয়ে এখানে বাড়ি করেছিলেন। পেছনে তো আর দেশের মাটি নেই। এখন কোথায় যাবেন। ইউপি চেয়ারম্যানকে দেখে বললেন, 'আমহারকে বাঁচান গো মামা। কুণ্ঠাতে ভাঙন চল্যা আসল। আমরা যাব কোথায়?'

জানতে চাইলে রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফজলে রাব্বি বলেন, ছোট হলেও ভূখণ্ডটির গুরুত্ব রয়েছে। ২৫ জুলাই উন্নয়ন-সমন্বয় কমিটির সভায় এটি রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা রক্ষায় কোনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

গ্রামটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে কি না, সে প্রশ্নে ফজলে রাব্বি বলেন, তাঁরা তো গ্রামটি রক্ষা করতেই চান। কিন্তু বরাদ্দ না পাওয়া গেলে কিছুই করার নেই। এ জন্য 'পরিত্যক্ত' বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

রাজশাহী পাউবোর সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে এই এলাকা রক্ষার জন্য পাউবো ১ কোটি ৬৮ লাখ ও ৬৩ লাখ টাকার দুটি প্রকল্প হাতে নেয়। তবে তীব্র ভাঙনের মুখে কাজের শেষ পর্যায়ে এসে প্রকল্প দুটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরে বোর্ডের মহাপরিচালক এসে যেকোনো মূল্যে এই ভূখণ্ড রক্ষার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

রাজশাহী পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মুখলেছুর রহমান বলছেন, এই গ্রাম রক্ষার জন্য তাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির সদস্যরা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে গেছেন। কিন্তু তাঁরা আর এখন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।

বিয়েবাড়িতে যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ভাঙচুর

অন্যত্র বিয়ে দেওয়ায় আক্রোশ!

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ৫ আগস্ট বিয়ের অনুষ্ঠানে যুবলীগের নেতার নেতৃত্বে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে পুলিশের সদস্যসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হন। অতিথিদের পাঁচটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ৫ আগস্ট দুপুরে উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নের বিশনন্দী মধ্যপাড়া এলাকার রিপন মিয়ার এক মেয়ের সঙ্গে গোপালদী পৌরসভার রামচন্দ্রদী এলাকার আলী মিয়ার এক ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। বেলা তিনটার দিকে বিশনন্দী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসেন ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের নেতৃত্বে শতাধিক লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিয়েবাড়িতে হামলা চালান। ওই সময় কনে ও বরপক্ষের লোকজন বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষ হয়। ঘটনার সময় হামলাকারীরা ২০-২৫টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান। একপর্যায়ে হামলাকারীরা বরপক্ষের অতিথি গোপালদী পৌরসভার মেয়র এম এ হালিম সিকদারকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। মেয়রের গাড়িসহ বরযাত্রীদের পাঁচটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন হামলাকারীরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শটগানের ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

আড়াইহাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাকিবুল হাসান বলেন, আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সফিউল আজমসহ পুলিশের চার সদস্য হামলাকারীদের ইটের আঘাতে আহত হন। সংঘর্ষের সময় ককটেলের আঘাতে ও গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত আরজু, রুহুল আমিন, সফিকুল, আক্তার, খাইরুল ও ডালিম সিকদারকে মাধবদী ও নরসিংদীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ১০-১২ জন বরযাত্রী আহত হয়ে স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি হন।

গোপালদী পৌরসভার মেয়র এম এ হালিম সিকদার বলেন, বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীদের সঙ্গে দাওয়াতে গেলে বিশনন্দী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আরজু লোকজন নিয়ে হামলা চালান। এ সময় তাঁর গাড়িসহ বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

আরজু হোসেন বলেন, সম্প্রতি তাঁর ভাই করিম হোসেনের ছেলের সঙ্গে রিপন মিয়ার মেয়ের বিয়ের কথা হয়। একপর্যায়ে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়। কিন্তু কনেপক্ষ তাদের না জানিয়ে অন্যজনের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করে। এ নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে গেলে সংঘর্ষ বেধে যায়। রিপন মিয়া বলেন, আরজু হোসেনের ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়নি। এ অভিযোগ মিথ্যা।

এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেও আওয়ামী লীগের নেতা জাকির হোসেনের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এ ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ অভিযোগ দেয়নি।

নাজিরহাট কলেজ আলো ছড়াচ্ছে ছয় দশক ধরে

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) **প্রতিনিধি** ●

আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, সাহিত্যিক আহমদ ছফা, বর্তমান নির্বাচন কমিশনার মোবারক হোসেন, সাবেক সাংসদ রফিকুল আনোয়ারসহ বহু গুণী ব্যক্তি কলেজটির ছাত্র ছিলেন। উত্তর চট্টগ্রামের হাটহাজারি, ফটিকছড়ি ও রাউজান উপজেলার শিক্ষার্থীদের ভরসা এই কলেজ। গত সাড়ে ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নাজিরহাট কলেজ।

দিগন্তজোড়া মাঠ, খোলামেলা পরিবেশ, সমৃদ্ধ পাঠাগার, ল্যাবরেটরি, তথ্যপ্রযুক্তি ল্যাব, সুপরিসর একাডেমিক ভবন ও একদল নিষ্ঠাবান শিক্ষকের কারণে এটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম সেরা কলেজের মর্যাদা পেয়েছে। এই কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকসহ ২০টি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। দুটি বিষয়ে স্নাতক সম্মান(অনার্স) কোর্স চালু রয়েছে। কলেজের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার।

সম্প্রতি ওই কলেজে গেলে কথা হয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এস কে দেহলবী এই ঐতিহাসিক কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নামকরণ করা হয় 'নাজিরহাট কলেজ'। বর্তমানে ৫৫ জন শিক্ষক ও ৩০ জন বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী কর্মরত আছেন। কলেজের রয়েছে ৫৫ বিঘা জমি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ১৯৬২ সালে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

অবকাঠামো : বর্তমানে কলেজে সাতটি বহুতল এবং চারটি একতলা ভবন রয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস এবং শিক্ষকদের জন্য একটি বাসভবন রয়েছে। আছে কলেজের নিজস্ব মসজিদ, দিঘিসহ তিনটি পুকুর এবং ৬৪টি প্রজাতির বৃক্ষরাজি। ১০ হাজারেরও বেশি বইসমৃদ্ধ সুবিশাল গ্রন্থাগার, চারটি আধুনিক ল্যাবরেটরি এবং একটি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ল্যাবও রয়েছে।

কলেজের অর্জন : সুদীর্ঘ প্রায় সাত দশকে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম স্থানসহ অনেকবার মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে। স্নাতক পর্যায়েও অনেকবার মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে কলেজের শিক্ষার্থীরা। ২০০১ ও ২০০২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ কলেজকে বিভাগে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে নৃত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে ধারাবাহিকভাবে পর পর দশবার জেলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে এই কলেজ।

জোয়ারের পানি কয়েক দিন বৃষ্টি ছিল না। অথচ পানিতে তলিয়ে গেছে নগরের সড়ক। প্রতি মাসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় জোয়ারের পানিতে চট্টগ্রাম নগরের পাথরঘাটাসহ বিভিন্ন এলাকায় এভাবে পানি উঠছে। সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতার। এতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে নগরবাসী। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না সিটি করপোরেশন। সম্প্রতি পাথরঘাটা ব্রিকফিল্ড সড়ক থেকে তোলা ছবি ● সৌরভ দাশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বৃদ্ধ রিকশাচালককে রড দিয়ে পেটালেন ছাত্রলীগ নেতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

ভাড়া নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় এক বৃদ্ধ রিকশাচালককে রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে। ৫ আগস্ট সকালে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

মারধরের শিকার রিকশাচালকের নাম নুরুল হক। মারধর করার অভিযোগ ওঠা কাজী সাফায়েত উল্যাহ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ওই দিন বেলা ১১টার দিকে নুরুল হকের রিকশায় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট থেকে স্টেশন চত্বরে আসেন সাফায়েত। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দেওয়ার সময় তিনি চালক নুরুল হকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে সাফায়েত পাশের খাজা হোটেল থেকে রড নিয়ে এসে নুরুল হককে পেটাতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর নুরুল হক জিরো পয়েন্টের পুলিশ ফাঁড়িতে নালিশ করতে যান। তখন সাফায়েত পুলিশের সামনেই চালককে আরেক দফা মারধর করেন। এ সময় অন্য রিকশাচালকেরা এগিয়ে এলে পুলিশ সাফায়েতকে আটক করে হাটহাজারী থানায় নিয়ে যায়।

মারধরের শিকার নুরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, '৩৫ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রিকশা চালাই। কোনো দিন এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হইনি।'

বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোসাদ্দেক মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, ভাড়া নিয়ে সাফায়েত উল্যাহ নামের একজনের সঙ্গে এক বৃদ্ধ রিকশাচালকের সমস্যা হয়েছিল। সাফায়েতকে আটক করে হাটহাজারী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ছেড়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

তবে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে গতকাল বিকেলে সাফায়েত উল্যাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটি বানোয়াট কথা। ওই সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই ছিলাম না।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বি বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। ভাড়া নিয়ে একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল। পরে বিষয়টি মিটে গেছে।'

হাটহাজারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মুজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছি।'

পাকা করতে মাটি কাটার পর আর কাজ হয়নি

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ●

পাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রায় নয় মাস আগে রাস্তার মাটি খোঁড়া হয়েছে। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ওই রাস্তা এখন বেহাল। জমে থাকা পানি আর পিচ্ছিল কাদা মাড়িয়ে চলাচল করছেন পথচারীরা। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভাউলারহাট থেকে শিবগঞ্জ সড়কের চিত্র এটি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ভাউলারহাট থেকে শিবগঞ্জ পর্যন্ত সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের (এসআরআইআইপি) আওতায় গত বছরের জুন মাসে ৩ দশমিক ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে এলজিইডি। ৩ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার টাকায় কাজটি পান শহরের ঠিকাদার রামবাবু। ২০১৫ সালের ৬ জুলাই চুক্তি সই হয়। ২০১৫ সালের ৩ নভেম্বর রাস্তা নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সাংসদ রমেশ চন্দ্র সেন। উদ্বোধনের পরপরই সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের শ্রমিকেরা রাস্তার মাটি খুঁড়ে বক্স কাটিং শেষ করেন। এরপর থেকে রাস্তাটি ওভাবেই পড়ে রয়েছে।

স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করে বলেন, প্রায় নয় মাস আগে নির্মাণের জন্য রাস্তার মাটি খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। এরপর ঠিকাদারের লোকজনের আর কোনো খবর নেই। এখন বৃষ্টির পানি রাস্তায় জমে কাদা সৃষ্টি করেছে। এতে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা পথচারীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

সম্প্রতি ওই রাস্তা দিয়ে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নাজমা আক্তার। তিনি বলেন, 'রাস্তা খুঁড়ে ফেলে রাখার কারণে পানি জমে কাদা সৃষ্টি হয়েছে। তাই জুতা হাতে নিয়েই চলতে হচ্ছে আমাদের।'

এরই মধ্যে কাঁচা পাটগাছ বোঝাই করে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন আবদুর রহিম নামের এক ভ্যানচালক। সহায়তায় এক বয়স্ক মানুষ থাকলেও কাদাপানি মাড়িয়ে কিছুতেই ভ্যানটি ঠেলে নিতে পারছিলেন না তিনি। ভ্যানচালকের দুর্ভোগ দেখে তাঁকে সহায়তায় শিশু-কিশোরেরা এগিয়ে আসে। ওরা ভ্যানটি ঠেলে রাস্তা পার করে দেয়। পরে রহিম বলেন, 'এই রাস্তা দিয়া মানুষ ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। দায়ে পড়ে মালামাল নিয়ে যাবা হচে।'

ফুটকীবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মো. হারিসুল ইসলাম বলেন, 'সড়কটি দিয়ে জামালপুর হাট, শিবগঞ্জ হাট, ভাউলার হাট ও নেকমরদ হাটে আশপাশের লোকজন যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তায় কাদাপানি জমে থাকায় এখন আর পথচারীরা রাস্তাটি ব্যবহার করতে পারছেন না।'

ফুটকীবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা উমেদ আলী বলেন, তাঁর বাড়ির সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে রাস্তাটি খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়। এরপর বৃষ্টিতে প্রাচীরের নিচের মাটি ধসে যায়। প্রাচীরটি ধসে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এরপর তিনি বালুর বস্তা ফেলে প্রাচীরটি ধসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছেন। রাস্তাটির কাজ শুরু হওয়ার পর এলাকার লোকজনের কষ্ট কমবে ভেবে তিনি খুশি হয়েছিলেন। এখন রাস্তার কাজ ফেলে রাখায় তাঁদের কষ্ট বেড়েছে। দুর্ভোগের বিষয়টি ওয়ার্ডের মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে একাধিকবার জানানো হয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে ঠিকাদার রামবাবু বলেন, রাস্তা নির্মাণের মেয়াদ শেষ হতে আরও কয়েক মাস বাকি। এখন প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। এ সময় রাস্তার কাজ করা যায় না। বৃষ্টির মৌসুম শেষ হলেই কাজ শুরু করা হবে। তবে বৃষ্টি শুরুর আগে কেন রাস্তা খুঁড়ে রাখা হলো, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তখন মনে হয়েছিল বর্ষার আগেই কাজ শেষ করতে পারব।'

এলজিইডির সদর উপজেলা প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান সরকার বলেন, 'এলাকাবাসীর দুর্ভোগের কথা শুনে আমি সেখানে গিয়ে রাস্তাটির অবস্থা দেখে এসেছি। এরপর ঠিকাদারকে কাজ শেষ করার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে।'

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা

ব্যবসায়ীদের দাবি পূরণের উদ্যোগ নিন

দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আড়ত ও পাইকারি বাজারের দোকানে যদি বর্ষা ও জোয়ারে এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পানি ঢোকে, তবে সেখানকার ব্যবসায়ীরা কোন পরিস্থিতিতে ব্যবসা করে আসছেন তা সহজেই অনুমেয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা নতুন কোনো সমস্যা নয়, দিনের পর দিন এভাবেই চলছে।

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ, চাক্তাই ও আছাদগঞ্জের ব্যবসায়ীরা জলাবদ্ধতা দূরসহ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। তাঁরা চান জলাবদ্ধতা দূর করতে অবিলম্বে নদী খনন ও স্লুইসগেট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হোক। চাক্তাই-খাতুনগঞ্জ আড়তদার সাধারণ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি মানববন্ধনের কর্মসূচি পালন করে কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ, স্থায়ী পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, পণ্যবাহী ট্রলার ও নৌকা চলাচলের সুবিধা রেখে চাক্তাই খালের মুখে স্লুইসগেট নির্মাণসহ সাত দফা দাবি তুলে ধরেছে।

ব্যবসায়ীদের এসব দাবি যৌক্তিক এবং যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। দেখা গেছে, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র নিজেই মানববন্ধনে অংশ নিয়েছেন এবং ব্যবসায়ীরা তাঁদের দাবিগুলো স্মারকলিপি হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। মেয়রের উদ্দেশে আমরা বলতে চাই, মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ব্যবসায়ীদের দাবিগুলোর ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশই যথেষ্ট নয়। ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে যে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা এর অবসান দেখতে চান।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন, খাল দখল, ভরাটসহ পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবে চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সিটি মেয়র এই সমস্যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এ ধরনের অজুহাত দিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই। নগর কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে সেখানকার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং সে জন্য সরকারের সঙ্গে দেনদরবার বা দরকারি তহবিল আদায় করা তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এই দায়িত্ব পালনে তিনি কতটুকু সফল হবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বদান্যতা

রোকেয়া সুলতানাকে অভিবাদন

ঢাকার ইন্দিরা রোডের বাসিন্দা রোকেয়া সুলতানাকে আমরা অভিবাদন জানাই। তিনি আমাদের দেখালেন যে এই সমাজের সব মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা গ্রাস করেনি; বদান্যতা ও পরার্থপরতা এখনো কিছু মানুষের মধ্যে আছে।

রোকেয়া সুলতানা বিশাল কোনো জনহিতকর কর্মকাণ্ড শুরু করে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নয়। ছোট পরিসরে তিনি তাঁর বাড়িতে তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন গড়ে শ খানেক তৃষ্ণার্ত মানুষ সেখানে পানি পান করেন। তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, মেস-হোস্টেলের লোক, ফেরিওয়ালা, রিকশাচালক কিংবা সাধারণ পথচারী, বিশেষত পাশের মাঠে বিকেলবেলা খেলাধুলা করে যে শিশু-কিশোরেরা।

রোকেয়া সুলতানার বাড়ির ফটকে লেখা আছে, 'এখানে ঠান্ডা পানি ফ্রি খাওয়ানো হয়।' যখন কোনো কিছুই বিনা খরচে পাওয়া যায় না, তখন বিজ্ঞপ্তিতে 'ফ্রি' কথাটা থাকতে হয় বৈকি। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, পয়সা খরচ করে বিশুদ্ধ পানি কিনে পান করা যাঁদের আর্থিক সামর্থ্যের পক্ষে অসুবিধাজনক, মূলত তাঁদের কথা ভেবেই নেওয়া হয়েছে এই ব্যবস্থা। রোকেয়া সুলতানা *প্রথম আলো*র প্রতিবেদককে এমন কথাই বলেছেন। তাঁর বাড়িতে এই ব্যবস্থাটি চলছে দশ বছর ধরে, কিন্তু আমরা তা জানতে পারলাম এই সেদিন। এর অর্থ, রোকেয়া সুলতানা শীতল জলে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের কাজটি করে আসছেন নিভৃতে, প্রচার পাওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই। আত্মপ্রচারপ্রবণতার এই যুগে রোকেয়া সুলতানার এই নিভৃতিপ্রবণতাও নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

রোকেয়া সুলতানার এই উদ্যোগের পেছনে আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেছেন, 'লোকের তৃষ্ণা মিটলে স্বস্তি পাই, ভালো লাগে।' সহজ-সরল এই অনুভূতিই সব মানবিক সমাজের মূল শক্তি, যার অভাব আমাদের সমাজে ক্রমেই প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। আমাদের সমাজে রোকেয়া সুলতানার মতো সহানুভূতিশীল ও পরোপকারী মানুষের সংখ্যা যত বেশি হয় ততই মঙ্গল। লোভ, লালসা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার বিপরীতে বদান্যতা ও পরার্থপরতার আজ বড় প্রয়োজন।

তবু কেন রামপাল?

স ম য় চি ত্র

আসিফ নজরুল

গত ২৮ জুলাই তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির একটি মিছিল ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে। এই মিছিলে কোনো জঙ্গি, জামায়াত এমনকি বিএনপির কেউ ছিল না। ছিল না কোনো সন্ত্রাসী, অপরাধী বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মতো মানুষ। এই মিছিল সরকারের পতনের জন্য ছিল না, এমনকি সরকারের বিরোধিতার জন্যও ছিল না। মিছিলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির বিরোধিতা করা, এই বিরোধিতার যুক্তিগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

অথচ এই মিছিলই কয়েক দফা হামলা করে শেরাটনের কাছে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। তাদের যুক্তি, মিছিলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় হচ্ছিল, ফলে যান চলাচলে মানুষের সমস্যা হচ্ছিল। প্রহসনের বিষয় হচ্ছে, মিছিলটি ছিল তার চেয়ে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে—দেশের সবচেয়ে বড় একটি সম্পদ সুন্দরবনকে রক্ষা করার দাবিতে। আরও প্রহসনের বিষয় হচ্ছে, ক্ষমতাসীন দলকে এবং এদের সমর্থকদের একই রাস্তায় আগে বহুবার মিছিল করতে দেওয়া হয়েছে বিনা বাধায়, এমনকি কখনো কখনো পুলিশের নিরাপদ প্রহরায়!

২৮ জুলাই পুলিশি বাধার তাই একটাই মানে হতে পারে। আর তা হচ্ছে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কোনো রকম বিরোধিতা পছন্দ নয় সরকারের, এই বিরোধিতার যুক্তিগুলোও আর শুনতে রাজি নয় সরকার। কিন্তু তাই বলে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়ার দায়িত্ব থেকে থেমে থাকলে চলবে না। সরকারের বহু শুভাকাঙ্ক্ষী এই প্রকল্পকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম চেতনা দেশের সম্পদ ও দেশের স্বার্থকে রক্ষা করা। রামপাল প্রকল্প এর সবকিছু বিপন্ন করতে পারে। কারণ, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হতে যাচ্ছে সুন্দরবনের ঠিক পাশে।

সুন্দরবন শুধু আমাদের নয়, গোটা বিশ্বের জন্য একটি অনন্য প্রাণীবৈচিত্র্যপূর্ণ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। এই বনের শুধু অনন্যনৈসর্গিক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে তা নয়, বাংলাদেশকে বিভিন্ন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে এটি একটি চিরন্তন ও অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। রামপালের বিরুদ্ধে আপত্তির প্রধানতম কারণ হচ্ছে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সুন্দরবন এবং এর অসাধারণ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে ফেলবে। সুন্দরবন না থাকলে যে বাংলাদেশ থাকবে তা হবে বিকৃত, খণ্ডিত ও কুৎসিত একটি লোকালয়।

২.

রামপাল নিয়ে মারাত্মক আশঙ্কার বহু কারণ রয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশ নির্মাণ করতে যাচ্ছে ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এনটিসি) সঙ্গে। সব বাদ দিয়ে শুধু ভারতের নিজের পরিবেশ আইনের দিকে লক্ষ করলেই এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটির অযৌক্তিকতা আমরা বুঝতে পারব। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের মারাত্মক পরিবেশগত প্রভাবের কথা বিবেচনা করে ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ২০১০ সালের ইআইএ গাইডলাইনে অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা ইত্যাদির ২৫ কিলোমিটার সীমার মধ্যে এ ধরনের কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা আছে। সুন্দরবন বাংলাদেশের আইনে একটি অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা। তাহলে এর ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে রামপালের মতো একটি অতিবৃহৎ কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কী করে নিরাপদ হতে পারে? ভারতে যা নিরাপদ নয়, তা বাংলাদেশে কোন বিবেচনায় নিরাপদ হবে? সেও খোদ সুন্দরবনের পাশে?

ভারতের বিজ্ঞান ও পরিবেশ সেন্টারের 'হিট অন পাওয়ার' নামক গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে বৈশ্বিক মানদণ্ডে ভারতের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলোর পরিবেশদূষণ রোধের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমানের। প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের কোম্পানিগুলোর মধ্যে আবার নিম্নতর মানের একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এনটিপিসি এবং ভারতেই সবচেয়ে পরিবেশদূষণকারী বদরপুর প্রকল্পটি ছিল এদেরই। তাহলে কী করে আমরা ভাবতে পারব এদের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সব যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে একটি নিরাপদ প্রকল্প হবে?

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির বিপক্ষে যেসব বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক, তা বহুবার বিভিন্ন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। *প্রথম আলো*তে কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বিদ্যুৎ প্রকৌশলী আরশাদ মজুমদার কিছু সহজবোধ্য প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্পের মারাত্মক ঝুঁকির কথা বুঝিয়ে বলেছেন। কোনো যুক্তির, কোনো উদ্বেগের সরাসরি উত্তর না দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার শুধু কিছু খেলো কথা বলে দায় সারার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি তার দু-একটি বিষয় এখানে তুলে ধরছি।

এক. সরকারের পক্ষ থেকে বহুবার বলা হয়েছে বড়পুকুরিয়ার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কোনো পরিবেশদূষণ হচ্ছে না, তাহলে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পরিবেশদূষণ হবে কেন? এর উত্তর হচ্ছে, বড়পুকুরিয়ার কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে না—এর কোনো প্রমাণ নেই; বরং পরিবেশবাদীদের পক্ষ থেকে কৃষিজমি, পানির স্তর ও মাছের ওপর এই কেন্দ্রটির মারাত্মক প্রভাবের কথাই বারবার তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট, যা বড়পুকুরিয়ার কার্যকর (১২৫ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার ১০ গুণেরও বেশি এবং এটি নির্মিত হচ্ছে স্পর্শকাতর একটি বনাঞ্চলের পাশে। কাজেই প্রশ্ন আসে রামপালের ঝুঁকি অনুধাবনের সদিচ্ছা থাকলে এর সঙ্গে বড়পুকুরিয়ার কোনো তুলনা করা যায় কি?

দুই. সরকার এবং রামপালের প্রস্তাবিত নির্মাতাদের লোকজন বলেছেন, অক্সফোর্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে, সেগুলোতে কোনো ক্ষতি হয় না। রামপালে তাহলে কেন ক্ষতি হবে? এর উত্তর হচ্ছে—এই প্রশ্নের তথ্যই ভুল। অক্সফোর্ডশায়ার ডিডকোট-ওয়ান কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরিবেশদূষণের কারণেই ২০১৩ সালের মার্চ মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলের পর ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় আরও অনেক কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি খোদ ভারতের জ্বালানি মন্ত্রণালয় কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশার রাজ্য সরকারগুলো এবং স্থানীয় জনগণের আপত্তির কারণে চারটি বড় ধরনের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এ বছর জুন মাসে বাতিল করে দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর কোনোটিই সুন্দরবনের মতো অনন্য একটি প্রাকৃতিক সম্পদের পাশে ছিল না। পরিবেশদূষণের কারণে এগুলো বন্ধ হলে সুন্দরবনের পাশে রামপালের মতো একটি অতিঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কীভাবে গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারি আমরা?

তিন. রামপালের পক্ষে সরকারের অন্যতম যুক্তি হচ্ছে : রামপালে 'সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি' ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। ফলে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, সাব ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির তুলনায় সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করলে দূষণের পরিমাণ মাত্র ৮ থেকে ১০ শতাংশ হ্রাস পায়, যা কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহ দূষণ সামান্যই কমাতে পারে। আর সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি যদি রক্ষাকবচ হয়ে থাকে তাহলে খোদ ভারতেই বিভিন্ন রাজ্যে এই টেকনোলজি ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল এমন কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো বাদ দেওয়া হলো কেন?

রামপালের বিপক্ষে আরও বহু যুক্তি রয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন, প্রতিবাদী নাগরিকবৃন্দ এ বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য ও যুক্তি ছাড়াই তাঁদের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর উত্তরে ৫৩টি সামাজিক আন্দোলনের সমন্বয়ে গঠিত সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সুলতানা কামাল একটি বিবৃতি গণমাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। ১ আগস্টের এই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন : 'আমি পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্যটি একেবারেই সত্য নয় এবং তা আন্দোলনকারী নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত অপপ্রচারের শামিল।'

সুলতানা কামাল জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবর্গ রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও যুক্তিগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন, যার কোনোটিই সরকারপক্ষ খণ্ডন করতে পারেনি। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, সভার শেষ পর্যায়ে মন্ত্রী মহোদয় নিজেকে 'কোনো পক্ষের নয়, দুই পক্ষের মাঝখানের' বলে অভিহিত করেন এবং আরও আলোচনার আশ্বাস দেন।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আর কোনো আলোচনা ছাড়াই এর কয়েক দিনের মধ্যেই রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়!

৪.

বাংলাদেশের বহু সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশের মতো গণতন্ত্র, সুশাসন, জঙ্গিবাদ, সম্পদের সুষম বণ্টন নিয়ে বহু সমস্যা রয়েছে অনেক দেশেই। সদিচ্ছা থাকলে এসব সমস্যার প্রতিটির সমাধান সম্ভব একসময়। সুশাসন, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, ফিরেও পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরবনের মতো অনন্যসম্পদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হলে তা আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যায় না।

সরকারের কাছে আমাদের তাই অনুরোধ, সুন্দরবনের পাশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করুন। সেই সঙ্গে ওরিয়ন গ্রুপের বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ সুন্দরবনবিনাশী সব প্রকল্প বাতিল করুন। নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সব পরিকল্পনা বাদ দিয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ ঝুঁকিমুক্ত বৃহৎ গ্যাস, বর্জ্য ও সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করুন। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যদি নির্মাণ করতেই হয়, অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তা করুন।

মনে রাখতে হবে যে সুন্দরবন কোনো সরকারের না, এটি রাষ্ট্রের। সুন্দরবন শুধু এই প্রজন্ম বা এই অঞ্চলের মানুষের না, এটি সবার এবং সব সময়ের একটি অমূল্য সম্পদ বা হেরিটেজ।

● **আসিফ নজরুল : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

হজ ও ওমরাহ পরিচিতি ও বিধান

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

হজ

হজ আরবি শব্দ। হজের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা এবং সফর বা ভ্রমণ করা। ইসলামি পরিভাষায় হজ হলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে বিশেষ কিছু কর্ম সম্পাদন করা। হজের নির্দিষ্ট সময় হলো আশহুরে হুরুম বা হারাম মাসসমূহ তথা শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ; বিশেষত ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত পাঁচ দিন। হজের নির্ধারিত স্থান হলো মক্কা শরিফে কাবা, সাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা ইত্যাদি এবং মদিনা শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারত করা। হজের বিশেষ আমল বা কর্মকাল হলো ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ, অকুফে আরাফাহ, অকুফে মুজদালিফা, অকুফে মিনা, দম, কোরবানি, হলক, কছর, জিয়ারতে মদিনা—রওজাতুল রাসুল ইত্যাদি।

পবিত্র হজ আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ বিধান। হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সমর্থ পুরুষ ও নারীর ওপর হজ ফরজ। হজ সম্পর্কে কোরআন শরিফে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর তরফ থেকে সেই সব মানুষের জন্য হজ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যারা তা আদায়ের সামর্থ্য রাখে।' (সুরা আলে ইমরান; আয়াত : ৯৭)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রকৃত হজের পুরস্কার বেহেশত ব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা হজ পালন করবেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদের হজ কবুল করবেন এবং তাঁদের জন্য অফুরন্ত রহমত ও বরকত অবধারিত।

নবী করিম (সা.) বলেন, 'হজ মানুষকে নিষ্পাপে পরিণত করে, যেভাবে লোহার ওপর থেকে মরিচা দূর করা হয়।' (তিরমিজি)। যে ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ করা হয়েছে অথচ তিনি হজ আদায় করেন না, তাঁর জন্য রয়েছে বিশেষ সাবধান বাণী। হজ মানুষকে নিষ্পাপ করে দেয়। রাসুলে করিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি যথাযথভাবে হজ পালন করে, সে পূর্বেকার পাপ থেকে এ রকম নিষ্পাপ হয়ে যায়, যে রকম সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল।' (বুখারি)।

জীবনে একবার হজ করা ফরজ। সামর্থ্যবানদের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হজ করা সুন্নত। সুযোগ থাকলে বারবার বা প্রতিবছর হজ করাতে বাধা নেই। যেকোনো অর্থ দ্বারা হজ সম্পাদন করা যাবে। হাদিয়া বা অনুদানের টাকা দিয়েও হজ করলে তা আদায় হবে। চাকরি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল হিসেবে কর্তব্য কাজের সুবাদে হজ করলেও হজ আদায় হবে। এটি বদলি হজ না হলে নিজের ফরজ হজ আদায় হবে; ফরজ হজ আগে আদায় করে থাকলে এটি নফল হবে। নফল হজ অন্য কোনো ব্যক্তির বদলি হজের নিয়তে আদায় করলে তা-ও হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি)।

বদলি হজ

হজ সম্পাদনে নিজে শারীরিকভাবে অক্ষম হলে অন্য কাউকে দিয়ে বদলি হজ করানো যায়। বদলি হজে যিনি হজ সম্পাদন করেন, যিনি অর্থায়ন করেন এবং যাঁর জন্য হজ করা হয়—সবাই পূর্ণ হজের সওয়াব লাভ করেন। যাঁরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ আদায় করতে পারেননি, তাঁদের কর্তব্য হলো বদলি হজ করানোর জন্য অসিয়ত করে যাওয়া। অসিয়তকৃত বদলি হজ অসিয়তকারীর সম্পদ বণ্টনের আগে প্রতিপালন করা বা সম্পাদন করানো ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব। অসিয়ত না করে গেলেও কোনো ওয়ারিশ বা কেউ নিজ উদ্যোগে বা ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করতে বা করাতে পারবেন। এতেও মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবেন এবং বদলি হজ করনেওয়ালা ও করানেওয়ালা উভয়ে সওয়াবের অধিকারী হবেন।

জীবিত বা মৃত যেকোনো ব্যক্তিরও বদলি হজ করানো যায়। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব অথবা পরিচিত-অপরিচিত যে কেউ যেকোনো ব্যক্তির বদলি হজ করতে বা করাতে পারেন। বদলি হজ আদায় করতে বা করাতে যাঁর জন্য বদলি হজ করা হবে বা করানো হবে, তাঁর অনুমতি বা অবগতির প্রয়োজন নেই; তবে সম্ভবপর হলে তা উত্তম। বদলি হজ সম্পাদনের জন্য আগে নিজের হজ আদায় করা শর্ত নয়; বরং নতুনদের দ্বারা বদলি হজ করালে তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আবেগ ও অনুরাগ বেশি থাকে। তবে যাঁর নিজের হজ অনাদায়ি রয়েছে, তিনি বদলি হজ করতে পারবেন না। বদলি হজ আত্মীয়-অনাত্মীয়, নারী-পুরুষ যে কেউ করতে পারেন। তবে বিজ্ঞ পরহেজগার লোক হলে উত্তম।

ওমরাহ

ওমরাহ আরবি শব্দ। ওমরাহর আভিধানিক অর্থ হলো ধর্ম, কর্ম, ইবাদত, সুখকর, সেবা, স্থিতিশীল, জীবন, মহাপ্রাচীন, স্থাপত্য-স্থাপনা, প্রাপ্তি, অভ্যর্থনা, জিয়ারত বা সফর ও ইচ্ছা। যিনি ওমরাহ করেন, তাঁকে 'মুতামির' বলা হয়। (লিসানুল আরব)। ইসলামি পরিভাষায় ওমরাহ হলো নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা। ওমরাহর নির্দিষ্ট কাজকর্ম হলো ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ, হলক, কছর ইত্যাদি। ওমরাহর নির্ধারিত স্থান হলো কাবা শরিফ, সাফা-মারওয়া ইত্যাদি। আফাকি তথা দূরবর্তী ওমরাহ সম্পাদনকারীর জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারত করা সুন্নত। ওমরাহ সম্পাদনের বিশেষ কোনো সময় সুনির্দিষ্ট নেই; তবে হজের নির্ধারিত বিশেষ সময়ে (৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত পাঁচ দিন) ওমরাহ পালন করা বিধেয় নয়; এই পাঁচ দিন ছাড়া বছরের যেকোনো দিন যেকোনো সময় ওমরাহ প্রতিপালন করা যায়। হজের সফরেও ওমরাহ করা যায়। একই সফরে একাধিক ওমরাহ করতেও বাধা নেই। হজের আগেও (হজ না করেও) ওমরাহ করা যায় এবং হজের পরও বারবার ওমরাহ করা যায়। হজ যেমন জীবনে একবার ফরজ, তেমনি ওমরাহ জীবনে অন্তত একবার সুন্নত।

রমজানে ওমরাহ পালন করা হজের সমান সওয়াব; শাওয়াল মাসও ওমরাহ করার জন্য উত্তম সময়। তবে হজ ফরজ থাকা অবস্থায় তা আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হজ সম্পন্ন না করে বারবার ওমরাহ করা অযৌক্তিক। কারণ, শত-সহস্র ওমরাহও হজের সমকক্ষ হবে না। অনুরূপভাবে ওমরাহ আদায় করলে হজ ফরজ হয়ে যায়, এমনটিও সঠিক নয়।

ওমরাহর জন্যও হজের মতোই মিকাত থেকে ইহরাম করতে হয়। বাংলাদেশ থেকে আমাদের মিকাত হলো ইয়ালামলাম পাহাড়, যা জেদ্দার পূর্বে অবস্থিত। মদিনা থেকে মিকাত হলো জুলহুলায়ফা নামক স্থান। মক্কা থেকে ওমরাহ করতে চাইলে তার মিকাত হলো তানয়িম বা আয়িশা মসজিদ অথবা জিরানা নামক জায়গা। (মক্কা থেকে হজের ইহরামের জন্য মিকাত প্রযোজ্য নয়)। ওমরাহকে 'ওমরাহ হজ' বা ছোট হজও বলা হয়।

ওমরাহ সম্পর্কে কোরআন করিমে রয়েছে : 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম; তাই যারা হজ করবে বা ওমরাহ করবে, তারা এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ (সায়ী) করবে।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৫৮)। ওমরাহ পালন করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আমল। এটি পুরুষ ও মহিলা সবার জন্য প্রযোজ্য। ওমরাহ করলে হজ ফরজ হয়ে যায়, এ রকম কোনো বিধান নেই। মক্কা-মদিনার প্রতি আকর্ষণ ও হৃদয়ের টান ইমানের পরিচায়ক। তাই অনেকে প্রেমের টানে বারবার হজ ও ওমরাহ করে থাকেন।

ওমরাহ নিজের জন্য যেমন করা যায়, তেমনি অন্যদের জন্যও করা যায়। জীবিত বা মৃত, ছোট বা বড়, আত্মীয় বা অনাত্মীয় যেকোনো ব্যক্তির জন্যও ওমরাহ আদায় করা যায়। যার জন্য ওমরাহ পালন করা হবে, তাকে আগে বা পরে জানানো বা অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়; তবে তা জানানো উত্তম। ওমরাহ যেহেতু ফরজ বা ওয়াজিব নয়, তাই এর বদলি আদায় করা জরুরি নয়। তবে কাউকে যদি কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি অসিয়ত করে যান, তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এ ছাড়া কেউ কারও দ্বারা ওমরাহ করালে উভয়ে সমান সওয়াব পাবেন; কেউ কারও জন্য ওমরাহ সম্পাদন করলেও উভয়েই পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবেন। (ফাতাওয়া শামি)।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

বিশ্ববিদ্যালয় কুয়োর ব্যাঙ বানাবে না

গ দ্য কা র্টু ন

আনিসুল হক

রংপুরে আমার আম্মার একটা বাসা আছে। তিন কাঠা জমি। ওপরে ঢেউটিন। পাঁচটা ঘর। একটা স্টোররুম। দুইটা বাথরুম। একটা রান্নাঘর। একটা উঠান। বাড়ির পেছনে চার কাঠা খোলা জমি। এখন আম, লেবু, কলাগাছ, লাউগাছ ও শিমগাছ আছে।

আমি ভাবছি, এটা হতে পারে একটা আদর্শ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এটার নাম দেব উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়। আজকাল অবশ্য বাংলা নাম তেমন আকর্ষণীয় বলে বিবেচ্য হয় না। তাহলে ওরিয়েন্টাল, অক্সিডেন্টাল ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ট কেমব্রিচ হারভার্ট নাম দিতে পারি। অক্সফোর্ট কেমব্রিচ হারভার্ট নামের বানানগুলো ইচ্ছা করেই একটু বদলে দেওয়া। যাতে আসল অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড মামলা-টামলা করে না বসে।

আমাদের বাসার বাইরের এক চিলতে বারান্দাটাকে বানাব রিসেপশন কাম ওরিয়েন্টেশন হল। তারপরে যে ড্রয়িংরুমটা আছে, ১২ ফুট বাই ১২ ফুট, ওটা হবে ড. কুদরাত-এ-খুদা রেজিস্ট্রার হল। তার পাশে ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের ঘরটা হবে সেমিনার রুম। ক্লাসও হবে, সেমিনারও হবে। মাটিতে পাটি বিছিয়ে বসিয়ে দিলে জনা তিরিশেক বসানো যাবে। আরও তিনটা ছোট ছোট রুম আছে। একটা হবে ওয়ারেন বাফেট বিজনেস ডিপার্টমেন্ট, একটা হবে বিল গেটস আইটি ডিপার্টমেন্ট, আরেকটা?

এখন কোন সাবজেক্টের ডিমান্ড বেশি? ইংলিশ? তাহলে ওটাকে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বানাই? নাকি হিন্দি? শুনেছি, এখন নাকি হিন্দি ভালো চলছে! তাহলে তাই সই। বাংলাদেশের প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি সাবজেক্ট খোলা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে ইংলিশ লিটারেচার। আমরা চালু করব হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড বলিউডি কালচার অ্যাডভান্সড কোর্স। এতে হিন্দিতে অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার দেওয়া হাতে-কলমে শেখানো হবে। এটার নাম দিতে পারি ঐশ্বরিয়া বচ্চন ডিপার্টমেন্ট।

স্টোররুমে আমরা চাল, গম, পুরোনো জুতার বাক্স ইত্যাদি রাখতাম। ওটাকে বানাব স্টিফেন হকিং ল্যাবরেটরি কাম কম্পিউটার হল। রান্নাঘরটা অবশ্য কাঁচা। চারদিকে বাঁশের বেড়া। ওটাকে স্টিভ জবস গ্রিন টেকনোলজি রিসার্চ সেন্টার করা যাবে। বাড়ির উঠানটাকে বানানো যাবে টিএসসি। ক্যানটিন কাম মিংলিং কাম ব্রেইন স্টর্মিং সেন্টার। আর পেছনের বাগানটাকে কাজী অর্গানিক রিসার্চ সেন্টার।

আম্মা হবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। পদাধিকার বলে। কারণ জমি তাঁর, বাড়িও তাঁর। একজন ভাইস চ্যান্সেলর লাগবে। খেটেখুটে যাঁরা পিএইচডি করেছেন, তাঁদের পাওয়া মুশকিল হবে। তা না হলে কোনো টিভি চ্যানেলের মালিককে ভাইস চ্যান্সেলর করা যাবে। কোনো কিছুতেই না কুলালে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ধরে আনব। নামের আগে ড. লেখা থাকবে।

আমরা ক্লাস নেব পোস্ট মডার্ন পদ্ধতিতে। দুটো বাথরুমের পেছনে নীল রঙের পর্দা ঝোলাব। তার সামনে স্কাইপে শিক্ষক দাঁড়াবেন। তিনি লেকচার দেবেন। দেশে ও দেশের বাইরে থাকা ছাত্ররা লেকচার শুনবে। আমরা তাদের ই-মেইল করে ক্লাসনোট পাঠিয়ে দেব। পরীক্ষা হবে অনলাইনে। পরীক্ষার শেষে গ্রেড দেওয়া হবে। বেশি টাকা দিলে এ প্লাস, মাঝারি টাকা দিলে বি, বা বেশি টাকা দিলে ৪, কম টাকা দিলে ২.৫

আমরা ক্লাস নেব পোস্ট মডার্ন পদ্ধতিতে। দুটো বাথরুমের পেছনে নীল রঙের পর্দা ঝোলাব। তার সামনে স্কাইপে শিক্ষক দাঁড়াবেন। তিনি লেকচার দেবেন। দেশে ও দেশের বাইরে থাকা ছাত্ররা লেকচার শুনবে। আমরা তাদের ই-মেইল করে ক্লাসনোট পাঠিয়ে দেব। পরীক্ষা হবে অনলাইনে। পরীক্ষার শেষে গ্রেড দেওয়া হবে। বেশি টাকা দিলে এ প্লাস, মাঝারি টাকা দিলে বি, বা বেশি টাকা দিলে ৪, কম টাকা দিলে ২.৫।

বুদ্ধিটা কেমন? ভালো না?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, বই দুই ধরনের—পাঠ্যবই, আর অপাঠ্যবই। তিনি মনে করতেন, বোর্ড যে বইগুলো পড়ার জন্য তালিকাভুক্ত করে দেয়, সেগুলো হলো অপাঠ্য পুস্তক। আসলেই এই দুনিয়ায় স্কুলে আমরা যে কটা বই পড়ি, তার বাইরে লাখ লাখ বই আছে। তার চেয়েও বড় কথা, চারদিকে জীবনে, জগতে, মানুষে, প্রকৃতিতে, আকাশে-প্রান্তরে, ক্ষুদ্র না-দেখা কণায়, লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রে অনেক বেশি জ্ঞান ছড়িয়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা চাই সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গি। চোখ খুলে দেওয়া। দিগন্তটাকে বড় করে দেওয়া। কিন্তু তার মানে এই না, একজন মানুষ সব দিক জানতে গিয়ে কোনো একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবে না।

আমি তো মনে করি, আমার প্রস্তাবিত তিন কাঠা জমির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা সেই ধরনের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বেরোবে, তার চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে-ঘাটে-মলে-টিএসসিতে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাঁচ বছর যে শুধু হাঁটাহাঁটি করবে, সে অনেক ভালো মানুষ হবে, বড় মানুষ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কারিগরি দক্ষতা দেওয়া নয়। গাড়ি চালানো শিক্ষা বা সাইকেল সারানো শিক্ষা বা চুল কাটার দক্ষতা অর্জন করে যদি কেউ নিজেকে শিক্ষিত দাবি করে (তিনি শিক্ষিত হতেও পারেন, তবে ওই দক্ষতা তাঁর শিক্ষা নয়), তা যেমন হাস্যকর, তেমনি যোগ-বিয়োগ করতে শেখা, কম্পিউটার চালাতে শেখা, এ রকমের কারিগরি দক্ষতা মানুষকে শিক্ষিত করে না। একজন মানুষ নিরক্ষর হয়েও প্রজ্ঞাবান ও বিবেকবান হতে পারেন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও নৈতিকতার শিক্ষার কোনো পাঠক্রম না থাকলেও চলে। কিন্তু এসব না শিখলে কেউ শিক্ষিত হয় না। আবার জীবনও মানুষকে অনেক ঋদ্ধ করে। আমাদের মাশরাফি বিন মুর্তজার সাক্ষাৎকার পড়লে গভীর ও বিশাল অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা যখন সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পেছনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের দায়ভাগ খুঁজছি, তখন এটা নিশ্চয়ই বেশি চাওয়া হবে না যে, তিন কাঠা জমির ওপরের ঢেউটিনের আমাদের বাড়িটাকে বিশ্ববিদ্যালয় বানানো ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় একজন মানুষের হৃদয় আর দৃষ্টিকে বিশ্ববিস্তারী করে তুলবে, কুয়োর ব্যাঙ বানাবে না।

● **আনিসুল হক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

দুই মাস আগেই ভুট্টো জানতেন!

মুজিব হত্যা : এ এল খতিবের চোখে

সোহরাব হাসান

ভারতীয় সাংবাদিক এ এল খতিবের সাংবাদিকতা জীবনের বেশির ভাগ কাটে ঢাকায়। তিনি কাছ থেকে দেখেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। ১৫ আগস্টের পূর্বাপর ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাঁর *হু কিলড মুজিব* বইয়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

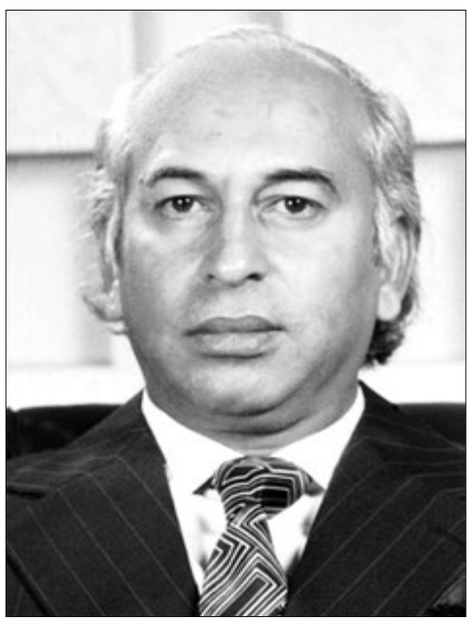

জুলফিকার আলী ভুট্টো

এ এল খতিব (আবদুল লতিফ খতিব) বাঙালি না হয়েও বাংলাদেশকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিলেন; আর সেই ভালোবাসা থেকে তিনি নিবিড় নৈকট্য গড়ে তোলেন এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে। গত শতকের ষাটের দশকে *পাকিস্তান অবজারভার*-এর উপসম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় আসেন এ এল খতিব। সেই থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত *পাকিস্তান অবজারভার* (পরে *বাংলাদেশ অবজারভার*) ও *দ্য মর্নিং নিউজ*-এ কাজ করেন। ফলে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে। এখানকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্প-সাহিত্যের মানুষের সঙ্গেও তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। খতিবের জন্ম ভারতের মহারাষ্ট্রে। কিন্তু বাবার চাকরির সূত্রে তিনি শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন শ্রীলঙ্কায়। সেখান থেকে করাচি হয়ে ঢাকায়। ১৬ বছর বয়সে খতিব কবিতার বই *হুইসপারিং স্টারস* লেখেন। এরপর আরও কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধের বই লিখলেও সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ এল খতিবের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। খতিব কলকাতায় গেলে কিংবা সুভাষ ঢাকায় এলে একসঙ্গে সময় কাটাতেন। ঢাকায় এ এল খতিবের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'দীর্ঘ অদর্শনের পর খতিবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো স্বাধীন বাংলাদেশে। একটা হাফহাতা বুশ শার্টের নিচে পাৎলুন আর চপ্পল—এই ছিল তার বরাবরের পোশাক।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তত দিনে খতিব হয়ে গেছে মনে-প্রাণে বাঙালি। বাংলা বোঝে, কিন্তু ইংরেজি বলে। আবার একটা ভালো সময় আসবে বাংলাদেশের। খতিব তারই জন্য অপেক্ষা করছে। তাহলেই আবার ঢাকায় ফিরে যেতে পারবে। মুজিব যেদিন খুন হলেন, সেদিন আমি দিল্লিতে। খতিবের চোখ থেকে আমি সেই প্রথম আগুন বেরোতে দেখি।'

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ যেমন আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায়, তেমনি '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। এ দেশের অনেক খ্যাতিমান সাংবাদিক-লেখক সে সময় মুজিব হত্যার পরিণাম আঁচ করতে না পারলেও ভারতীয় সাংবাদিক ও কবি এ এল খতিব পেরেছিলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রামাণ্য দলিল তাঁর *হু কিলড মুজিব*। কে মুজিবের হত্যাকারী? ১৫ আগস্ট যেসব সেনাসদস্য আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশের স্থপতির বুক বিদীর্ণ করেছেন, শুধু তাঁরাই কি ঘটনার হোতা? নাকি তাঁদের পেছনে আরও অনেকে ছিলেন? ৪১ বছর ধরেই এই প্রশ্নটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে অনেক কিছুই এখনো অজানা। এমনকি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারেও নেপথ্যের ঘটনাবলি তেমন আসেনি। এ এল খতিব তাঁর বইয়ে নানা ঘটনা ও চরিত্রের সমাহারে কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন ১৫ আগস্টের আগের ও পরের বিভিন্ন ঘটনা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'হঠাৎ হইচই করে বেরিয়ে গেল *হু কিলড মুজিব*। তিন মাস বেস্ট সেলারের কোঠায় থাকতে থাকতে অতর্কিতে সেই বই বেপাত্তা হয়ে গেল। পাকিস্তানে বেরিয়ে গেল তাঁর অনুমোদিত উর্দু সংস্করণ। কপাল পুড়ল খতিবের। ন্যায্য পয়সার কিছুই সে পেল না। বাংলা তরজমার অনুমতিই মিলল না।'

হু কিলড মুজিব আমাদের ইতিহাসের অসামান্য দলিল। এতে ১৫ আগস্টের নৃশংসতার বিবরণ আছে। সেদিন হত্যাকাণ্ডে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, এ বইয়ে তাঁদের নীচুতা ও নিষ্ঠুরতার বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি আছে দেশের ভেতরে ও বাইরের নেপথ্য কুশীলবদের কথাও।

স্বাধীনতার পরের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মুজিবের রাজনৈতিক পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খতিব লিখেছেন, '...শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতির পুনরেকত্রীকরণে (রিকনসিলেশন) বিশ্বাস করতেন। তিনি সত্যিই উষ্ণতম, দয়ালু প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ক্ষমতায় আসার আগে যারা তাঁকে সহায়তা করেছিল, তিনি তাদের কারও কথা ভোলেননি। কোনো একটি সংলাপ বলার ক্ষেত্রে ভুল হলেও কারও চেহারা চিনতে তাঁর কখনো ভুল হতো না। শুধু নাম মনে করা নয়, শেষ কবে দেখা হয়েছিল, সেটি মনে রেখে তিনি অনেককে চমকে দিতেন।'

খতিব তাঁর বইয়ে নিজে মুজিব সম্পর্কে কমই বলেছেন। বিভিন্ন লেখক ও গণমাধ্যমের মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন। মাঝেমধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য আছে: 'অনেকে বলেন, মুজিব স্বাধীনতা চাননি বলেই পাকিস্তানিদের হাতে ধরা দিয়েছেন। এ কথাটি যে সত্য নয়, তার প্রমাণ ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিলের *নিউজ উইক*।' পত্রিকাটি লিখেছিল: 'গত মাসে মুজিব যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তখন এর সমালোচকেরা বলেছিলেন যে তিনি এমন করেছেন কেবল তার চরমপন্থী সমর্থকদের চাপে পড়ে। তিনিই শুধু একটি বিশাল জনতার ঢেউয়ের ওপর চড়তে চাইছিলেন, যাতে তিনি এর নিচে চাপা পড়ে না যান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতির সংগ্রামী নেতা হিসেবে মুজিবের উঠে আসাটা ছিল তাঁর সমগ্র জীবন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে লড়াই করার যৌক্তিক ফলাফল।'

এই যৌক্তিক ফলাফলকে যাঁরা উল্টে দিতে চেয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে বারবার ইঙ্গিত করেছেন এ এল খতিব। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: '১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো 'ভ্রাতৃপ্রতিম' মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেন। একই সঙ্গে তিনি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সব সদস্য এবং তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের প্রতি অনুরূপ আহ্বান জানান। তিনি "বাংলাদেশি মুসলিম ভাইদের" জন্য ৫০ হাজার টন চাল ও ১৫ মিলিয়ন গজ কাপড় পাঠানোরও নির্দেশ দেন।'

ভুট্টোর এই পদক্ষেপ কি নিছক কূটনৈতিক কার্যক্রমের অংশ, নাকি একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ? বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে পাকিস্তান সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো যে শুধু নীরব দর্শক ছিলেন না, ১৫ আগস্টের পূর্বাপর কিছু ঘটনা তা-ই প্রমাণ করে।

১৯৭৩ সালে ভুট্টো প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি বহাল রাখা হয়। সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের জনগণ যখন বিদেশি আগ্রাসন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তির বাইরে আসতে পারবে, তখন সেটি ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করবে।'

পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সেনাসদস্যরাও চলে যান। এরপরও 'বিদেশি আগ্রাসনের' কথা বলার অর্থ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে অস্বীকার করা। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার আগমুহূর্তে ভুট্টো তাঁকে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো রকম যোগসূত্র রাখার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে বলেছিলেন, 'তোমরা সুখে থাক। পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।' (১০ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ)।

শেখ মুজিবের এই চূড়ান্ত জবাব সহজভাবে নেননি ভুট্টো। ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগে তিনি 'পাকিস্তানের দুই অংশ'কে এক করার তৎপরতা চালাতে থাকেন। বিশেষ উপদেষ্টা মাহমুদ আলীকে লন্ডনে পাঠান বাংলাদেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করার উদ্দেশ্যে। বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান'-সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারক করা।

মাহমুদ আলী ভেবেছিলেন, লন্ডন থেকে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমর্থন আদায় করবেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

বাংলাদেশে আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যখন খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাসীন, ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে বেগম আখতার সোলায়মান (বেবী) ভুট্টোকে এক চিঠিতে লেখেন:

'আমি সব সময় আপনাকে একজন অসীম সাহসী, অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ব্যতিক্রমী দূরদর্শী মানুষ হিসেবেই জানি। "বাংলাদেশ" বিষয়ে আপনি সকল প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে গেছেন। আপনি মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়ে অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।'

উল্লেখ্য, বেগম আখতার সোলায়মান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। সৌদি বাদশাহ খালেদ খন্দকার মোশতাকের কাছে পাঠানো এক বার্তায় বলেন, 'আমার প্রিয় ভাই, নতুন ইসলামি প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় আপনাকে আমি নিজের ও সৌদি জাতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

এসব চমকপ্রদ তথ্যও আমরা এ এল খতিবের *হু কিলড মুজিব* থেকে জানতে পারি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার দুই মাস আগে, ১৯৭৫-এর জুনে জুলফিকার আলী ভুট্টো কাকুলের পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে সেনা কর্মকর্তাদের এক সমাবেশে বলেন, 'এ অঞ্চলে শিগগিরই কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।' (জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান, স্ট্যানলি ওলপার্ট)

এ এল খতিবের প্রশ্ন, দুই মাস আগে তিনি কীভাবে পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিলেন?

তাঁর বই থেকে আরও জানা যায় যে মুসলিম লিগের নেতা খাজা খয়েরউদ্দিন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার কারণে স্বাধীনতার পর কারাগারে ছিলেন, তিনি ভুট্টোকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'এখন থেকে শুরু হোক।' পাকিস্তানের প্রভাবশালী সাংবাদিক জেড এ সুলেরি বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারত না, যদি মুজিব বেঁচে থাকতেন।

● **সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।**
sohrabhassan55@gmail.com

গুণীজন কহেন

"আমরা সবাই জন্মের সময় নির্বোধ থাকি এবং এ কারণে আমাদের আজীবন অনেক কষ্ট করে যেতে হয়।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০)
মার্কিন রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী

"কোনো কিছু না করার মধ্যে আনন্দ নেই। অনেক কিছু করার কথা থাকার পরও কিছু না করার মধ্যেই অনেক আনন্দ।

অ্যান্ড্রিউ জ্যাকসন (১৭৬৭-১৮৪৫)
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট

"আক্কেল বিষয়টা আসলেই বিরল।

হোরেস গ্রিলি (১৮১১-১৮৭২)
মার্কিন সাংবাদিক

"জীবনটা আসলে কঠিন, কিন্তু আপনি যদি নির্বোধ হন, তাহলে এটা আরও কঠিন হবে।

জন ওয়েইন (১৯০৭-১৯৭৯)
মার্কিন অভিনয়শিল্পী

সূত্র : ব্রেইনি কোটস ডটকম, যুক্তরাষ্ট্র

শব্দভেদ

১	২			৩		৪	
৫				৬			৭
৮		৯				১০	
		১১			১২		
	১৩				১৪		১৫
১৬			১৭	১৮			
১৯						২০	
			২১				

বাঁ থেকে ডানে
১. গোপন মিলনার্থে সংকেতস্থলে গমনকারী নারী। ৫. অবনত। ৬. পারসিক মতে নতুন বছরের প্রথম দিন। ৮. ছাউনি দেওয়া পানের খেত। ১০. ক্ষণকাল। ১১. একধরনের শস্য। ১২. অঙ্কন করা। ১৩. সত্য। ১৪. ধারণ করে যা। ১৬. একধরনের পোশাক। ১৭. অন্য। ১৯. সূর্য। ২০. কাজ। ২১. প্রকাশকারী।

ওপর থেকে নিচে
১. অনিন্দ্য। ২. অভ্যন্তর। ৩. বাগান। ৪. অন্যের উপকার। ৭. পানি। ৯. বিশ্ব। ১২. অন্ধকার। ১৩. সমাপ্তি। ১৫. একজাতীয় ফুল। ১৬. বংশ। ১৮. কেতন। ২০. একজাতীয় পাখি।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	বি	স	ং	বা	দি	ত	
শো	ষ	ক		র		দা	হ
ভ		ল	ক্ষ	ণ		র	
ন	ব্য		মা		বি	ক	ল
	ব	ক		চা	প		ভ্যা
আ	ধা	র		কা	দা		ং
দা	ন		বা		প	র	শ
ব		প	রি	চ্ছ	ন্ন		

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা ১ ও ৮। শুভ রত্ন—শ্বেত পোখরাজ ও মুনস্টোন। শুভ রং—হালকা নীল, ধূসর ও চকলেট। এবার জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। বিদেশ যাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। প্রেমের ব্যাপারে সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। বেকারদের কারও কারও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
চাকরিতে কারও কারও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
ব্যবসায়ে ঝুঁকি গ্রহণ করে লাভবান হতে পারেন। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে অন্যের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। প্রেমে সাফল্যের দেখা পেতে পারেন।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সুযোগ ফিরে আসতে পারে। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
ব্যবসায়ে অংশীদারের সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। সৃজনশীল কাজের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। দাম্পত্য কলহের অবসান হতে পারে।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
সপ্তাহের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করতে পারে। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য এ সপ্তাহেই উদ্যোগ নিন। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য সপ্তাহের শেষ দুদিন বিশেষ শুভ। এ সপ্তাহে উপার্জনের নতুন উৎসের সন্ধান পেতে পারেন। পাওনা আদায়ে কুশলী হোন। প্রেমে সাফল্যের দেখা পেতে পারেন।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
বিদেশ যাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। এ সপ্তাহে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
কর্মস্থলে মালিক পক্ষের সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে বিদেশ থেকে সম্মাননা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
এ সপ্তাহে কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। প্রেমে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

ইশরাত, তোমাকে খোলা চিঠি

গত ১ জুলাই গুলশান হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলায় নিহত ইশরাত আখন্দের খুব কাছের মানুষ ছিলেন সাফিনা রহমান। নানা কাজে শুধু সহযোদ্ধাই ছিলেন না তাঁরা, দুজন দুজনের কাছে হয়ে উঠেছিলেন বন্ধু ও বোনসম। ইশরাত আখন্দকে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন তিনি।

ইশরাত আখন্দ। ছবি : সংগৃহীত

ইশরাত,

তুমি তো আর এলে না। তোমার না পরের দিন আসার কথা ছিল? হঠাৎ করেই না বলে কোথায় চলে গেলে? তোমার মায়ামাখা হাসিটা এখনো জ্বলজ্বল করে ভাসছে চোখের সামনে। কী অপূর্ব, শীতল, সুন্দর তাকানো ছিল তোমার। ওই চোখ দুটিতে নিত্য স্বপ্ন খেলা করত। একটা আলোর ভোর—তুমি, আমি, আমরা একসঙ্গে চেয়েছিলাম। একসঙ্গে, একপথে বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক দূর যেতে চেয়েছিলে তুমি। অথচ, এই আমাদের মাঝপথে রেখে তুমিই চলে গেছ।

তোমার জন্য রেখে দেওয়া শাড়িটা প্রতিদিন দেখি। বারবার দেখি। এখন কেউ আর এ শাড়ি নিতে আসবে না। শাড়িটায় হাত বোলাতে বোলাতে ভাবি, এ শাড়ি পরেই তো তুমি আঁধারে আলো জ্বালানোর কোনো মিছিলে যোগ দিতে পারতে। তোমার গায়ে এ শাড়ি জড়িয়েই তুমি নতুন কোনো স্বপ্নের আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারতে। কিন্তু তা করলে না, করতে পারলে না।

কই, কখনো তো তোমাকে কারও কোনো ক্ষতি করতে দেখিনি। তাহলে তোমাকে কেন এমন নির্মম, নৃশংসভাবে প্রাণ দিতে হলো? তোমার সঙ্গে একইপথে চলে যেতে হলো ফুটফুটে সুন্দর ছেলে ফারাজ আর অবিন্তাকে। কজন বিদেশি নাগরিকও সেদিন ছিলেন তোমাদের সঙ্গে। ইশ্, তোমাদের বুঝি অনেক কষ্ট হয়েছে? ইশরাত, আমি ভাবতে পারছি না। অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে, পুরো দেশকে কুঁকড়ে দিয়েছে।

তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল, ইশরাত। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনাও ছিল বিস্তর। মাঝেমধ্যে হুট করেই চলে আসতে। চোখমুখ টানটান করে বলতে—এটা করতে চাও, ওটা করতে চাও। আমি অকপটেই সায় দিতাম। সেসবের অনেক কিছুই তো করা হলো না। তুমি আর আমি একসঙ্গেই রোটারি ক্লাব ও জেসিআই (জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল) করতাম। তোমার দক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে ভীষণ। অসম্ভব প্রাণবন্ত মানুষ ছিলে তুমি, ইশরাত।

মনে পড়ে একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ করে কলবেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি, তুই। ভিজে একাকার। ইশরাত তুমি নিজেই গাড়ি চালাতে। সেদিন গাড়িটি নষ্ট ছিল। রিকশা করে বৃষ্টিতে ভিজে তুমি এসেছিলে। বলেছিলে, 'আপা খিচুড়ি খাব।' প্রায়ই এসে ছাদে বৃষ্টিতে ভিজতে তুমি।

এখন আমাদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। ভীষণ অবিশ্বাস আর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সময়টা পার করছি আমরা। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের সন্তানদের দেখলে এখন ভয় লাগে। নিজেদের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের এ যুদ্ধে জিততে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে হবে।

ইশরাত, তুমিও তো ধর্মকর্ম করতে। তোমার মৃত্যুর পর ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই আমরা তোমাকে বিদায় দিয়েছি। তোমার চলে যাওয়ার কষ্ট তোমার মা কীভাবে সহ্য করছেন, সেটা ভাবতেই আমার চোখ ভারী হয়ে আসে, মন আরও ভারী হয়। তোমার দুই ভাই যে এ কষ্ট কীভাবে সামলেছেন, সেটাও তুমি দেখোনি, ইশরাত। আমি, তুমি, আমরা মুসলমান। ধর্মীয় সম্প্রীতি আমাদের আছে। ইসলাম যে শান্তির পথ বাতলে দিয়েছে, আমরাও তো সে পথেই। তবুও কেন ইশরাত, আমাদের সন্তানেরা ইসলামের নাম করে জঙ্গিবাদের মতো ঘৃণ্য সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে? সত্যিই আমাদের আরও ভাবতে হবে। ষড়যন্ত্রগুলো চারপাশ থেকে আমাদের উন্নয়ন, উত্থান রুখে দিতে চাইছে। এখানে ভয় পেয়ে থেমে গেলে চলবে না আমাদের। তুমি নেই, তোমার না-থাকাকে শক্তি আর সাহসে রূপান্তর করেই এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

তোমার সঙ্গে কত কত স্মৃতি, ইশু। কী অসাধারণ রান্নার হাত তোমার। সেবার তোমার বাসায় দাওয়াত দিয়েছিলে। ছিমছাম, গোছানো তোমার বাসাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। সেদিন বিদেশি কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন সেই দাওয়াতে। সবার সামনে তুমি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছ এই বলে—এটা আমার বড় বোন। কত আন্তরিকতা দিয়ে সেদিন তুমি আমাদের আপ্যায়ন করলে। ইশরাত, সেদিনই আমার মনে হয়েছে—রক্তই যদি সব না হয়, তাহলে তুমিই তো আমার আত্মীয়।

ইশরাত, মনে পড়ে তো নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের কথা। কোথায় যেন শুনেছিলে আমরা 'ফ্রি ফ্রাই ডে' ক্লিনিক করব। তুমি সবার আগে চলে এলে। আমাদের সঙ্গে রওনা দিলে। সারা দিন কত রোগীর যে সেবা করলে তুমি। তুমি সব সময়ই মানুষের জন্য কিছু না কিছু করতে চাইতে।

তুমি তো জানো ইশরাত, গুলশানের হলি আর্টিজানের খুব কাছেই আমার বাসা। সেদিন গুলির আওয়াজগুলো শুনেই আঁতকে উঠছিলাম। খবর পেলাম, ভেতরে তুমিও আটকে আছ। মুহূর্তেই যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। এমন বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি। একাত্তরের যুদ্ধ তো এ জন্য হয়নি। আমরা যাদের কোলেপিঠে বড় করে তুলেছি, মানুষ বানিয়েছি, তারাই এখন দেশ ধ্বংসের পাঁয়তারায় মেতেছে? নিজেকেও বিশ্বাস করাতে কষ্ট হচ্ছে।

ইসলাম তো মানবতার ধর্ম, শান্তির ধর্ম। অথচ এরা কিনা ধর্মের দোহাই দিয়েই মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে। এদের শোধরানোর দায়িত্ব কারা নেবে? কেবল রাষ্ট্র, নাকি আমাদেরও এ দায়িত্ব আছে?

ইশরাত, তোমরা চলে গিয়ে আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ। এখন আমাদের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের তরুণ সমাজকে অন্যায়ের এ পথ থেকে বের করে আনাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের আরও কাছাকাছি পৌঁছাতে না পারলে গভীর শঙ্কা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। বাংলাদেশকে থেমে গেলে চলবে না; বরং প্রবল শক্তি নিয়ে দেশ ও জাতিকে রক্ষার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

ইশু, হাসছ? তুমি দেখো, আমরা ঠিক ঠিক তোমার স্মৃতিকে ধারণ করে সব শঙ্কা কাটিয়ে উঠব।

ইতি,
শুধু তোমার আপা

সাফিনা রহমান : চেয়ারম্যান, লক্ষ্যা সুয়েটার্স লিমিটেড, সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮১ এবং সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, জেসিআই (জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল)

জোছনা ও জননীর গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

হুমায়ূন আহমেদ

পর্ব : ২৩

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। ভয়ের কারণে হঠাৎ তাঁর কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, সবাই একমনে আল্লাহপাকের নাম নাও— আমাদের বড়পীর সাহেব আবদুল কাদের জিলানি সব সময় যে জপ করতেন। ঐটা করো। এক মনে বলো— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

কংকন বলল, বাতি জ্বালাও, আমার ভয় লাগে। সোবাহান সাহেব বললেন, বাতি জ্বালানো যাবে না।

গুলির শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। মানুষজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সোবাহান সাহেব শব্দ করেই জিগির করছেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ-বিরতি।

এই দু'ঘণ্টায় শাহেদকে অনেক কাজ করতে হবে।

যেভাবেই হোক আসমানীর খোঁজ বের করতে হবে। সে নিশ্চিত আজ খোঁজ পাওয়া যাবে। সে যেমন আসমানীর খোঁজ বের করার চেষ্টা করছে, আসমানীও নিশ্চয়ই করছে। প্রথমবার কারফিউ তোলা ছিল আকস্মিক। হঠাৎ করে আসমানীরা খবর পেয়েছে দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ নেই। তৎক্ষণাৎ কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি। আজকেরটা আগেভাগেই জানা। কাজেই আসমানী নিশ্চয়ই প্ল্যান করে রেখেছে। শাহেদ ঠিক করেছে সে প্রথমে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে কোনো খোঁজ না বের করতে পারলে নিজের বাসায় এসে বসে থাকবে। তবে আজ খবর পাওয়া যাবেই। গতরাতে সে একটা ভালো স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের একটাই অর্থ আসমানীর সঙ্গে দেখা হবে।

স্বপ্নে সে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে হাউমাউ করে কাঁদছে, এমন সময় তার বড় ভাই ইরতাজউদ্দিন বারান্দায় এসে বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছিস কেনরে গাধা? সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আসমানীর খোঁজ পাচ্ছি না।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, ঘরে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদলে খোঁজ পাবি কী করে? আয় আমার সঙ্গে। দু'জন রাস্তায় নামল। রাস্তায় প্রচুর লোকজন। তাদের মধ্যেই দেখা গেল, একটা ঠেলাগাড়িতে আসমানী বসে আছে। সে খুব সুন্দর করে সেজেছে। তার গা-ভর্তি গয়না। মুখে চন্দনের ফোঁটা দেয়া। পরনের শাড়িটাও মনে হচ্ছে বিয়ের শাড়ি। শাহেদ ঠেলাগাড়ির দিকে অতি দ্রুত যাবার চেষ্টা করছে। এত লোকজন যে যাওয়া যাচ্ছে না। তবে আসমানী তাকে দেখতে পেয়েছে। সে হাসছে।

ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। এই স্বপ্ন অবশ্যই সত্যি হবে।

শাহেদ অতি দ্রুত হাঁটছে। স্বপ্নে যেমন দেখেছিল রাস্তায় প্রচুর মানুষ, বাস্তবেও তা-ই দেখা যাচ্ছে। প্রচুর লোক। মনে হয় শহরের সমস্ত লোকজন একসঙ্গে পথে নেমেছে। রিকশাও নেমেছে, তবে সংখ্যায় কম। খালি রিকশা দেখামাত্র শাহেদ ছুটে যাচ্ছে। রিকশা কি কলাবাগান যাবে? প্রতিটি রিকশাওয়ালাই এই প্রশ্নের জবাব দিতে অনেক সময় নিচ্ছে। চট করে বলে দিলেই হয় যাবে না। তা না করে একেকজন আকাশ-পাতাল ভাবছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রাস্তায় থুথু ফেলছে। কপালের ঘাম মুছছে। তারপর বিড়বিড় করে বলছে— ঐ দিকে যামু না। রিকশা ঠিক করতে যাওয়া মানে সময় নষ্ট। এখন প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। মূল্যবান সেকেন্ডের একটিও নষ্ট করা ঠিক না।

সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে এসে শাহেদ রিকশা পেল। এই রিকশা পাওয়া না-পাওয়া একই। জোয়ান রিকশাওয়ালা অথচ সে রিকশা টানতেই পারছে না। পায়ে হেঁটে এরচে দ্রুত যাওয়া যায়। শাহেদ বলল, ভাই, একটু তাড়াতাড়ি যান। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে শাহেদের কথা শুনল। তার রিকশার গতি আরও শ্লথ হয়ে গেল।

শাহেদের ইচ্ছা করছে, লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করে।

কলাবাগানের কাছাকাছি এসে সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। গাড়ির ভেতর বারো-তেরো বছর বয়সী একটা কিশোরী। তার পরনে ঘাঘড়া। চুল লাল। কিশোরীকে ঘিরে চারজন যুবক। সবাই পান খাচ্ছে। তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তারা কি কোনো

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

উৎসবে যাচ্ছে? বিয়ের উৎসব নিশ্চয়ই না। অন্য কোনো উৎসব। এরা বিহারি। বিহারিরা উৎসব করতে পছন্দ করে। আজকের এই দুঃসময় তাদের জন্যে না। এরা দুঃসময়ের বাইরে।

শাহেদ শ্বশুরবাড়িতে কাউকে পেল না। বাড়ির সামনের চায়ের দোকানটা খুলেছে। দোকানদার কিছু বলতে পারল না। আশেপাশে চার-পাঁচটা বাড়িতে সে গেল। তারাও কিছু জানে না। একজন শুধু বলল, কালো রঙের একা প্রাইভেট গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে। কখন গেছে, কবে গেছে সেটা আবার বলতে পারছে না।

শাহেদ নিজের বাড়িতে ফিরল কারফিউর মেয়াদ শেষ হবার আধঘণ্টা আগে। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সময় হঠাৎ মনে হলো, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে— এক্ষুনি বোধহয় সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। বাসার সদর দরজায় তালা নেই। বাড়িতে লোক আছে। অবশ্যই আসমানী ফিরেছে। চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলেছে। বাড়ির অন্য দরজা-জানালা সবই বন্ধ। এটাই স্বাভাবিক। এই সময়ে কেউ দরজা-জানালা খোলে না। শাহেদ দ্রুত চিন্তা করছে— চাল-ডাল কি আছে? আসমানী খুব গোছানো মেয়ে। সবকিছুই থাকার কথা। কেরোসিন আছে কি না কে জানে। যদি না থাকে এক্ষুনি নিয়ে আসতে হবে। আধঘণ্টা সময় এখনো হাতে আছে। সে দেখে এসেছে রাস্তার মোড়ের বড় দোকানটা খোলা। কেরোসিন চা-পাতা চিনি। আসমানী একটু পরপর চা খায়। কড়া মিষ্টির ঘন চা।

শাহেদ ঠিক করতে পারছে না— সে কি বাসায় না ঢুকে আগে বাজারটা করে নিয়ে আসবে? নাকি আগে আসমানীর সঙ্গে দেখা করে বলবে— ভয় নাই আমি আছি। তাকে না দেখে আসমানী নিশ্চয়ই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তবে আসমানীর সঙ্গে দেখা হলে একটা বিপদ হবে। রুনি তাকে দেখ মাত্র ঝাঁপ দিয়ে কোলে উঠে পড়বে। তাকে তখন কোল থেকে নামানো যাবে না। দোকানে যেতে হলে তাকে কোলে নিয়েই যেতে হবে।

সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শাহেদ অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাবার পর ভেতর থেকে ভীত পুরুষগলা শোনা গেল— কে?

শাহেদ বলল, আমি শাহেদ। দরজা খুলেন।

দরজা খুলল। শাহেদ অবাক হয়ে দেখে, দরজার ওপাশে গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ হলুদ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বিরাট কোনো অসুখ থেকে উঠেছে।

শাহেদ বলল, তুমি কোত্থেকে?

গৌরাঙ্গ জবাব দিল না।

শাহেদ আবার বলল, তুমি কোত্থেকে? গৌরাঙ্গ এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে শাহেদের কথা বুঝতেই পারছে না।

শাহেদ বলল, বাসায় আর কেউ আছে?

গৌরাঙ্গ বলল, না।

শাহেদ বলল, তুমি বাসায় ঢুকলে কীভাবে?

গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, তালা ভেঙে ঢুকেছি। মিতা, আমার কোনোখানে যাবার জায়গা নাই। তুমি যদি বের করে দাও, মিলিটারিরা আমাকে মেরে ফেলবে।

শাহেদ বলল, আমি বের করে দেব কেন?

গৌরাঙ্গ জবাব দিচ্ছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শাহেদের দিকে। শাহেদ বলল, তোমার বৌ-মেয়ে ওরা কোথায়?

গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, ওরা ভালো আছে।

তারা কোথায়?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

শাহেদ বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে কেন? গৌরাঙ্গ আগের মতোই অস্পষ্ট গলায় বলল, মিতা, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমার সঙ্গে টাকা আছে। তুমি টাকাটা নাও। খরচ করো। শুধু আমাকে থাকতে দাও।

শাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, ঠিক করে বলো তো— ভাবি, বাচ্চা ওরা কোথায়?

গৌরাঙ্গ বলল, বলেছি তো ওরা ভালো আছে। দুজনই ভালো আছে। মেয়েটার জ্বর এসেছিল, এখন মনে হয় জ্বর কমেছে। আমার নিজের শরীরও ভালো না। আমি তোমার এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছি। সারাক্ষণ আমার মাথা ঘোরে। মিতা, আমার ক্ষিধাও লেগেছে। তুমি আমাকে কিছু খাওয়াও। টাকা নিয়ে চিন্তা করবে না। আমার কাছে টাকা আছে। মিতা, আমি এখন শুয়ে থাকব। খাবার জোগাড় হলে আমাকে ডেকে তুলবে।

গৌরাঙ্গ সন্ধ্যা পর্যন্ত মরার মতো ঘুমাল। কয়েকবার চেষ্টা করেও শাহেদ তাকে তুলতে পারল না। সন্ধ্যার পরপর সে নিজেই জেগে উঠল। শাহেদ বলল, এখন শরীর কেমন? মাথা ঘোরা কমেছে?

গৌরাঙ্গ বলল, শরীর ভালো আছে। আমার বাচ্চাটাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে— এ জন্যে মনটা সামান্য খারাপ।

ভাবি? ভাবি কোথায়?

ওরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। বাঁচিয়ে রেখেছে কি না আমি জানি না। মেরে ফেললে তার জন্যেও ভালো, সবার জন্যেই ভালো। আমার শ্বশুরসাহেবও মারা গেছেন। মিতা, তোমাকে যা বলেছি সব গোপন রাখবে। মিলিটারি যদি শুনে তাদের নামে আজেবাজে কথা বলছি, তাহলে তারা রাগ করবে। আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। মিলিটারিদের দোষ কী— ওরা হুকুমের চাকর। ওদের যেভাবে হুকুম দিয়েছে, ওরা সেইভাবে কাজ করেছে। তাই না?

শাহেদ বলল, ভাবিকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তুমি কোথায় ছিলে?

আমি দরজার আড়ালে বসে ছিলাম। ওরা সব ওলটপালট করে দেখেছে, শুধু দরজার আড়ালটা দেখে নাই। সবই ভগবানের লীলা। মিতা, তোমাকে যা বললাম সব গোপন রাখবে। কোনো কিছুই যেন প্রকাশ না হয়। মিলিটারির কানে গেলে তোমার বিপদ। আমারও বিপদ।

শাহেদ বলল, ভাত-ডাল রান্না করেছি, খেতে আসো।

গৌরাঙ্গ বলল, ঠিক আছে। খুবই ক্ষুধা লেগেছে। ইলিশ মাছের পাতুরি খেতে ইচ্ছা করছে। গরম ধোঁয়া উঠা ভাত, ইলিশ মাছের পাতুরি।

কথা শেষ করেই গৌরাঙ্গ বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। শাহেদ তার পাশেই বসে আছে। মানুষটা ঘুমের মধ্যে কাঁদছে। ঘুমের মধ্যে কাঁদার দৃশ্যটা যে দেখতে এত ভয়ঙ্কর তা শাহেদ আগে কখনো বুঝতে পারেনি।

রাত বাড়ছে। ইলেকট্রিসিটি সন্ধ্যা থেকেই নেই। ঘর অন্ধকার না। শাহেদ টেবিলের উপর পাশাপাশি দুটা মোমবাতি জ্বালিয়েছে। মোমবাতি পাওয়া গেছে রান্নাঘরের তাকে। আসমানী রান্নাঘরের দরজায় লিস্ট টানিয়ে রেখেছে। কোন জিনিসটি কোথায় তার তালিকা। প্রায়ই সে বাবার বাড়ি চলে যায়, তালিকাটা সে জন্যেই। আজ এই তালিকা পড়তে গিয়ে শাহেদের চোখে পানি এসে গেছে।

চাল, ডাল, মুড়ি—টিনে ভরা। রুনির ঘরে। চৌকির নিচে। কাপড় ধোবার সাবান, মোমবাতি, দেয়াশলাই— রান্নাঘরের তাকে। সর্ববামে।

মসলা, লবণ— রান্নাঘরের তাকে। সর্ব ডানে। কৌটার গায়ে কী মসলা নাম লেখা আছে।

চা, চিনি— মিটসেফের উপরে।

পেঁয়াজ, রসুন, আদা— মিটসেফের পাশের খলুইয়ে।

সরিষার তেল— চুলার পাশে।

ভালোবাসা— আমার কাছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে।

আসমানীর পক্ষেই সম্ভব কাজের কথা লিখতে লিখতে হঠাৎ মজার কিছু লিখে ফেলা। তেল, মসলার কথা লিখতে লিখতে লেখা 'ভালোবাসা— আমার কাছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে।'

বিয়ের রাতেও সে এ রকম মজা করল। বাসর হচ্ছে আসমানীদের কলাবাগানের বাড়িতে। দোতলার বড় একটা ঘর। ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ঘরে পা দিয়েই শাহেদের মনে হলো— আসমানী কী এত সুন্দর! সে আগেও তো কয়েকবার দেখেছে। এত সুন্দর তো তাকে কখনো মনে হয়নি? শাহেদ খাটে বসতে বসতে বলল, আজ কী রকম গরম পড়েছে দেখেছ? (সে ঠিক করে রেখেছিল প্রথম যে বাক্যটি বলবে তা হচ্ছে— আসমানী কেমন আছ? বলার সময় সম্পূর্ণ অন্য কথা বের হয়ে এল। বলার সময় বলে বসল— আজ কী গরম পড়েছে দেখেছ? যেন সে দেশের আবহাওয়া নিয়ে খুবই চিন্তিত।)

শাহেদের কথার উত্তরে আসমানী মুখ তুলে তাকাল। শান্তগলায় স্পষ্টভাবে বলল, গরমের সময় গরম তো পড়বেই। গরমকালে গরম পড়বে, ঠান্ডাকালে ঠান্ডা। আপনার জন্যে তো আল্লাহ আবহাওয়া বদলে দেবেন না।

শাহেদ হতভম্ব। হড়বড় করে এইসব কী বলছে? বিয়ের টেনশনে, অত্যধিক গরমে কি তার মাথা আউলায়ে যাচ্ছে?

আসমানী বলল, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? কোনো পুরুষমানুষ এইভাবে তাকিয়ে থাকলে আমার রাগ লাগে। আমি কিন্তু চোখ গেলে দেব।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে শাহেদ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আসমানী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, সরি। কিছু মনে কোরো না। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছি। আমি আমার দুই খালাতো বোনের সঙ্গে বাজি ধরেছি। বাসর রাতে আমি যদি তোমাকে ভয় দেখাতে পারি, তাহলে তারা আমাকে এক শ টাকা দেবে। ওরা দুজনেই জানালার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।

শাহেদ বসল। সে তখনো পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর এই মেয়েটি আবারও উদ্ভট কিছু করবে। আসমানী বলল, তুমি কি রাগ করেছ?

শাহেদ ভীত গলায় বলল, না।

আসমানী বলল, প্রথম রাতেই তোমাকে ভয় দেখিয়ে দিলাম। কাজটা খুব খারাপ করেছি। এতে কী হবে জানো— সারা জীবন তুমি আমাকে ভয় করে চলবে।

শাহেদ এসে বারান্দায় বসেছে। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। গুমোট গরম কমতে শুরু করেছে। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গ গোঙানির মতো শব্দ করছে। যেন কেউ তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করতে গিয়েও করতে পারছে না। একটা ব্যাপার দেখে শাহেদ খুবই অবাক হচ্ছে—গৌরাঙ্গের ভয়াবহ দুঃসময় তাকে তেমন স্পর্শ করছে না। যেন গৌরাঙ্গের এই সমস্যায় তার কিছু যায়-আসে না। ভয়াবহ দুর্যোগের সময় মানুষ কি বদলে যায়? তখন নিজের সুখ নিজের দুঃখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়? দেশের সব মানুষই কি বদলাতে শুরু করেছে? আসমানী বদলে যাচ্ছে? রুনি বদলে যাচ্ছে?

ক্রমশ

বউয়ের ডায়েরি থেকে...

মানুষ কত কিছু আবিষ্কার করে! আমি আমার বউয়ের ডায়েরি আবিষ্কার করেছি। তাতে বিতং করে লেখা আছে আমারই কথা। অন্যের ডায়েরি পড়া অন্যায় ভেবে এড়িয়ে যেতে পারিনি। কারণ, লেখা তো আমাকে নিয়েই। লেখার শিরোনাম, 'যে কারণে আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স দিই না'! এই শিরোনাম পড়ার পর বাকি লেখা না পড়ে আর অন্য উপায় আমার ছিল না।

লেখা : **আহমেদ খান**

আঁকা : **আসিফ**

যে কারণে আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স দিই না!

১. আমার স্বামীটা একটা গবেট। বোকার বোকা। আমার ধারণা, বিয়ের পর তার বোকামি আরও বেড়েছে। কাঁচাবাজারে গেলে প্রতিটা সবজি বিক্রেতা তাকে ঠকায়। গত বছরের টমেটো তাকে গতকালকে মাঠ থেকে তুলে আনা টমেটো বলে চালিয়ে দেয়। মাছ বিক্রেতারা ফরমালিন মেশানো মাছ ধরিয়ে তাকে বলে তাজা মাছ, কোনো ক্যামিকেল নাই। আর সে তা-ই মেনে নিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাসায় ফেরে। অদ্ভুত একটা! রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত তাকে ঠকায়। ৩০ টাকার ভাড়া তার কাছ থেকে ৫০ টাকা আদায় করে। আমি আমার এক জীবনে এত গবেট মানুষ দেখিনি! এ রকম মানুষের সাথে সংসার করার কোনো মানে নেই!

২. আমার স্বামীটা একটা অলস। যেনতেন অলস না, আমার ধারণা আলসেমির কোনো অস্কার থাকলে সে পরপর সাত-আটবার অস্কার পেয়ে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাত। তার সবচেয়ে বেশি আলসেমি মশারি টানানোয়। সে পারলে মশারি গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনকি সে ঘুমের মধ্যেও আলসেমি করে বলে আমার ধারণা। কারণ, এক কাতে ঘুমানোর পর সারা রাত সে অন্য কাতে যায় না। ওভাবেই সকালে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর মুখে ব্রাশ নিয়ে ঢুলতে থাকে। দাঁত ব্রাশ করার মতো সহজ একটা কাজেও তার রাজ্যের আলসেমি। তিন দিন আগে সে এক গ্লাস পানি খেতে চেয়েছিল। আমি রান্নায় ব্যস্ত ছিলাম বলে তাকে সেটা না দিয়ে বলেছিলাম, 'নিজে নিয়ে নাও!' আমার ধারণা, তারপর সে আর পানি খায়নি। এমনও হতে পারে, সে হয়তো এই তিন দিনেও পানি খায়নি! তাকে দিয়ে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

৩. আমার স্বামীটা খুবই আড্ডাবাজ। আড্ডাবাজ, কিন্তু সে শুধুই তার বন্ধুদের সাথে আড্ডাবাজি করবে। আমরা যখন কাজিন-টাজিন মিলে গল্প করি, তখন সে চুপচাপ ভ্রু কুঁচকে বসে থাকে। বোঝাই যায়, সে আমাদের কথাবার্তায় বিরক্ত। অথচ সেই মানুষটাই যখন তার বন্ধুবান্ধবের সাথে বসে তখন হা হা হি হি করে অস্থির হয়ে যায়। কথায় কথায় মজা করার চেষ্টা করে। তার হিউমারে অন্যরা হেসে হেসে গলে গলে পড়ে (জঘন্য একেকটা!), অথচ আমার কোনো হাসি পায় না। কারণ, এই কৌতুকগুলো সে আমাকে আমাদের বাসররাতেই শুনিয়েছিল, আর সেগুলো খুবই খুবই খুবই পুরোনো। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে শুরু করলে এই লোকের কোনো সময়জ্ঞান থাকে না। আমি যে ওর সাথে আছি, সম্ভবত সেই বোধটাও থাকে না। আমি যতবার বলি, 'এবার চলো...!' সে বলে, 'আরেকটু আরেকটু...!' অথচ এই লোক শপিংয়ে যাওয়ামাত্রই বাসায় ফিরতে চায়। আমার সাথে কিছুক্ষণ ঘুরলেই তার মুখে রাজ্যের ক্লান্তি। শুধু বন্ধুদের সাথে আড্ডায় তার কোনো ক্লান্তি নেই। এ রকম একটা লোকের সাথে বাকিটা জীবন পার করার চেয়ে বনবাসে যাওয়া ভালো!

৪. বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা শুরু হলে আমার স্বামী কেমন পাগলের মতো হয়ে যায়। সেদিন হয় সে অফিস যায় না, না হলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দ্রুত ফিরে আসে। তারপর টিভির সামনে রিমোট হাতে গ্যাট হয়ে বসে থাকে। এ সময় তার কাছে রিমোট চাইতে গেলে তার চোখ ধকধক করে জ্বলে। মনে হয় যেকোনো সময় সে চিৎকার করে উঠবে। যদি বলি, 'এখন আমার সিরিয়াল দেখার সময়। চ্যানেল চেঞ্জ করো।' তখন সে বড় বড় করে শ্বাস ফেলতে থাকে। আমি দুই দিন জোর করে রিমোট নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করে দেখেছি, লোকটা কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বেরিয়ে মহল্লার টং দোকানে বসে খেলা দেখছে। আমার ধারণা, বাংলাদেশের ম্যাচ চলাকালে সে আধপাগলা হয়ে যায়। এ রকম আধপাগলা লোকের সাথে কীভাবে আমি দিনের পর দিন কাটাচ্ছি, ভাবতেই আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে!

৫. আমার স্বামীর সাথে আমার কোনো কিছুতেই মেলে না। আমার পছন্দের রং ম্যাজেন্টা, তার পছন্দ খ্যাত একটা সবুজ। আমি রোমান্টিক সিনেমা পছন্দ করি, আর সে পছন্দ করে তামিল টাইপ মারদাঙ্গা সিনেমা। আমি টিভিতে নাটক দেখি, আর সে দেখতে চায় টক শো (কিন্তু চাইলে কী হবে? আমি দেখতে দিলে তো!)! আমার পছন্দ ফ্রায়েড চিকেন আর তার পছন্দ কিনা ছোলামুড়ি! সে মাঝে মাঝে এতই অন্যমনস্ক থাকে যে আমার মনে হয় কোনো একদিন সে ভুলে কোনো বাসে চড়ে ভুল কোনো জায়গায় গিয়ে নেমে পড়বে! এই আতঙ্ক নিয়ে জীবন যাপন করা দুরূহ!

কিন্তু এত কিছুর পরও আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স দিই না! কারণ, ও যা কিছুই করতে চাক না কেন, আমি তাকে যখন বলি, 'শোনো, আমার কথা শোনো...', তখন সে আমার কথা শোনে। কোনো রকম ভেজাল করে না। এ রকম নির্ভেজাল মানুষ আজকাল শুধু স্বামী হিসেবেই পাওয়া যায় বোধ হয়!

(আগামী সংখ্যায় আসছে 'স্বামীর ডায়েরি থেকে'!)

মেডিকেল রস

লেখা : **মহিউদ্দিন কাউসার** ● আঁকা : **শিখা**

: এমবিবিএস তো পাস করলা, এবার একটা ডিগ্রি নাও।
: আরে ভাই, ডিগ্রি তো থার্মোমিটারেও আছে, আমার না থাকলে সমস্যা কী?

ডাক্তার : আপনার ওজন কমাতে হবে। আপনার প্রিয় খাবার কী?
রোগী : আলু।
ডাক্তার : আলুর বদলে আপেল খান।
রোগী : কিন্তু আপেল তো আলুর চেয়ে বড়!
ডাক্তার : তাতে কী? আপনার মাথাও তো আমার চেয়ে বড়।

ফেসবুক চ্যাটে এক লোক তার অর্ধপরিচিত এক ডাক্তারকে লিখল, 'ডাক্তার সাহেব, কিছু মনে করবেন না, আমার কিডনি আর লিভারে কিছু সমস্যা হয়েছে। কষ্ট করে আমাকে যদি একটা প্রেসক্রিপশন ইনবক্সে পাঠিয়ে দিতেন...খুব ভালো হতো।'
ডাক্তার সাহেব জবাবে লিখলেন, 'অবশ্যই দেব! আপনি একটু আপনার কিডনি আর লিভারটা আমাকে ইনবক্সে পাঠিয়ে দিন, পরীক্ষা করে তারপর চিকিৎসা দিয়ে দেব।'

জুনিয়র চিকিৎসক রুমানা তাঁর সিনিয়র চিকিৎসক শাওনকে বললেন, 'স্যার, আপনার স্ত্রী সব সময় আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন কেন?'
শাওন বললেন, 'কারণ, তোমার আগে সে আমার জুনিয়র চিকিৎসক ছিল।'

রোগী বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমাকে বাঁচান! রাতে ঘুম আসতেই চায় না। আর যদিও বা ঘুম এসে যায়, তখন স্বপ্নে দেখি, আমি জেগে আছি!'
ডাক্তার সাহেবের অকপট জবাব, 'এবার থেকে স্বপ্নে যখন দেখবেন জেগে আছেন, তখনই আমার চেম্বারে চলে আসবেন। আমারও রাতে ঘুম আসতে চায় না। আর যদিও বা ঘুম এসে যায়, আমি স্বপ্নে রোগী দেখি।'

বৃষ্টিতে ঝাল টক মিষ্টি

জানালার বাইরে বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতি। মনের ভেতরে গরম-গরম খিচুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা। এর সঙ্গে যদি একটু আচার হয় জমে উঠবে ভোজ। কয়েকটি আচারের রেসিপি দিয়েছেন **ফাতিমা আজিজ**

ছবি : খালেদ সরকার

তেঁতুল-পুদিনায় রসুনের আচার

উপকরণ : এক কোষের রসুন পৌনে ১ কাপ, তেঁতুলের ক্বাথ ১ কাপের তিন ভাগের এক ভাগ, পাঁচফোড়ন গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরার গুঁড়া ১ চা-চামচ, পুদিনাপাতা বাটা ১ টেবিল চামচ, আখের গুড় ১ কাপের তিন ভাগের এক ভাগ, সিরকা ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল পৌনে ১ কাপ, সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট চা-চামচের আট ভাগের এক ভাগ ও লবণ আধা চা-চামচ।

প্রণালি : রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নিন। তেল গরম করে রসুন দিয়ে মিনিট খানেক ভেজে তেঁতুলের ক্বাথ দিয়ে নাড়ুন। ফুটে উঠলে গুড় দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নাড়ুন। গুড় ভালোমতো মিশে গেলে পুদিনাপাতা বাটা ও ভাজা মসলার গুঁড়া দিয়ে নাড়ুন। ১ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে সিরকায় সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট গুলে আচারে ঢেলে দিন। নেড়ে মিশিয়ে নিয়ে ঠান্ডা হলে বোতলে ভরে মুখ বন্ধ করে রাখুন। বেশি দিন ভালো রাখতে আচারের বয়ামের মুখ খুলে মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে।

লেবুর আচার

উপকরণ : লেবু ৬টি, কাঁচা মরিচ ৬টি, চিনি সিকি কাপ, লবণ আধা কাপ, মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২টি লেবু থেকে নেওয়া।

ভাজা বিশেষ মসলার গুঁড়া : মেথি ১ চা-চামচ, সরিষা ১ চা-চামচ ও হিং ২-৪ চা-চামচ। এই মসলাগুলো আলাদা করে ভেজে একত্রে গুঁড়া করে নিতে হবে।

প্রণালি : লেবু ধুয়ে একেকটি লেবুকে ১০-১২ টুকরা করুন। কাঁচা মরিচ মাঝখান থেকে চিরে ফালি করে নিন। একটি শুকনা প্যানে লেবু ও কাঁচা মরিচ নিয়ে লবণ ও চিনি চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিয়ে একইভাবে মিশিয়ে নিন। সবশেষে ভাজা বিশেষ মসলার গুঁড়া ও লেবুর রস মিশিয়ে চুলায় দিয়ে আলতোভাবে মিশিয়ে নাড়ুন। একেবারে মৃদু আঁচে দুই ঘণ্টা অথবা পানি না শুকানো পর্যন্ত চুলায় রাখতে হবে। মাঝেমধ্যে নাড়তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন নিচে পোড়া না লাগে। মাখা মাখা হলে নামিয়ে কাচের বয়ামে ভরে ঠান্ডা করে নিন। এবার বাতাস না ঢোকে এমনভাবে মুখ বন্ধ করে রোদে দিন। সব ধরনের আচার রোদে দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

এই আচারটি চুলায় না দিয়ে সরাসরি বোতলে ভরে রোদে দিয়ে ১ মাস পর খাওয়া যাবে। প্রতিদিন রোদে দিলে আচার মজে গেলে খেতে ভালো লাগবে।

বোম্বাই মরিচের আচার

উপকরণ : কাঁচা ও পাকা বোম্বাই মরিচ ২০০ গ্রাম, তেঁতুলের ঘন ক্বাথ ২০০ গ্রাম, হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ, রসুনের কোয়া ৬টি, ভাজা পাঁচফোড়ন গুঁড়া দেড় চা-চামচ, সিরকা দিয়ে বাটা সাদা সরিষা ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ, লবণ দেড় চা-চামচ, সাদা সিরকা এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ ও চিনি সিকি কাপ।

প্রণালি : মরিচ ধুয়ে-মুছে শুকিয়ে নিন। ১৫০ গ্রাম মরিচ সামান্য সিরকা দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। বাকি মরিচ মাঝখান থেকে চিরে নিন। ১ কাপ গরম পানিতে তেঁতুল কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে বিচি ফেলে ঘন ক্বাথ তৈরি করে তারের চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিন। প্যানে তেল গরম করে আঁচ কমিয়ে দিন। এবার আস্ত রসুন ও পাঁচফোড়নের ফোড়ন দিয়ে হলুদ ও সরিষা বাটা দিয়ে মিনিট খানেক নেড়ে সিরকা ও লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। এতে মরিচের পেস্ট অর্ধেক ফালি করা মরিচগুলো দিয়ে নাড়ুন। এবার তেঁতুলের ক্বাথ দিয়ে মিশিয়ে নিন। একটু মাখা মাখা হলে ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেড়ে দুই থেকে তিন মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন। বোতলে ভরে রোদে দিয়ে আচার সংরক্ষণ করা যায়।

আমড়ার টক ঝাল মিষ্টি আচার

উপকরণ : আমড়া ১ কেজি, সিরকা দিয়ে বাটা সরিষা দেড় টেবিল চামচ, সিরকা ১ কাপ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচ বাটা ১ চা-চামচ, আদা বাটা দেড় চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা পাঁচফোড়ন গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ ২ চা-চামচ ও চিনি দেড় কাপ।

প্রণালি : আমড়া ধুয়ে ছিলে পানিতে রাখুন। তারপর লেবুর মতো দুই পাশ থেকে কেটে একেকটি টুকরাকে লম্বালম্বিভাবে দুই ভাগ করে কাটুন। আরেকবার ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে একটি ট্রেতে ছড়িয়ে ফ্যানের নিচে কিছুক্ষণ রেখে দিন। বাটা মসলাগুলো সিরকা দিয়ে বেটে নিতে হবে। কড়াই বা প্যানে তেল গরম করে পাঁচফোড়ন বাদে অন্যান্য বাকি মসলা সিরকা দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার আমড়া দিয়ে মসলার সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে নাড়ুন। চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে রান্না করুন। আমড়া সেদ্ধ হলে চিনি দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়ুন। পানি শুকিয়ে মাখা মাখা হলে পাঁচফোড়ন গুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে নাড়ুন। মাখা মাখা হলে নামিয়ে কাচের বোতলে ভরে ঠান্ডা হলে মুখ বন্ধ করে দিন। আচার বোতলে ঢেলে মুখের ওপরে একটু সরিষার তেল ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। আচার রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করুন।

আমলকীর টক ঝাল মিষ্টি আচার

উপকরণ : আমলকী ৫০০ গ্রাম, তেঁতুল ২০০ গ্রাম, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা-চামচ, ভাজা মেথির গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ ২ চা-চামচ, সরিষার তেল আধা কাপ, সরিষা ১ চা-চামচ, মেথি আধা চা-চামচ ও আখের গুড় দেড় কাপ।

প্রণালি : আমলকী ধুয়ে ২-৩ টুকরা করে নিন। তেঁতুল ১ কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে বিচি ফেলে ঘন ক্বাথ তৈরি করুন। এর সঙ্গে হলুদ, ভাজা ধনে, ভাজা মরিচ, ভাজা জিরা, ভাজা মেথির গুঁড়া ও লবণ মিশিয়ে নিন। কড়াইয়ে সিকি কাপ সরিষার তেল গরম করে আমলকীর টুকরাগুলো সামান্য ভেজে নিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করুন। নরম হয়ে এলে মসলা মিশ্রিত তেঁতুলের ক্বাথ ও বাকি তেল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ৫-১০ মিনিট রান্না করুন। তারপর গুড় দিয়ে নাড়ুন। খেয়াল রাখতে হবে আচার যেন পুড়ে না যায় ও গুড় যেন গলে আচারের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। অন্য একটি প্যানে ২ টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করে তাতে আস্ত সরিষা ও মেথির ফোড়ন দিয়ে আমলকী ও তেঁতুলের মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেড়ে চুলা বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা হলে তিন থেকে চার দিন রোদে দিয়ে বাতাস ঢোকে না এমন কাচের বোতলে সংরক্ষণ করুন।

কামরাঙার কাশ্মীরি আচার

উপকরণ : কামরাঙা (পাতলা টুকরা করে কাটা) ২ কাপ, চিনি ১ থেকে দেড় কাপ, আদা স্লাইস (গোল কাটে) আড়াই চা-চামচ, শুকনো মরিচ ২ চা-চামচ, সিরকা সিকি কাপ ও লবণ ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : কামরাঙায় লবণ মেখে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা রেখে দিন। এবার লবণ পানি ছেঁকে কামরাঙা ২-৩ বার ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। শুকনা মরিচের বিচি ফেলে কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে নিন। আদা পাতলা গোল স্লাইস করে কেটে নিন। চাইলে একটু নকশা করেও কাটতে পারেন। এবার কড়াইতে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় দিয়ে মাঝারি আঁচে কিছুক্ষণ পরপর নাড়ুন। কামরাঙা সেদ্ধ হতেই চিনির সিরা ঘন হয়ে আসবে। এবার চুলা থেকে নামিয়ে পরিষ্কার বোতলে ভরে ঠান্ডা হলে বাতাস ঢুকবে না এমন করে মুখ বন্ধ করুন। এই আচার নরম খিচুড়ি বা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

তেলে তাজা চুল ও ত্বক

রিফাত পারভীন

জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা—এ বাক্য দ্রুত কে কয়বার বলতে পারে তা নিয়ে ছিল এক খেলা। ছোটবেলার এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই রয়েছে। তবে এই প্রবাদের কথাটা সত্যি। চুল সুন্দর রাখতে তেলের জুড়ি মেলা ভার। শুধুই কি কেশচর্চা? ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে বা অটুট রাখতেও তেল অনন্য। সৌন্দর্যচর্চায় নানা রকম তেল ব্যবহার করা হয় বহুকাল আগে থেকেই।

কিছু তেল আছে যেগুলো সব সময়ই বেশ পরিচিত ও কার্যকরী। এগুলো হলো নারকেল তেল, তিলের তেল, কাঠবাদাম তেল, জলপাই তেল, চা-পাতার তেল ইত্যাদি। এই তেলগুলোর একেকটির একেক গুণ।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, ত্বকের যত্ন নিতে হয় সারা বছরই। এই তেলগুলোর কোনোটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে, কোনোটি রুক্ষতা দূর করে আবার কোনোটি নানা সমস্যা দূর করে। এমনটাই জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন। তিনি বলেন, 'কোন তেল কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা জানতে হবে। প্রতিটি তেলের ভিন্নতা রয়েছে। তাই সব তেল একভাবে ব্যবহার করা ঠিক নয়।'

নারকেল তেল

অনেক আগে থেকেই চুল ও রূপচর্চায় নারকেল তেল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেকেই শুধু চুলের জন্য নারকেল তেল ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু ত্বকের জন্যও নারকেল তেল বেশ উপকারী। চুলের রুক্ষতা ও খুশকি দূর করার পাশাপাশি ত্বক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখতে নারকেল তেলের জুড়ি নেই। এই তেল ত্বকের আর্দ্র ভাব ধরে রাখে ও ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম বা অ্যামন্ড তেল

কাঠবাদামের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই থাকে। এটি ত্বকের ও চুলের যত্নে প্রয়োজনীয়। আর সব ধরনের ত্বকেই সহজে ব্যবহার করা যায় কাঠবাদামের তেল।

উপকারিতা :

- ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
- ত্বকের গভীরে গিয়ে পুষ্টি জোগায়।
- ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করে ত্বকের আর্দ্রতা বাড়ায়।
- বয়সের দাগ-ছোপ রোধ করে।
- চোখের নিচের কালি বা ডার্ক সার্কেল হালকা করে।
- ত্বকের রুক্ষতা দূর করে কোমল ও মসৃণ করে তোলে।

জলপাই তেল বা অলভি অয়েল

ত্বক ও চুলের যত্নে জলপাই তেল বেশ উপকারী। এটি বেশ জনপ্রিয়ও। জলপাইয়ের তেল ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে ও ত্বকে ময়লা জমতে দেয় না। ত্বক ফেটে গেলে তা সারিয়ে তুলতে জলপাই তেল বেশ কার্যকরী।

চা-পাতা বা টি ট্রি অয়েল

আজকাল এই তেল প্রসাধনী থেকে শুরু করে ত্বকের চিকিৎসাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। পোকামাকড়ের কামড়ে জ্বালাপোড়া, হালকা কাটা-ছেঁড়ায় টি ট্রি অয়েল অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। তৈলাক্ত ত্বকে যেকোনো তেল ব্যবহারের আগে অনেক কিছুই ভেবে নিতে হয়। কারণ তেলের ব্যবহার ব্রণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। তৈলাক্ত ত্বকের এসব সমস্যার সমাধান চা-পাতার তেল।

নমি তেল

এই তলে প্রাকৃতিকভাবেই ত্বককে সুরক্ষা দেয়। ত্বকে একধরনের আর্দ্রতা নিয়ে আসে। এটি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ত্বকের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে। এ তেল নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের নানা সমস্যা দূর হয়। কাজেই ত্বকের সুরক্ষায় নিয়মিত নিম তেল ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারেন।

সূর্যমুখী তেল

সূর্যমুখীর তেল ভিটামিন এ, সি, ডি এবং ই-এর সমৃদ্ধ উৎস। এই উপাদানগুলোর কারণে তেলটি ত্বক ও চুলের জন্য অনেক ভালো। এটি শুষ্ক ত্বকে আর্দ্রতা নিয়ে আসে। একই সঙ্গে তেলটি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ত্বককে নানা সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করে। যাদের ঠান্ডার সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য বেশ ভালো এই তেল।

ক্যাস্টর অয়েল

ক্যাস্টর অয়লে চুল শক্ত ও মজবুত করার পাশাপাশি চুল পড়াও রোধ করে। তবে এই তেলের ব্যবহারবিধি মেনেই তা চুলে দিতে হবে। ক্যাস্টর অয়েল কিছুটা ভারী হয়ে থাকে, তাই অবশ্যই অন্য তেল মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। ক্যাস্টর অয়েল যদি সরাসরি চুলে ব্যবহার করা হয় তবে চুল আঠালো হয়ে যাবে এবং চুল পড়বে। তাই অবশ্যই অন্য তেল মিশিয়েই তা চুলে ব্যবহার করতে হবে।

যেখানে পাবেন

যেকোনো শপিং মল কিংবা সুপার শপ থেকে কিনতে পারবেন এই তেলগুলো। যেমন : বসুন্ধরা সিটি, আলমাস সুপার শপ, আগোরা, নন্দন, মীনা বাজার, গাউছিয়া এবং গুলশান ডিসিসি মার্কেট, ঢালি সুপার মার্কেট, ল্যাভেন্ডারসহ আরও অনেক বিপণিবিতানে পাওয়া যাবে এই তেলগুলো।

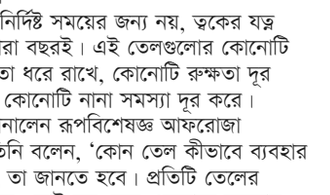

প্রসাধনী সংরক্ষণ

নুজহাত খান

বছর ঘুরে বর্ষা এলেই বাড়ে আবহাওয়ার আর্দ্রতা। স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে পরিবেশ। শুধু ঘরের দেয়াল, চামড়ার জুতা আর ব্যাগেরই ক্ষতিহয়, তা কিন্তু নয়। সাধের মেকআপ পণ্যগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিতেও যথেষ্ট। তাই বর্ষায় সাজগোজের জিনিসগুলো আগলে রাখতে চাই বাড়তি যত্ন ও সচেতনতা।

যত্ন ও সংরক্ষণ

বর্ষায় পাউডার বেসড প্রোডাক্টের ব্যবহার বাড়ে। তাই এসব মেকআপ সংরক্ষণ করা চাই সঠিক উপায়ে। কমপ্যাক্ট, ফেস পাউডার, আইশ্যাডো কিংবা ব্লাশঅন—এমন জায়গায় রাখা চাই, যেখানে আলো-বাতাসের সহজ চলাচল সম্ভব। ড্রয়ার বা কাবার্ড—জায়গা যা-ই বেছে নেওয়া হোক না কেন, তা যেন স্যাঁতসেঁতে না হয়। হতে হবে শুকনো এবং আর্দ্রতামুক্ত।

ঢাকনায় ঢাকুন

অনেকেই আলসেমি করে কসমেটিকসের ছিপি আঁটতে ভুলে যান। ঢাকনাও লাগানো হয় না ঠিকমতো। এতে করে বর্ষার স্যাঁতসেঁতে বাতাসের ব্যাকটেরিয়া খুব সহজেই কসমেটিকসের সংস্পর্শে চলে আসে। ফলাফল পণ্যগুলোতেও স্যাঁতসেঁতে ভাব দেখা দেয়। পাউডার জাতীয় পণ্যগুলো ভিজে ওঠে। এর কার্যকারিতা কমে যায়। দ্রুত নষ্টও হতে শুরু করে। তাই প্রতিবার ব্যবহারের পর মনে করে প্রতিটি পণ্যের ঢাকনা শক্ত করে এঁটে দিন।

জিপ ইট আপ

বর্ষায় বাইরে বেরোতে হয় হরহামেশাই। সে ক্ষেত্রে হুট করে শুরু হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে সঙ্গে থাকা মেকআপ পণ্যগুলো ভিজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। একটা পানিরোধক ব্যাগ অথবা পাউচে পুরে নেওয়া যেতে পারে কসমেটিকগুলো। এতে করে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে। খুব সহজে আলাদা করে সংরক্ষণও করা যাবে। কসমেটিকস ছাড়াও মেকআপ ব্রাশগুলোও সাবধানে রাখবেন বর্ষায়। এগুলো নিজস্ব আকার হারিয়ে নষ্ট হতে শুরু করে। তাই ব্রাশগুলোও আলাদা পাউচে সংরক্ষণ করা উচিত। তারপর পাউচটি পুরে রাখুন শুকনো কোনো জায়গায়। এতে আর্দ্রতা ও ফাঙ্গাসমুক্ত থাকবে ব্রাশগুলো।

ব্লো ড্রায়ারের ব্যবহার

সচেতন থাকার পরও যদি কসমেটিকস কিংবা ব্রাশ বর্ষায় ভিজেই যায়, তাহলেও রয়েছে সহজ সমাধান। ব্লো ড্রায়ার ব্যবহার করে শুকিয়ে ফেলুন। তবে খুব বেশি কিংবা ঘন ঘন শুকাতে যাবেন না। এতে হিতে বিপরীত হবে। রং নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগীও হয়ে যেতে পারে।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

বর্ষায় নির্দিষ্ট সময় পরপর যাচাই-বাছাই করে নেওয়া চাই প্রয়োজনীয় কসমেটিকগুলো। স্যাঁতসেঁতে হয়ে ভিজে ওঠা, রং কিংবা গন্ধের পরিবর্তন হলেই বুঝতে হবে, মেকআপগুলোতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ফাঙ্গাসের সংক্রমণ হয়েছে। এটা ব্যবহারে ত্বকে দেখা দিতে পারে ইনফেকশন কিংবা অ্যালার্জি। সে ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়া পণ্যগুলো ফেলে দেওয়াই ভালো।

লেখক : পরিচালক, পারসোনা

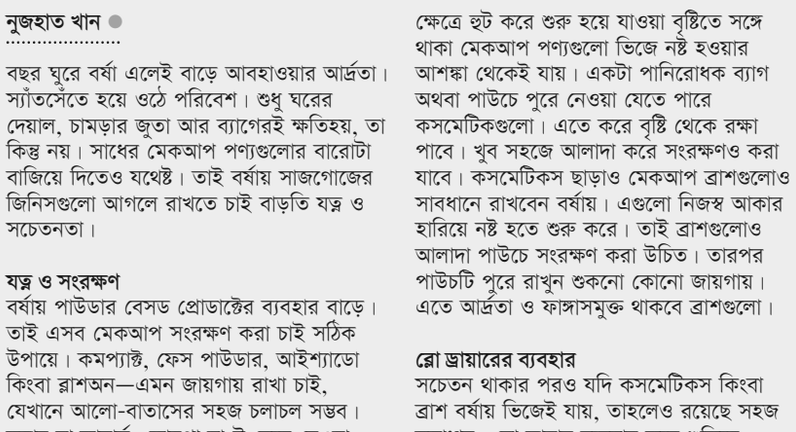

‘অনেক বেশি পেয়েছি’

২০০৬ সালের ঠিক এই দিনে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে হারারেতে তাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেক। সেই শুরু, এরপর সবাই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছেই। অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় তারকা হয়ে উঠলেন সাকিব আল হাসান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার দুই দিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে মুঠোফোনে তারেক মাহমুদকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নিজের ক্যারিয়ার ছাড়াও তিনি কথা বলেছেন আরও অনেক কিছু নিয়েই

● *৬ আগস্ট (আজ) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আপনার ১০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। বিষয়টা মাথায় আছে নিশ্চয়ই...*

সাকিব : অনেকে আলোচনা করে, এ নিয়ে কথা বলে। তখন তো মনে আসেই।

● *এই ১০ বছরে ক্রিকেটার হিসেবে যা পেয়েছেন, তাতে কতটা সন্তুষ্ট?*

সাকিব : যা পেয়েছি, অনেক বেশি পেয়েছি...সব ক্ষেত্রেই। এতটা আশা করিনি। আমি যেখান থেকে এসেছি, কোনো দিন কি চিন্তাও করেছি কখনো এ রকম হব বা এই পর্যায়ে খেলব?

● *এসব তো আপনি নিজের মেধা, চেষ্টা আর পরিশ্রম দিয়েই পেয়েছেন...*

সাকিব : সেটা ঠিক আছে। চেষ্টা, মেধা এসব অনেকেরই থাকে। পরিশ্রমও করে মানুষ। আমার চেয়ে বেশিই করে। তাও তো সব পায় না!

● *আপনার এই ১০ বছরের অর্জনে আর কিসের ভূমিকা বেশি?*

সাকিব : ভাগ্যের একটা ব্যাপার তো থাকেই। সবকিছুতেই ভাগ্যের দরকার আছে। তবে এমন কিছু নেই যা আমাকে এগিয়ে যেতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। সবকিছু মিলেই হয়েছে। কষ্ট, চেষ্টা, ভাগ্য, পরিশ্রম, ত্যাগ—সব মিলিয়েই।

● *ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে কি কোনো লক্ষ্য স্থির করেছিলেন যে, একটা পর্যায়ে এ রকম বা এর চেয়ে ভালো কোনো অবস্থানে থাকবেন?*

সাকিব : (হাসি) ক্যারিয়ার শুরু হওয়ার পরও আসলে বুঝিনি, এটাই ক্যারিয়ার বা এটাই শুরু। কয়েক বছর খেলে ফেলার পর মনে হলো আমার একটা ক্যারিয়ার চলছে। তত দিনে আর এসব চিন্তা করার সময় ছিল না।

● *১০ বছর খেলে ফেলার পর এখন যদি জানতে চাই ক্যারিয়ার শেষে নিজেকে কোথায় দেখতে চান, কী বলবেন?*

সাকিব : আমার নিজের কাছে নিজের অত চাওয়া নেই। বাংলাদেশের হয়ে ট্রফি জিততে পারলেই খুশি। সেটা যেকোনো ট্রফি। ট্রফি জিততে থাকলেই হয়। টেস্টেও চাইব বাংলাদেশ ভালো একটা অবস্থানে থাকুক। তার আগে অবশ্য আমাদের নিয়মিত টেস্ট খেলতে হবে।

● *বিসিসিআই তো ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ-ভারত একমাত্র টেস্টের তারিখ ঘোষণা করে দিল। টেস্টটা তাহলে হচ্ছে!*

সাকিব : ভালো খবর। তবে এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। একটা টেস্ট খেলুড়ে দেশ আরেকটা টেস্ট খেলুড়ে দেশের সঙ্গে টেস্ট খেলবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

● *তবু ২০০০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর এই প্রথম ভারতে টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ দল। একটা অপূর্ণতা তো ঘুচছে...*

সাকিব : আমি ওভাবে চিন্তা করি না। আর আমি তো এখনো অস্ট্রেলিয়ায়ও টেস্ট খেলিনি। ওটা আরও বড় অপূর্ণতা। ভারতে টেস্ট খেলা হলে যাব, যদি দলে থাকি...এই তো! ওখানে টেস্ট খেলাটা এর বেশি কিছু নয় আমার জন্য।

● *এবারের সিপিএল কেমন গেল?*

সাকিব : ঠিকঠাকই গেছে মোটামুটি। সব ম্যাচে ব্যাটিংয়ের ও রকম সুযোগ হয়নি, বোলিংয়েও বেশি কিছু করার ছিল না। যখন করার সুযোগ ছিল করেছি। পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের প্রয়োজন মিটিয়ে খেলতে পেরেছি। আমি সন্তুষ্ট।

● *ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট তো প্রায় সবই খেললেন। সব দিক বিবেচনায় অন্য টুর্নামেন্টগুলোর তুলনায় সিপিএলকে কোথায় রাখবেন?*

সাকিব : আলাদা কিছু তো দেখিনি। তুলনা করার কিছু নেই। তবে প্রথমবার এই টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা মনে আছে (হাসি)।

● *টি-টোয়েন্টি বিনোদনের ক্রিকেট। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মানুষ তো ক্রিকেট ও বিনোদন, দুটোরই পাগল। এই ক্রিকেট নিয়ে তাদের আগ্রহ কেমন?*

সাকিব : এমনিতে যা-ই হোক, খেলা নিয়ে ওরা সিরিয়াস। তবে আমাদের দেশে দর্শকেরা যেমন খেলায় বেশি মনোযোগ দেয়, এখানে তারা মাঠে আসে মজা করতে। খেলাটা দেখাও ওদের জন্য একটা মজা। সময়টা ভালো কাটানো, উপভোগ করা—এগুলোই তাদের কাছে আসল।

● *উসাইন বোল্টের দেশের দলের হয়ে খেলছেন। অলিম্পিকের মৌসুমে জ্যামাইকার মানুষের তো বোল্টের দিকেই বেশি চোখ থাকার কথা...*

সাকিব : কই, আমি তো অলিম্পিক নিয়ে তাদের কোনো কৌতূহল দেখি না! আমার অবশ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। তবে যাদের সঙ্গেই মিশছি, কাউকে এসব নিয়ে তেমন আলোচনা করতে দেখিনি। আর আমি নিজেও অলিম্পিক নিয়ে অতটা আগ্রহী নই।

● *কোনো ইভেন্ট নিয়েই আগ্রহ নেই?*

সাকিব : সুযোগ পেলে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট টিভিতে দেখব...এই আর কী। সামনে অন্য কোনো ইভেন্ট পড়ে গেলেও দেখতে পারি।

● *অলিম্পিকের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট কখনো সরাসরি দেখার ইচ্ছা আছে?*

সাকিব : হ্যাঁ, আছে। কখনো সুযোগ পেলে ওটাই দেখব। ব্রাজিলে গিয়ে দেখতে পারলেই ভালো হতো।

● *জ্যামাইকায় বোল্টের রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলেন। কেমন ছিল অভিজ্ঞতা?*

সাকিব : বোল্টের রেস্টুরেন্ট আছে, ক্রিস গেইলেরও আছে। সবারগুলোতেই গিয়েছি। বোল্টের ট্র্যাক অ্যান্ড রেকর্ডস অনেকটা পাব জাতীয়। ছোট একটু ক্যাসিনোর মতো আছে। জামাকাপড়ও বিক্রি হয় দেখলাম। সময় পেলে বোল্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম।

● *এবার যুক্তরাষ্ট্রেও দুটি ম্যাচ খেলেছেন। সেখানকার ক্রিকেট-সংস্কৃতি কেমন দেখলেন?*

সাকিব : এশিয়ানরাই বেশি খেলা দেখতে আসে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দর্শকও অনেক। তবে ওই দেশের মানুষ মাঠে তেমন একটা আসে না। অবশ্য ক্রিকেট নিয়ে যে খুব বেশি একটা আগ্রহ তাদের নেই, সেটা তো জানাই। তবে ওখানকার মাঠ, উইকেট—দুটোই খুব ভালো। আমার জন্য ভালো হয়েছে। এ সুযোগে মায়ামি ঘুরে এসেছি।

● *বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রসঙ্গে আসি। অক্টোবরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ খেলার কথা আপনাদের। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার কারণে সিরিজটা নিয়ে সামান্য হলেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি আপনি কীভাবে দেখছেন?*

সাকিব : আমি চাই ওরা আসুক, আমাদের সঙ্গে খেলুক। এখন ইংল্যান্ডের মানুষ তো নিশ্চয়ই ফ্রান্সে যাওয়া বন্ধ করবে না। ওখানেও তো এসব হচ্ছে। তাহলে বাংলাদেশে আসতে সমস্যা কী? অস্ট্রেলিয়া যে এল না, ওটা তো কোনো কারণ ছাড়াই। অন্তত আমরা জানতাম না ওরা কেন আসেনি। কিছু ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তারা আসেনি। এখন ইংল্যান্ড সিরিজের আগেও কিছু ঘটনা ঘটেছে। সেসবের ওপর ভিত্তি করে ওরা আসবে কি আসবে না, সেটাই বড় প্রশ্ন। তবে আমি অবশ্যই চাই ইংল্যান্ড আসুক।

● *সিরিজটা হলেও আপনারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নামবেন মোটামুটি লম্বা একটা বিরতির পর। এর কোনো প্রভাব কি পড়তে পারে খেলায়?*

সাকিব : এটা বলা কঠিন। অসুবিধা একটু হতে পারে। তবে সবাই তো ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছে। খেলার মধ্যেই ছিল।

সাকিব আল হাসান

এবারের অলিম্পিক হ্যান্ডবলে সোনা জয়ের অন্যতম দাবিদার কাতার

হ্যান্ডবলে এবারও কি পারবে কাতার?

স্পোর্টস ডেস্ক ●

অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশ্ব হ্যান্ডবলের খোঁজখবর রাখার মানুষ খুব বেশি না থাকলেও একটি তথ্য জেনে রাখুন, গত বছর এই কাতার সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়ে জিতে নিয়েছিল হ্যান্ডবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি ধনী, তেলসমৃদ্ধ, সন্দেহ নেই। কিন্তু র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০৮ নম্বর স্থানে থেকে কোন জাদুবলে তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলো! কাতারের বিশ্বসেরা হওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু চমকে দেওয়ার মতোই গল্প।

কাতারের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছে হ্যান্ডবলে সাফল্য পাওয়ার। আর সেই লক্ষ্যে কাজ করে দেশের ক্রীড়া সংস্থা। কাতারের এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার সুবাদে কাতারের নাগরিকদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় জাতীয় হ্যান্ডবল দল।

এবারের অলিম্পিক হ্যান্ডবলেও কাতার ‘ফেবারিট’। সেই প্রমাণ তারা রেখেছে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই। ক্রোয়েশিয়াকে ৩০-২৩ গোলে হারিয়ে নিজেদের শক্তির মহড়াটা দিয়ে দিয়েছে তারা। অলিম্পিকে কাতারের ১৪ সদস্যের হ্যান্ডবল দলে ‘বিদেশি’ খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১১।

কাতার-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের সময় বড় সমস্যায় পড়েছিলেন কাতারের ‘ক্রোয়াট’ তারকা মার্কো বাগারিচ। ক্রোয়েশিয়া দলের হয়ে খেলেছেন এই কিছুদিন আগেই। ক্রোয়েশিয়া দলের অনেক খেলোয়াড়ই তাঁর বন্ধু, এককালের সতীর্থ। প্রিয় ও পরিচিতজনদের বিপক্ষে খেলার চেয়েও মাতৃভূমির বিপক্ষে খেলাটা তাঁর মনে তৈরি করছিল প্রচণ্ড চাপ, ‘খুব খারাপ লাগছিল জাতীয় সংগীতের সময়। কিন্তু আমি কী করতে পারি? কাতার আমাকে অলিম্পিকে খেলার সুযোগ করে দিয়েছে। অলিম্পিকে অংশ নেওয়াটা তো যেকোনো ক্রীড়াবিদের জন্যই আজীবনের লালিত স্বপ্ন। খুব কঠিন সময় কেটেছে নিজের দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমে।’

বাগারিচের মতোই ‘অদ্ভুত’ অনুভূতি নিয়ে অলিম্পিকে কাতারের জার্সি গায়ে হ্যান্ডবলে নামবেন অন্য ‘বিদেশি’ খেলোয়াড়েরা। কাতারের ১১ জন ‘বিদেশি’ খেলোয়াড়ের তালিকায় ক্রোয়েশিয়া থেকে আছেন পাঁচজন, দুই সিরিয়ান, এক ফরাসি, একজন স্প্যানিয়ার্ড, একজন কিউবান ও মিসর থেকে একজন। এই দলের কোচ ফরাসি ভালেরো রিভেরা। কাতারের মানুষের স্বপ্ন, গতবারের মতো এবারও অলিম্পিকের সোনা জিতবে তাঁদের প্রিয় দেশের খেলোয়াড়েরা। সূত্র : এএফপি।

দেশের ফুটবল জেগেছে!

রাজ শুভ নারায়ন চৌধুরী

‘বাংলাদেশের ফুটবল কোনো দিনই জাতে উঠবে না’। ‘এ দেশে আসলে ফুটবল বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোনো খেলায় মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

চায়ের আড্ডায়, ফেসবুকে, ব্লগে—বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে আলোচনা হলেই এই কথাগুলোই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। যাবে না-ই বা কেন! এই তো ২০১৮ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে মাত্র আট ম্যাচে ৩২ গোল হজম করল দল। ম্যাচপ্রতি চারটি করে গোল! এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বেও হোম-অ্যাওয়ে দুই ম্যাচেই হেরে গেল তাজিকিস্তানের কাছে, ৬ গোল খেয়ে। জাতীয় দল নিয়ে হতাশা, আক্ষেপ থেকে ফুটবলপ্রেমীদের মনে এই কথাগুলো আসা অস্বাভাবিকও নয়।

তবে নতুন কিছুর আশা জাগিয়ে শুরু হওয়া এবারের প্রিমিয়ার লিগ এখন পর্যন্ত সেই হতাশা দূর করার গানই শোনাচ্ছে। দুদিন আগে শেষ হয়েছে লিগের প্রথম পর্ব, চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ এখন চলে এসেছে ময়মনসিংহে। শুধু চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ নয়, ভ্রমণপথে পুরো বাংলাদেশেই কি ফুটবলের নতুন শুরুর স্বপ্নের রেণু ছড়ায়নি এই লিগ?

বলতে পারেন, মাত্র ১৮টি ম্যাচ হলো, তাতেই এত কথা!

না, এই ম্যাচগুলোতে কোনো রেনেসাঁ হয়ে যায়নি। সম্ভবও নয়। তবে এই ১৮টি ম্যাচই এমন কিছু দেখিয়ে গেছে, স্বপ্নচারী মন তাতে অমাবস্যা কাটিয়ে বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন ভোরের ইঙ্গিত দেখতেই পারে।

কী ছিল না প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পর্বে! সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যাক। ১৮টি ম্যাচ হয়েছে, তাতে চট্টগ্রামের এমএ আজিজ স্টেডিয়ামের দর্শকেরা গোল দেখেছেন মোট ৪৪টি। ম্যাচপ্রতি গড়ে গোল হয়েছে ২.৪৪টি। কম কী! তুলনা শুনে হাস্যকর মনে হতে পারে, তবে বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও গত মৌসুমে ম্যাচপ্রতি গড়ে গোল হয়েছে ২.৭টি। তুলনা বাদ দিন, গোলের খেলা ফুটবলে দারুণ আক্রমণাত্মক ফুটবলই এখন পর্যন্ত উপহার দিয়েছে এবারের বিপিএল, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

ম্যাচগুলোও হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠাসা। এখন পর্যন্ত শুধু একটা ম্যাচই হয়েছে গোলশূন্য (মোহামেডান-ফেনী সকার), বাকি সব ম্যাচেই গোলের আনন্দে মেতেছেন দর্শকেরা। নামের ভারে ছোট-বড় দলের পার্থক্যটাও যেন বেমালুম হাওয়া। কোনো দলই বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তেও রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছে গোলের নেশায়, ম্যাচ থেকে বাড়তি আদায় করে নেওয়ার প্রত্যয়ে। প্রমাণ? এখন পর্যন্ত ১৬টি গোল হয়েছে ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিটে।

ফুটবলের মানও আগের চেয়ে অনেক ভালো হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই হচ্ছে গতিময় ফুটবল। খেলায় পরিকল্পনার ছাপও স্পষ্ট। বিশেষ করে প্রথম পর্বে ঢাকা ও চট্টগ্রাম—দুই আবাহনীর ম্যাচ, চট্টগ্রাম আবাহনী ও মোহামেডানের ছয় গোলের ম্যাচগুলো তো এখনই প্রিমিয়ার লিগের বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠার দাবি রাখে। এখনো সাফল্য না পেলেও ব্রাদার্স ইউনিয়ন, শেখ রাসেল খেলাও নজর কেড়েছে বেশ।

চোখে লেগে আছে অনেকগুলো গোলও। ছয়-সাতটি গোল তো এমন ছিল, বিশ্বের সেরা লিগগুলোতেই এমন গোল দেখার সৌভাগ্য মেলে। বিশেষ করে রুবেল মিয়ার গোলটির কথা বলতেই হবে। স্বাধীনতা কাপেও সিজার কিকে গোল করে শিরোপা এনে দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম আবাহনীকে। লিগেও আরেকবার চমক দেখালেন তরুণ স্ট্রাইকার। মোহামেডানের বিপক্ষে ছয় গোলের ম্যাচটিতে বক্সের ২০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শটে যে গোলটি করেছেন রুবেল, সেটিকে এরই মধ্যে লিগের সেরা গোলগুলোর মনোনয়নের দাবিদার বলছেন সবাই। ওই ম্যাচেই মোহামেডানের সজীবের গোলটিও বা কম কী! ঠিক রুবেলের মতো করেই, বক্সের ২০ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ে বল জালে জড়িয়ে দিয়েছেন মোহামেডান স্ট্রাইকার। এ ছাড়া ফ্রি কিক থেকে ঢাকা আবাহনীর ইংলিশ মিডফিল্ডার লি টাক বা প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে মুক্তিযোদ্ধার সোহাগের বাঁ পায়ের ফ্রি কিকটি তো ছিল বিশ্বমানের।

তবে এত সবকিছু ছাপিয়েও যে তথ্যটি বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের তৃপ্তি দেবে, সেটি হলো লিগের গোলদাতার তালিকায় বাংলাদেশিদের দাপট। এখন পর্যন্ত যে ৪৪টি গোল হয়েছে, তাতে বাংলাদেশি স্ট্রাইকারদের গোল ২৪টি। বিদেশিদের ২০টি। লিগে মোট ৩২ জন গোলদাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল অবশ্য মুক্তিযোদ্ধার আহমেদ মুসা কোলোর (৪টি)।

ইউরোপিয়ান মান তো দূরে থাক, এখনো এশিয়ার মানও বাংলাদেশের জন্য ‘দিল্লি বহুদূর’। তবে তেমন কোনো অবকাঠামো ছাড়াই, ক্লাবগুলোর অপেশাদার মনোভাবের মধ্য দিয়ে অন্তত জোড়াতালি দিয়ে হলেও তো চলছে ফুটবল। প্রিমিয়ার লিগের চট্টগ্রাম পর্ব অন্তত এই আশা দেখাচ্ছে, বাংলাদেশের ফুটবলের মান অনুসারে আগের বেশ ভালো হচ্ছে। অথচ গ্যালারি খাঁ খাঁ। ময়মনসিংহেও নাকি তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই।

ফুটবলাররা আপনাদের জন্যই খেলে। আপনাদের জন্যই ঘাম ঝরায়। দেশের ফুটবল নিয়ে হাজারটা নেতিবাচক কথা বলা যাবে। তবে এই মুহূর্তে মাঠে যখন এত ভালো ফুটবল হচ্ছে, আপনি তখন ঘরে বসে কেন?

আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণের জমজমাট ফুটবল হচ্ছে এবারের লিগে। ছবি : প্রথম আলো

অলিম্পিকের মশাল হাতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি : টুইটার

মশাল হাতে নিলেন ড. ইউনূস

স্পোর্টস ডেস্ক ●

গ্রিসের অলিম্পিয়া শহর থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল গত ২১ এপ্রিল। এর পর অলিম্পিকের সেই মশাল ব্রাজিলের আসে গত মে মাসে। অবশেষে কাল সেই মশাল হাতে নিয়ে রিওর রাজপথ প্রদক্ষিণ করলেন ড. মুহম্মদ ইউনূস। প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি পেলেন এই সম্মান।

অলিম্পিকে যে মশাল হাতে নেবেন, সেটা তিন দিন আগেই জানা গিয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগের দিন সেই সৌভাগ্য হলো নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদের। কাল শিখার যাত্রা শুরু হয় রিওর অলিম্পিক পল্লি থেকে। এর পর রিওর পশ্চিমের শহরতলি কাম্পো গ্রান্দেতে আসার পর সেটি হাতে নেন ড. ইউনূস। ২০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব হেঁটেছেন সেই শিখা নিয়ে। রাস্তার দুই ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন অনেক দর্শক। তাদের দিকে হাত নেড়ে অভিবাদনও জানিয়েছেন ইউনূস। দুই পাশে নিরাপত্তারক্ষীরা অবশ্য সতর্ক ছিলেন, কোনো অনাহূত আগন্তুক যাতে ভেতরে ঢুকে না যায়। ইউনূসের এই মশাল হাতে নেওয়ার একটা ভিডিও পোস্ট করেছে রিও অলিম্পিকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট।

এই মশায় ধীরে ধীরে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ মুহূর্তে মশাল দিয়ে স্টেডিয়ামের মূল বিশাল মশালটি প্রজ্বালন করা হবে। এর সঙ্গেই শুরু হবে এবারের অলিম্পিক। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টায় শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

এবার না বলেননি মহানায়ক

একবার না পারিলে দেখো শতবার। এই প্রবাদবাক্যের একনিষ্ঠ অনুসারী আমি। আর অনুসারী বলেই বুঝি শেষ পর্যন্ত সফল হলাম। অবশেষে মাইকেল ফেল্‌প্‌সের সঙ্গে ছবি তুলতে পারলাম। ‘হাই’ ‘হ্যালোও’ হলো। রিও অলিম্পিকে তাঁকে শুভকামনা জানালাম। মাত্রই কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু মনে হচ্ছিল কত দিন ধরে এটির জন্য অপেক্ষা করেছি!

গত রোববার রিও ডি জেনিরোর সাঁতার কমপ্লেক্সে অনুশীলন শেষে ভিলেজে ফিরতে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি, দেখি ফেল্‌প্‌সও দাঁড়িয়ে। লম্বা লাইন। এই ফাঁকেই পরিচয় দিয়ে বললাম, ‘ছবি তুলব।’ সাঁতারের সম্রাট আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেলেন। এর আগে গত লন্ডন অলিম্পিক ও সাঁতারের বিশ্বকাপগুলোয় অনেকবার চেষ্টা করেছি তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে থাকতেন। একটার পর একই ইভেন্ট, পদক জয়, দম ফেলারই সুযোগ নেই।

তা ছাড়া সবাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়। সবার আবদার মেটাতে গেলে ফেল্‌প্‌স নিজের কাজে মন দেবেন কখন! এবার সেই ব্যস্ততম লোকটিকে একটু ‘মুক্ত’ লাগছে। হয়তোবা রিও অলিম্পিকে ইভেন্ট কম করছেন (পাঁচটি) বলে আগের মতো তাড়া নেই। তবে ফেল্‌প্‌স মানেই শিহরণ, বেইজিংয়ে সেই আটটি সোনা, সাতটিই রেকর্ড। বারবার মনে পড়ছিল ওই দৃশ্যগুলো।

রিওতে এসে গতকাল রিলেতে জেতা সোনাটা তাঁর ১৯তম অলিম্পিক সোনা। মোট ২৩টি পদক। বয়স হয়েছে, কিন্তু এটি যে তাঁর শেষ অলিম্পিক বোঝার উপায় নেই। দলের অন্যদের চেয়ে ফেল্‌প্‌স সবচেয়ে ভালো করেছেন। রিলেটার কথা ভুলতে পারছি না।

ভাবলেই শিহরিত হই, অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনাজয়ীর সঙ্গে একই পুলে গতবারের মতোই অনুশীলন করেছি। হাতছোঁয়া দূরত্বে জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর সঙ্গে পুলের বাইরে ছবি তোলার মুহূর্তটা জীবনে কখনো ভোলা যাবে না। ইশ্‌, এত তাড়াতাড়ি কেন শেষ হলো সময়টা! বাস এসে পড়ল। ফেল্‌প্‌স ও তাঁর সঙ্গীরা সামনে থাকায় তাঁরা বাসে উঠে পড়লেন। আমি পেছনে থাকায় ওই বাসে জায়গা না পেয়ে উঠেছি পরের বাসে।

ভাবতেই কেমন লাগে, ফেল্‌প্‌সের মতো মহিরুহ বাসের জন্য দাঁড়িয়ে, আমিও একই অপেক্ষায়। অলিম্পিক যে সাম্যের কথা বলে, এর চেয়ে বড় উদাহরণ বুঝি আর হয় না। সবখানেই একই ছবি। খেতে যাবেন, সবার জন্য সমান সুযোগ। অনুশীলন করবেন, সবাই সমান। সবকিছুতেই সাম্যের গান গায় বলেই অলিম্পিক নাড়িয়ে দিয়ে যায় সবাইকে।

এটা শেখারও বড় মঞ্চ। ২০০০ সিডনি অলিম্পিক শেষ হওয়ার পরদিনই ফেল্‌প্‌স পুলে নেমে অনুশীলন শুরু করলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘একটু বিশ্রাম না নিয়ে এখনই অনুশীলন কেন?’ উত্তরে বলেছিলেন, ২০০৪ এথেন্সের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫। এ থেকেই বোঝা যায়, সাফল্যের জন্য কী পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। তাঁর যা ব্যক্তিগত অর্জন, কোনো দেশের ইতিহাসেই এমন অলিম্পিক সাফল্য নেই।

এসব ভাবি আর নিজেকে উজ্জীবিত করি। আগামী পরশু আমার ইভেন্ট। সবার কাছে দোয়া চাই, যেন ভালো করতে পারি।

* রিও অলিম্পিকের অভিজ্ঞতা নিয়ে *প্রথম আলোয়* লিখছেন বাংলাদেশ দলের অন্যতম সদস্য সাঁতারু মাহফিজুর রহমান (সাগর)।

গ্রেট অলিম্পিয়ান মাইকেল ফেল্‌প্‌সের সঙ্গে সেলফি ● ছবি : লেখক

আকিবের ক্লাসে রুবেল-আল আমিনরা

রানা আব্বাস ●

সাত দিনের জন্য বিসিবির হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) ইউনিটের বোলিং পরামর্শক হিসেবে এসেছিলেন আকিব জাভেদ। ইতিমধ্যে আবার ফিরে গেছেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার। প্রথম চার দিন এইচপির ১৭ পেসারের সঙ্গে কাজ করেছেন। পরের দুই দিন কাজ করেছেন জাতীয় দলের ৮ পেসারের সঙ্গে। প্রথম দিন তত্ত্বীয় বিষয়ে আলোচনার পর পরশু বিসিবি একাডেমি মাঠে মাশরাফি-আল আমিনদের ‘ব্যবহারিক’ ক্লাস নিয়েছেন আকিব। তাঁর সঙ্গে দুটি সেশনে কী শিখলেন রুবেল-আল আমিনরা?

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও শেখানোর জন্য ছয় দিন বড় সময়ই মনে করছেন আকিব, ‘আমি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী নয়। জ্ঞান দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয় দিন অনেক সময়। আজকের (পরশু) সেশন শেষে বলেছি, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার কিছু নেই। আপনি যখন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলবেন, বলার খুব বেশি থাকবে না। যেটা তারা জানে সেটা নিয়ে তো আর বলতে পারবেন না। এমন কিছু শেখাতে হবে যেটাতে তাদের উন্নতি হয়। জাতীয় দল ও তরুণ বোলারদের সঙ্গে অসাধারণ সময়ই কেটেছে আমার।’

কয়েকটি সেশনে বিরাট কিছু শেখা না গেলেও আকিবের ক্লাসে পেসারদের প্রাপ্তি কম নয়। আল আমিন বললেন, ‘নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি করে অনুশীলন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। স্পটে বোলিং করা কিংবা আরও গতি কীভাবে বাড়ানো যায় বা বলটা কীভাবে রিভার্স সুইং করানো যায়, শিখিয়েছেন। আসলে এক-দুই দিনে সব শেখা সম্ভব নয়। তবে অনুশীলন করতে পারলে মাঠে ভালোভাবে এসব কাজে লাগানো যাবে।’

কুঁচকিতে হালকা চোটের কারণে রুবেল হোসেন অবশ্য বোলিং করতে পারেননি। তবে আকিবের কাছ থেকে শিখেছেন তিনিও, ‘ইয়র্কার কীভাবে দেব, সেটা আগেই জানতাম। তবে কতটুকু রানআপ নিয়ে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে গতি আরও বাড়ানো যায়, এটা নিয়ে কিছু শিখেছি। তা ছাড়া কোথায় বল ফেলতে হবে, কোন স্টাম্প টার্গেট করতে হবে, কোথা থেকে ডেলিভারিটা দিলে গতি বাড়বে, এগুলোও শিখেছি।’

জাতীয় দলের প্রাথমিক দলে থাকা আরেক পেসার কামরুল ইসলাম টেকনিক্যাল বিষয়ের পাশাপাশি শিখেছেন মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোও, ‘মানসিকভাবে একজন পেসার কীভাবে এগিয়ে থাকে, সেটি তিনি বলেছেন। তা ছাড়া নতুন বলে সুইং ও পুরোনো বলে ইয়র্কার করার কিছু কৌশলও শিখিয়েছেন।’

বাংলাদেশ দলের হয়ে একটি টি-টোয়েন্টি খেলা মুক্তার আলীও শিখেছেন গতি বাড়ানোর কিছু কৌশল নিয়ে, ‘এখনকার চেয়ে চার-পাঁচ কিলোমিটার গতি বাড়ানোর বিষয়টা শিখলাম। লাফ দেওয়ার পর সামনের পায়ের ভারসাম্য এদিক-ওদিক হয়ে যায় অনেকের। পায়ের নিচ থেকে যত ফোর্স আনতে পারবেন, বলের গতি তত বাড়বে। টপ অব দ্য স্টাম্পে বোলিং নিয়ে বলেছেন তিনি।’

আকিবের সঙ্গে কাজ করে পেসারদের প্রাপ্তি নেহাত কম নয়। ছবি : প্রথম আলো

আকরামের সঙ্গে ‘ঝামেলা’ নিয়ে অনুতপ্ত ওয়াকার

স্পোর্টস ডেস্ক ●

শুধু পাকিস্তান নয়, ক্রিকেট ইতিহাসেই অন্যতম সেরা দুই পেসার তাঁরা। দুজনের হাত ধরে অনেক সাফল্য পেয়েছে পাকিস্তান। তবে খেলোয়াড়ি জীবনে ওয়াসিম আকরাম-ওয়াকার ইউনিসের সম্পর্কটা খুব একটা মধুর ছিল না। অতীতের ঘটনা মনে করে অনুতপ্ত ওয়াকার। ইএসপিএন-ক্রিকইনফোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়াসিমের সঙ্গে ‘ঝামেলা’ নিয়ে আক্ষেপই ঝরল পাকিস্তানের সাবেক এই কোচের কণ্ঠে।

আকরামের সঙ্গে তাঁর শীতল সম্পর্ক যে দলকে কোনোভাবেই উপকৃত করেনি, সেটিই বললেন ওয়াকার, ‘সত্যি আমি ওয়াসিম ভাইয়ের ভালো বন্ধু। তিনি সব সময় আমার বড় ভাইয়ের মতো। সব সময়ই আমাকে সমর্থন করেছেন, মাঠে-মাঠের বাইরে অনেক সহায়তা করেছেন। হ্যাঁ, আমাদের কিছু সমস্যা ছিল। তবে শুধু আমার বা তাঁর মধ্যে নয়, ওই সময় দলের মধ্যেই এমন সমস্যা ছিল। যদি আমার কাছে সত্যটা জানতে চান, হ্যাঁ আমি অনুতপ্ত। এটা পাকিস্তান ক্রিকেটকে আসলে কোনো উপকার করেনি।’

আকরাম ও ওয়াকার দুজন মিলে টেস্টে নিয়েছেন ৭৮৭ ও ওয়ানডেতে ৯১৮ উইকেট। মাঠের বাইরে সম্পর্ক যেমনই থাক, ওয়াকারের জানালেন, পাকিস্তানের হয়ে শতভাগ দেওয়ার চেষ্টাই করেছেন তাঁরা, ‘মাঠের বাইরে আমাদের সমস্যা ছিল। তবে যখন মাঠে নেমেছি ছবিটা পুরোপুরি বদলে গেছে। আমরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছি। আরও বেশি উইকেট নিয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছি। আমি মনে করি এভাবে দল উপকৃত হয়েছে। যদি আমাকে নির্দিষ্ট কোনো অংশের কথা বলেন, হ্যাঁ আমরা অনুতপ্ত। এটা হওয়া উচিত হয়নি। খুবই জঘন্য ছিল এসব। কিন্তু আমরা তরুণ ছিলাম, খুব বেশি জানতাম না। এখন হয়তো অনেক কিছু জানি এবং আমরা চাই এসব থেকে বেরিয়ে আসতে।’ ক্রিকইনফো।

আগের মতোই আছেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক ●

‘তুমি কি সেই আগের মতোই আছ নাকি... অনেকখানি বদলে গেছ!’ না, বার্সেলোনার সমর্থকদের আকুলতা হয়তো ওই পর্যায়ে যায়নি, তবু শঙ্কা তো ছিলই—মেসি কি আছেন আগের মতো? আর্জেন্টিনার জার্সিতে আরেকটি হতাশামাখা ফাইনালের পর তো আসলেই বদলে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়ে নিলেন, চুলে সাদা রং করলেন আর কোপা আমেরিকার থেকে গালে গজানো দাড়ি তো আছেই। এই মেসি তো তো অচেনাই!

বেশ লম্বা ছুটি কাটিয়ে বার্সেলোনার প্রাক মৌসুম প্রস্তুতিতে ফেরার পরও সেই শঙ্কা কাটেনি। সেল্টিকের বিপক্ষে তো মাঠে সেভাবে দেখাই যায়নি মেসিকে। কোচ লুইস এনরিকেও তাই প্রশ্ন শুনতে হয়েছে মেসিকে আগের মতো পাওয়া যাবে? ফুটবল কি আর আগের মতো উপভোগ করছেন মেসি? নাকি সব হারানো মানুষের মতো দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন?

প্রাক মৌসুমে প্রথম ম্যাচে ‘অচেনা মেসি’কে দেখার পর আবারও উঠেছিল প্রশ্নটা। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর এক ম্যাচেই দিয়ে দিলেন মেসি। কাল লেস্টার সিটির সঙ্গে খেলতে নেমেছিলেন মেসি ও তাঁর দল। হ্যাঁ, মেসির দলই তো, কাল যে বার্সার অধিনায়কের বাহুবন্ধনী বাঁধা ছিল তাঁর হাতেই। সাদা চুল, গালে লালচে দাড়ি কিন্তু মেসিকে কাল চেনাতে হয়নি। সেই চকিত দৌড়, অবিশ্বাস্য সব থ্রু পাস। সতীর্থকে গোল বানিয়ে দেওয়ার সেই হাসি। এই মেসিকে চেনাতে হয় না। কাল মুখোশ পড়ে নামলেও বলে দেওয়া যেত মাঠে মেসি আছেন কি না।

মেসির কারণেই ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন লেস্টার সিটিকে প্রথমার্ধে প্রায় উড়িয়েই দিল স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। মেসির তিনটি পাসেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল লেস্টারের রক্ষণভাগ। সেগুলো থেকে গোল করলেন মুনির এল হাদ্দাদি ও লুইস সুয়ারেজ। বোঝা গেল, ইংলিশ রূপকথা জন্ম দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতলেও ইউরোপে সে চমক উপহার দিতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে লেস্টারকে। লেস্টার এবারই প্রথম খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগও।

দ্বিতীয়ার্ধে মেসি উঠে যাওয়ার পরই খেলায় ফিরে আসে লেস্টার। আহমেদ মুসার দুই গোলে ফিরে আসার আশাও দেখছিল তারা। ৩-২ স্কোর লাইন আশা তো জাগাই। কিন্তু শেষ দিকে বার্সার একাডেমির খেলোয়াড় রাফা মুহিকার গোলে ৪-২ গোলেই শেষ হয় ম্যাচ। তবে বার্সেলোনা যেকোনো ফলেই হয়তো খুশি থাকত। তাদের মেসি যে আগের মতোই আছেন! সূত্র : গোল।

আরিফিন শুভ

বাতিল মডেল এখন

হাবিবুল্লাহ সিদ্দিক

একদল ছেলে সাইকেল চালিয়ে ঢাকার বনানী ১১ নম্বর রাস্তার শেষ মাথায় প্যাঁচানো সেতুতে উঠল। উঠতে না উঠতেই ফুস করে একজনের সাইকেলের চাকা পাংচার হয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। কারণ চাকা পাংচারের শব্দের চেয়েও জোরে চিৎকার দিয়েছে একজন। 'ওই দেখ, আরিফিন শুভ।' চাকা পাংচার হওয়া সাইকেল আরোহীসহ সবার চোখ ততক্ষণে শুভকে দখল করেছে।

সেতুর পায়ে হাঁটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন আরিফিন শুভ। তাঁর সামনে ক্যামেরা। আর ক্যামেরার পেছনে আলোকচিত্রী। শুভও নানান ভঙ্গিতে ক্যামেরার ক্ষুধা মেটাচ্ছেন। ছবি তোলা, ভক্তদের সঙ্গে সেলফি—সব শেষ করে তাঁর সঙ্গে বসা গেল বনানীর এক রেস্তোরাঁয়। ঘটনা ৫ আগস্ট বিকেলের।

১২ আগস্ট মুক্তি পাচ্ছে আরিফিন শুভর নতুন ছবি *নিয়তি*। তবে সেসব আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের প্রসঙ্গ শুভর জীবনের 'নিয়তি'।

টাইম মেশিনে করে ২০০৩ সালে

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার অঙ্গারগাঁও গ্রামে বেড়ে উঠেছে এক কিশোর। খুব সাধারণ পরিবার। বাবা সরকারি চাকরিজীবী। মা গৃহিণী। দুই ভাই। পরিবারের দুটি বৈশিষ্ট্য বললেই স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। এক. এই পরিবারের ছেলেদের শেখানো হয়, তুমি ১ টাকা নয়, ১০০ পয়সা খরচ করছ। দুই. তোমার কোনো অভাব নেই; কিন্তু তোমার 'লাক্সারি' জীবন যাপন করার সুযোগও নেই।

এই পরিবারে বড় হওয়া ছোট ছেলেটি হুট করেই সিদ্ধান্ত নেয় অঙ্গারগাঁও থেকে ঢাকায় আসবে। ছেলেটির ভাষায়, পরিবারের অমতে 'মোটামুটি পালিয়েই' ঢাকা আসা। পকেটে ২৫৭ টাকা। সেও দুই বন্ধু ইমতিয়াজ ও আসিফের দেওয়া। অচেনা ঢাকা শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে থাকে ছেলেটি। পায়ও। বন্ধুর মেস, পাতানো বড় ভাইয়ের বাসা, বন্ধুর মামা-খালার বাসা। এসবই হয়ে যায় ছেলেটির অস্থায়ী ঠিকানা। তারপর মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে এই শহরের আলো-বাতাসের সঙ্গে।

প্রিয় পাঠক, এই ছেলেটিকে আপনিও চেনেন। ছেলেটির নাম আরিফিন শুভ।

কাট টু কাট জীবন

'আমার জীবনটা সিনেমার "কাট টু কাট"-এর মতো। ঢাকায় এসে একেক দিন একেক জনের বাসায় থাকি। দেখা গেল সকালে মিরপুর, দুপুরে ধানমন্ডি আবার রাতে খিলগাঁও পরিচিত কারও বাসায় উঠেছি। এটা তো আসলে কাট টু কাটই।' বলেন শুভ।

'আবার অনেক রাত আমি চারুকলা ইনস্টিটিউটের উল্টোদিকে মোল্লার হোটেলে থেকেছি। মিরপুরে কাজিপাড়ায় এক বড় ভাইয়ের বাসা ছিল। সেখান থেকে হেঁটে শাহবাগ এসেছি। পকেটে টাকা ছিল না বলে কত দিন না খেয়ে থেকেছি, তার হিসাব নেই।' শুভর চোখে স্মৃতির ভেলা। আমরা তাঁর চোখের দিকে তাকাই। সেখানে চিকচিক করে কিছু একটা। শুভ রেস্তোরাঁর ওয়েটারের দেওয়া টিস্যু পেপার হাতে নেন।

'ওই সময় একটা অদ্ভুত জীবন পার করেছি। সারা দিন চারুকলায় বন্ধুদের সঙ্গে বসে গান গাই। আবার ওদের কাছ থেকেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকাই। এর মধ্যে এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে কিছু ছবি তুলে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় দিয়েছিলাম।'

অনেক দিন পরে ডাক পেয়ে বিটিভির একটি অনুষ্ঠানে র‍্যাম্পে প্রথম হাঁটেন শুভ। সেই শুরু। তারপর বেশ কিছু শো করেছেন। তবে র‍্যাম্পে হাঁটার চেয়ে মহড়াতেই আগ্রহ ছিল বেশি তাঁর। কারণটাও বললেন। 'যে কয়েক দিন মহড়া হয়েছে প্রতিদিনই ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শুধু খাওয়ার লোভেই আমার কখনো মহড়ায় যেতে দেরি হতো না। গিয়ে আগে পেট ভরে খেয়ে নিতাম। মজার ব্যাপার হলো, সম্ভবত ওই সময় সবচেয়ে বেশি রিজেক্টেড (বাতিল) মডেল ছিলাম। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। তারপর সয়ে গেছে।'

পথ অনেক কিন্তু...

র‍্যাম্প মডেল হওয়ার সুবাদে একটা অন্য রকম জীবন দেখেছেন শুভ। দেখেছেন উচ্ছন্নে যাওয়ার অনেক পথ খোলা সামনে। চাইলেই নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। চাইলেই নাম লেখানো যায় বিপথগামীদের দলে। সে রকম ডাক এবং সুযোগ দুটোই ছিল। একটিও গ্রহণ করেননি তিনি। টানা ছয় বছর ছিলেন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। যোগাযোগবিহীন। একজন তরুণের মাথা বিগড়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময়। 'আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল আমি নিজে কিছু করব। আমাকে সবাই চিনবে। এ কারণেই মিডিয়ার মতো একটা কঠিন পথ বেছে নিয়েছিলাম। আমার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে এই জগতে কেউ নেই। নেই কোনো তথাকথিত "গডফাদার"ও। জানেন, আমার বড় শিক্ষক কিন্তু ইউটিউব।'

শিক্ষকের নাম শুনে আমরা নড়েচড়ে বসি। তো, শিক্ষকের মর্যাদা কতটুকু দিলেন? জানতে চাই।

হাসেন শুভ। যোগ করেন, 'তার কাছ থেকেই কথা বলা, অভিনয়, নাচ, ফাইটিং শিখেছি। এরপর র‍্যাম্প থেকে পা দিয়েছি রেডিও স্টেশনে। "শুভর শো" নামে পরিচিত করেছি একটি শো। তারপর প্রথম নাটক করেছি মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর। এরপর প্রথম চলচ্চিত্র *ছায়াছবি*তে নাম লেখাই। কিন্তু ছবিটি এখনো মুক্তি পায়নি। তারপর *পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনি*, *জাগো*, *কিস্তিমাত*সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছি। দর্শক তো সব দেখেছেনই।'

অবশ্য রেডিওতে কাজ করার সময়ই টাকা-পয়সার টানাটানি একটু কমে। ধীর ধীরে স্বাবলম্বী হন তিনি।

'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'-এর বাইরেও একটা জগৎ আছে। যে জগতের নানা দিক দেখে এসেছেন শুভ। তাঁকে এগিয়ে দিয়েছেন অনেকেই। 'কতজনের নাম বলব—জন মামা, নারিতা মামি, স্টিভ মামাসহ অসংখ্য বন্ধু আছেন। আসলে এক বসায় সবার নাম মনে করা কঠিন।'

যুদ্ধ কিন্তু থামেনি

বনানীর রেস্তোরাঁয় ততক্ষণে সন্ধ্যাবাতি জ্বলে ওঠে। শুভর গল্প শেষ হয় না। বলি, এখন তো বেশ আছেন। আলো ঝলমলে রঙিন জীবন।

'আরে না, এখন আরও বেশি কষ্ট। আমাকে ঘিরে সবার প্রত্যাশা অনেক। দায়বদ্ধতা বেশি। তাই টিকে থাকার যুদ্ধ করতে হয় নিয়মিত। আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসি। মা-স্ত্রীসহ সবার প্রতি দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়, হবে।'

এই সময়ে কোনো তরুণ যদি শুভর মতো হতে চায়, তাহলে আপনার পরামর্শ কী?

আমি বলব, 'তুমি শুভ না, তুমি তুমিই হও। একটা গোল ঠিক করে সামনে আগাও। সফল তুমি হবেই। আর হাঁটতে গিয়ে দেখবে জীবন কত সুন্দর। সেটা উপভোগ করো।'

'ডানা কাটা পরী' ইউটিউব ফেসবুকে

বিনোদন প্রতিবেদক

অভিনয়শিল্পী পরীমনির ভক্তদের জন্য সুখবর। ইউটিউব ও ফেসবুকে আপলোড করা হয়েছে 'ডানা কাটা পরী' গানটি। এটি পরীমনির জন্যও আনন্দ সংবাদ। কারণ, যৌথ প্রযোজনার সিনেমা 'রক্ত'-এর প্রথম গানটি দেখতে পারবেন দর্শকেরা। আর 'ডানাকাটা পরী' গানটি গেয়েছেন কলকাতার সংগীতশিল্পী কনিকা কাপুর। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ওয়াজেদ আলী। প্রথমবারের মত বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনার এই ছবিতে অভিনয় করেছেন আলোচিত নায়িকা পরীমনি।

তবে গান মুক্তি দেওয়া হলেও ছবিটির শুটিং এখনো শেষ হয়নি। কলকাতায় শুটিং শেষ করে দলটি আছে এখন আছে কক্সবাজারে। সেখানেই শেষ হবে 'রক্ত'-এর শুটিংয়ের কাজ।

কক্সবাজারে শুটিং লোকেশন থেকে মুঠোফোনে পরীমনি বললেন, 'আজ রাতেই দর্শক নতুন পরীকে দেখবেন। একদম ডানাকাটা। আমার বিশ্বাস টিজারের মত গানটি সবাই পছন্দ করবেন।'

কয়েক দিন আগে ছবিটির 'টিজার' মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সেটিও বেশ আলোচিত হয়েছে। ছবিতে পরীর বিপরীতে দেখা যাবে কলকাতার অভিনয়শিল্পী রোশানকে।

নতুন ছবি নিয়ে পরী বললেন, 'রক্ত'তে তিনি দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যার একটিতে দেখা যাবে অ্যাকশন চরিত্রে। আরেকটিতে সাধারণ মেয়ের একটি চরিত্রে।

আসছে ঈদুল আজহায় মুক্তি পাবে 'রক্ত'।

পরীমনি

'ডানা কাটা পরী' গানটি আপনার মোবাইলে সরাসরি দেখতে মোবাইলের 'কিউআর কোড স্ক্যানার' দিয়ে কোডটি স্ক্যান করুন অথবা ব্রাউজ করুন নিচের ওয়েব লিংকটি
https://www.youtube.com/watch?v=Uccvf3peELQ

শাকিবের পর এবার রিয়াজের বিপরীতে

বিনোদন প্রতিবেদক

বছর দুয়েক আগে একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে শাকিব খানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানিয়া বৃষ্টি। অভিনয় ও মডেলিংয়ের শুরুতেই তানিয়ার সেই কাজটিই তাঁকে আলোচনায় এনে দেয় বলেও জানান তিনি। এবার তানিয়া কাজ করলেন আরেক জনপ্রিয় নায়ক রিয়াজের বিপরীতে। সম্প্রতি রিয়াজ ও তানিয়ার বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিং শেষ হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানের এই বিজ্ঞাপনচিত্রে রিয়াজ ও তানিয়াকে গ্ল্যামারাসভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে জানান নির্মাতা রিমন মেহেদী। প্রতিষ্ঠানটির শুভেচ্ছাদূত হওয়ার কারণে বিজ্ঞাপনচিত্রটিতে কাজ করেছেন রিয়াজ। তিনি বলেন, 'সুন্দর একটি গল্প আছে। বিজ্ঞাপনচিত্রটিতে আমাদের উপস্থাপন দেখে দর্শকের ভালো লাগবে।'

তানিয়া বৃষ্টি বলেন, 'রিয়াজ ভাই, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের অনেক বড়মাপের একজন তারকা। তবে কাজ করার সময় তিনি তেমনটা মনেই করতে দেননি । বড় মানুষেরা বুঝি এমনই হন। তিনি আমার সঙ্গে একেবারেই বন্ধুর মতো মিশে গেলেন। পেশাদারির নতুন এক উদাহরণ দেখলাম। এতে আমিও অনেক উৎসাহ পেয়েছি, কাজটাও ভালো করার চেষ্টা করে গেছি।' তানিয়া এও বলেন, 'রিয়াজ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সময় মনে পড়ে গেল শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সময়ের কথা। একইভাবে তিনিও আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই দুটি কাজের কথা অনেকদিন মনে থাকবে।'

রিমন মেহেদী জানান, খুব শিগগিরই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপনচিত্রটির প্রচার শুরু হবে।

রিয়াজ ও তানিয়া বৃষ্টি

শুটিংয়ের সময় আতঙ্কে ছিলাম

বিনোদন প্রতিবেদক

'আমাদের শুটিংটা হয়েছে মোহাম্মদপুরের পাশে বেড়িবাঁধ, নদী পার হয়ে একদম ভেতরের দিকে। ওদিকে কিছু ইটভাটা আছে। সেখান থেকেও দূরে। তবে লোকেশনটা ভালো ছিল।' প্রায় বছর খানেক আগে করা নাটকের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা বলছিলেন অভিনয়শিল্পী ইরফান সাজ্জাদ। এত দিন পরে নাটকটি সম্পর্কে বলারও কারণ আছে। সম্প্রতি মাছরাঙা টিভিতে সম্প্রচার হয় নাটকটি।

কথা প্রসঙ্গে বললেন, ওইখানে শুটিং এর সময় খুব ভয়ে ছিলেন তারা। কারণটাও বললেন 'যে এলাকায় আমরা শুটিং করেছিলাম সেদিকে নাকি প্রায়ই ছিনতাই, ডাকাতি হয়। মোটামুটি অপরাধপ্রবণ এলাকা। তাই একটু আতঙ্কে ছিলাম সবাই।'

নাটকের নাম 'প্রেম অতঃপর'। নাটকটি রচনা করেছেন মুরাদ পারভেজ। পরিচালনা রিন্টু পারভেজের। ইরফান সাজ্জাদের সঙ্গে এই নাটকে অভিনয় করেছেন সোহানা সাবাও।

নাটকের গল্পটি এক তরুণীর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে। প্রেম প্রতারণা শেষে সর্বস্ব হারিয়ে যে মেয়েটি বেছে নিয়েছে এই পথ। সেখান থেকে ফিরে রেডিওতে শোনায় তার জীবনের গল্প।

প্রেম অতঃপর নাটকের দৃশ্য সোহানা সাবা ও ইরফান সাজ্জাদ

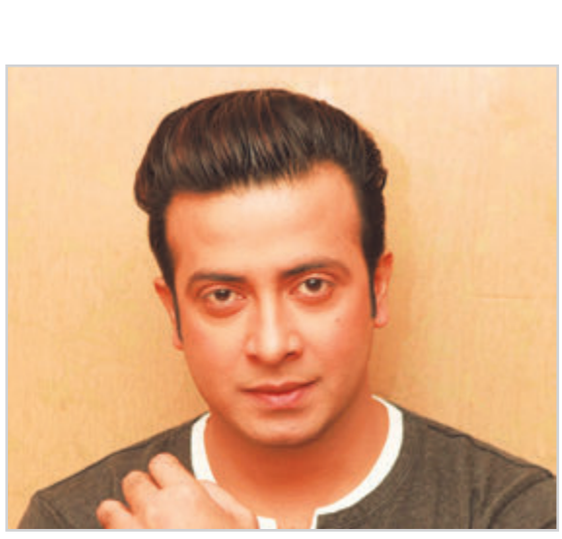
শাকিব খান

শুভশ্রী

শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন শুভশ্রী

বিনোদন প্রতিবেদক

সত্তা ছবিতে পাওলি দাম আর *শিকারি* ছবিতে শ্রাবন্তী অভিনয় করেছিলেন শাকিব খানের বিপরীতে। বাংলাদেশি সিনেমার জনপ্রিয় এই নায়কের সঙ্গে এবার অভিনয় করতে যাচ্ছেন ভারতের কলকাতার শুভশ্রী। শাকিবের সঙ্গে শুভশ্রীর অভিনয়ের ব্যাপারটি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন শাকিব নিজে।

১২ আগস্ট ভারতের কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খানের সিনেমা *শিকারি*। এই ছবির প্রচারণার জন্য সম্প্রতি তিনি কলকাতায় যান। ফিরে আসার আগে যৌথ প্রযোজনার নতুন আরেকটি ছবিতে অভিনয়ের কথাবার্তা পাকা করে চলে আসেন। শাকিবের নতুন ছবিটি প্রযোজনায় থাকবে বাংলাদেশের জাজ মাল্টিমিডিয়া ও ভারতের এসকে মুভিজ।

শাকিব বলেন, 'গল্পটা যেভাবে শুনেছি, তাতে আমি রীতিমতো মুগ্ধ। এটি পুরোপুরি ভালোবাসার একটি সিনেমা। যৌথ প্রযোজনায় এর আগে আমি *শিকারি* ছবিতে অভিনয় করেছি। রোজার ঈদে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি নিয়ে দর্শকের যে উচ্ছ্বাস তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস, নতুন ছবিটি আগের ছবির চেয়েও অনেক ভালো হবে।'

শাকিব ও শুভশ্রী অভিনীত যৌথ প্রযোজনার নতুন ছবিটি পরিচালনা করবেন জয়দেব। প্রসঙ্গত শুভশ্রী এর আগে বাংলাদেশের আরেকটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়* নামের সেই ছবিটি পরিচালনা করেন অনন্য মামুন।

প্রথম আলো

ফুটবল নিয়ে কসরত

চট্টগ্রামে বিপিএলের শেষ দিন ছিল ৩ আগস্ট। ফুটবলের পাশাপাশি মাঠ এবং মাঠের বাইরে মাসুদ রানার বল নিয়ন্ত্রণের কসরত দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছেন দর্শকেরা। খুলনা থেকে আসা মাসুদ রানা নিজেকে 'ফুটবল মানব' দাবি করে একাধিক ফুটবল নিয়ে নিজের কসরত দেখান। চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

বাহরাইনে ঘরে আগুন, বাংলাদেশি নিহত

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

বাহরাইনের বুরি এলাকায় শ্রমিকদের বাসস্থানে ৬ আগস্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ছয়জন বাংলাদেশি। তাঁর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে শ্রমিকেরা বলেছেন।

জানা গেছে, নিহত বাংলাদেশি শ্রমিকের নাম সাজ্জাদ আলী (৩৪)। অগ্নিদগ্ধ অন্য ব্যক্তিরা হলেন আবদুন নূর, নুরুল ইসলাম, আবদুস শহীদ, রিয়াজ ও শামীম আহমদ। এঁদের মধ্যে শেষ দুজনের শরীরের অর্ধেকের বেশি অংশ দগ্ধ হয়েছে। আহত সবার বাড়ি মৌলভীবাজার জেলায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

সালমানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ আগস্ট ভোরে সাজ্জাদের মৃত্যু হয়। তাঁর শরীরের ৯০ ভাগের বেশি দগ্ধ হয়েছে। সাজ্জাদের বাড়ি মৌলভীবাজারের জুড়ি উপজেলার উত্তর সাগরনাল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মৃত সিদ্দিক মিয়া। ছয় ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট।

সাজ্জাদ আলী

অগ্নিদগ্ধ আরও ছয়জন দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

হাসপাতাল সূত্র জানায়, সাজ্জাদের শরীরের অধিকাংশ মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে। ফলে অনেক চেষ্টার পরও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

সাজ্জাদ আলীর খালাতো ভাই বাংলাদেশে থাকা আবদুল আজিজের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সাজ্জাদ আলী ছয় বছর আগে বাহরাইনে আসেন। দেড় বছর আগে ছুটিতে দেশে ফিরে বিয়ে করেছিলেন। তিনি আবার ছয় মাস পর ছুটিতে দেশে ফেরার কথা ছিল। তাঁর সাত মাসের একটি সন্তান রয়েছে। নিহত সাজ্জাদ আলীর আরেক ভাই আবদুন নুরও একই ঘটনায় আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় সালমানিয়া হাসপাতালে রয়েছেন।

আরেক অগ্নিদগ্ধ ভাই *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে বাসায় ফিরে তাঁরা দুপুরের রান্না করছিলেন। এ সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো বাসস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি দেখে অনেকে দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে যান। কারও কারও বের হতে একটু দেরি হয়। এতে সাতজন অগ্নিদগ্ধ হন। এরই মধ্যে খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

খবর পেয়ে পরদিন ৭ আগস্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রমসচিব মহিদুল ইসলাম ও জনকল্যাণ প্রতিনিধি তাজউদ্দীন সিকান্দার আহত ব্যক্তিদের দেখতে সালমানিয়া হাসপাতালে যান এবং তাঁদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

হাসপাতাল থেকে তাজউদ্দীন সিকান্দার *প্রথম আলো*কে বলেন, অগ্নিদগ্ধ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এখন রিয়াজ ও শামীমের অবস্থা বেশি খারাপ। রিয়াজের শরীরের ৮০ ও শামীম আহমদের ৭৫ শতাংশ দগ্ধ হয়ে গেছে। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া চারজনের মধ্যে শহীদের ৩০, আবদুন নূরের ১০ ও নুরুল ইসলামের শরীরের ১০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

মেহেদী হাসান বলেন, সাজ্জাদের মৃতদেহ দেশের বাড়িতে পাঠানো প্রক্রিয়া চলছে। শিগগিরই স্বজনদের কাছে তাঁর মরদেহ পাঠানো হবে। চলতি বছর এই প্রথম শ্রমিকদের আবাসনে কোনো বাংলাদেশি অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন। এই শ্রমিকেরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ওই আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। তবে ওই বাড়ির পরিবেশসহ অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল নিম্নমানের।

তাজউদ্দীন আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত শ্রমিকদের নিয়োগদাতাকে তলব করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যাপারে দূতাবাস সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছে। শ্রমিকেরা বলেছেন, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত।

শ্রমিক ক্যাম্পের কাছে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক করুন

কাতারে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতার সরকার শ্রমিকদের বিশেষ করে অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরপরও অনেক এলাকায় শ্রমিক ক্যাম্পে হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। এ কারণে শ্রমিকদের ক্যাম্প এলাকায় ২৪ ঘণ্টা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাসেবা ইউনিট স্থাপন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলো।

শ্রমিক সংগঠনগুলো বলছে, কয়েক বছর ধরে শ্রমিকদের আবাসন ইউনিটগুলোতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরও কিছু কিছু এলাকায় শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসাব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে রাজধানী দোহার উত্তরে অবস্থিত শ্রমিকদের একটি আবাসন ইউনিটে বসবাসকারী একজন অভিবাসী বলেন, 'এই এলাকার শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবা পেতে হলে বেশ দূরে মিসাইমিরে অবস্থিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। এর ফলে আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয়। আবার জরুরি ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসার দরকার হলে কোনো উপায় থাকে না।'

ওই পরিবহনকর্মী আরও বলেন, 'আমাদের বাসস্থানের কাছাকাছি একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র থাকলে আমাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক হতো। প্রাথমিক জরুরি সেবাও মিলত।'

শ্রমিক সংগঠনগুলো বলছে, কাতারে সব ধরনের শ্রমিকদের বসবাসের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নীল পোশাকের শ্রমিকদের বিশেষ করে অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারটি কিছুটা উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

একজন অভিবাসী শ্রমিক বলেন, হ্যাঁ, আগের তুলনায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তবে এখনো চিকিৎসাসেবার জন্য অনেক অভিবাসী শ্রমিককে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকেরা সাধারণত সার্বক্ষণিক কাজ করেন না। ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্ধ থাকাকালে কোনো শ্রমিকের জরুরি চিকিৎসাসেবা দরকার হলে চিকিৎসক পাওয়া যায় না। তখন রোগীকে চিকিৎসার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

শ্রমিকেরা বলছেন, তাঁদের বাসস্থানের আশপাশে সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা হলে তাঁরা উপকৃত হবেন। এ ছাড়া উম্ম সালাল, আলখোর, শাহানিয়া ও মেসাইদ অঞ্চলে বড় বড় অবকাঠামোর উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এসব এলাকায় নতুন শ্রমিকদের আবাসনসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য এলাকায়ও নীল পোশাকধারী শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়মিত বাড়ছে।

গ্রীষ্মকালীন উৎসব

কাতার পর্যটন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১ আগস্ট থেকে মাসব্যাপী কাতার গ্রীষ্মকালীন উৎসবে শিশু ও বয়স্কদের জন্য নানা বিনোদন ও রাইডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে শিশু ও বয়স্কদের সমানভাবে আকর্ষণ করছে এই উৎসব ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

নিবন্ধনহীন শ্রমিকশিবিরের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বাহরাইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তায় পদক্ষেপ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইন সরকার অনিবন্ধিত শ্রমিকশিবিরের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে এ ধরনের বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালানোর প্রস্তাব উঠেছে। সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তারা বলেন, হাজার হাজার অনিবন্ধিত প্রবাসী শ্রমিক দেশের বিভিন্ন স্থানে অনিরাপদ শ্রমিকশিবিরে বসবাস করছেন।

অবৈধ শ্রমিকশিবিরের বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পাশাপাশি প্রস্তাব উঠেছে, শ্রমিকদের আবাসনব্যবস্থা পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে ওই শ্রমিকদের নতুন করে কর্ম-ভিসার অনুমোদন দেয়।

সিভিল ডিফেন্সের উপমহাপরিচালক কর্নেল আলী মোহাম্মদ সাদ আলহোতি বলেন, বাহরাইনে বিদেশি শ্রমিকদের জন্য হাজার হাজার অনিবন্ধিত বাড়ি রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাময়িকী *আলআমন*কে তিনি বলেন, 'অনিবন্ধিত বাড়িতে শ্রমিকদের আবাসন বন্ধ করতে হবে। এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আমরা মানুষের জীবন নিয়ে খেলছি। এসব বাড়ি বসবাসের উপযোগী নয় এবং এগুলো শুধু গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়। এসব ভবনের অনেকগুলোই অতি পুরোনো, অনিবন্ধিত এবং কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই শ্রমিকশিবির হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

আলহোতি বলেন, এসব ভবনে বিদ্যুৎ লাইন, ওয়্যারিং, গ্যাস সিলিন্ডার, হিটার, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র দিয়ে ঠাসা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা যেখানে ঘুমান, সেখানেই রান্নাও করেন। সব মিলিয়ে এই ভবনগুলো হলো দুর্যোগের উপাদানে ভরা। তিনি বলেন, 'আমরা আসলে বিস্ফোরকের গুঁড়ার ওপর বসে আছি, যা যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে।'

আলী মোহাম্মদ সাদ আলহোতি বলেন, 'মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে। এসব ঠেকাতে হবে। সমাধান খুঁজতে হবে। কোনো-না-কোনো সময় এই কাজ করতেই হবে। সেই সময় শুরু হোক এখন থেকেই।'

গালফ ডেইলি নিউজ গত মাসে এক প্রতিবেদনে জানায়, বাহরাইনে মোট নিবন্ধিত শ্রমিকশিবিরের সংখ্যা ৩ হাজার ১৪৭। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এসব শিবিরেও চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ৩৬ ধরনের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ

স্কুল তাদের কাছে আসে

প্রথম আলো ডেস্ক ●

তারা স্কুলে যায় না, স্কুলই তাদের কাছে আসে! এমন ২২টি স্কুলে এখন সুবিধাবঞ্চিত প্রায় দুই হাজার শিশু পড়াশোনা করছে। স্থানীয় লোকজনের কাছে এই স্কুলগুলো 'নৌকা স্কুল' বলে পরিচিত।

এই স্কুলগুলো সম্প্রতি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কৃষি বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে। এ ছাড়া চাইলে লাইব্রেরি ব্যবহার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিতে পারে তারা।

এই স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে চলনবিলে। নির্দিষ্ট করে বললে পাবনার ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর উপজেলায়, নাটোরে সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজেলায় এবং সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায়। স্থানীয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সিদুলাই স্বনির্ভর সংস্থা (এসএসএস) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর সঙ্গে এই স্কুলগুলো পরিচালনা করছে। এসএসএস বলছে, 'এই অঞ্চলের পানিপথকেই আমরা শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তির পথ হিসেবে তুলে ধরতে চাই।'

২০০২ সালে প্রথম নৌকা স্কুল চালু করা হয় নাটোরের সিংড়া উপজেলায়। ধীরে ধীরে স্কুলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন ২২টিতে পৌঁছেছে।

এই স্কুল প্রোগ্রামের সমন্বয়ক সুপ্রকাশ পাল বলেন, চলনবিলের অনেক এলাকাই এখনো বছরে চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত পানিতে ডুবে থাকে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় না। তিনি বলেন, প্রতিদিন প্রতিটি নৌকা স্কুলে তিনটি করে পালায় ৩০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই স্কুলের মাধ্যমে তারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন। নাটোরের সিংড়া উপজেলার কালিনগর গ্রামের গৃহবধূ বুলবুলি খাতুন বলেন, 'বর্ষাকালে ডুবে থাকা জমিতে চাষাবাদ করা শিখেছি আমরা। রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার না করেই ধান, পাট, সবজি এবং অন্যান্য শস্য রক্ষা করার উপায় শিখেছি।'

একই উপজেলার আবু সাইদ নামের একজন কলেজছাত্র বললেন, 'আমাদের গ্রামে কোনো কম্পিউটার নেই। কেউ কম্পিউটার বিষয়ে শিখতে চাইলে ৩০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে শিখতে হতো। কিন্তু এখন আমরা ঘরের দরজায় সেটা পাচ্ছি।'

সমন্বয়ক সুপ্রকাশ পল বলেন, এই প্রোগ্রামের জন্য মোট ৩৯টি নৌকা রয়েছে। এর মধ্যে ২২টি নৌকা ভাসমান স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১০টি ব্যবহার করা হয় লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে। বাকি সাতটি নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে। তিনি বলেন, চলনবিলের মতো এত বড় অঞ্চলে এই কয়টি নৌকা প্রয়োজনের তুলনা অনেক কম। তিনি জানান, এই প্রোগ্রামে আরও কিছু নৌকা সংযোজনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এসএসএস।

সূত্র : **ডেইলি স্টার**

নাটোরের সিংড়া উপজেলার চলনবিল এলাকায় নৌকা স্কুলের শ্রেণিকক্ষে শিশুদের পাঠদান করছেন শিক্ষক। (ওপরে বাঁয়ে) শিশুদের নিতে পাড়ে ভিড়ছে একটি নৌকা স্কুল। শিশুরা আসছে সেই স্কুলের উদ্দেশে ● সৌজন্যে ডেইলি স্টার

বি শ্ব ক বি

সপরিবার রবীন্দ্রনাথ : (বাঁ থেকে) ছোট মেয়ে মীরা দেবী, বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী ও রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতা দেবী ● ছবি : সংগৃহীত

ছেলের চোখে রবীন্দ্রনাথ

প্রণব ভৌমিক ●

গড়াই নদে রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন বজরায় করে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন সবে নয় বছরে পা দিয়েছে। সূর্যাস্তের পর পিতা-পুত্রের সময়টা ডেকেই কাটত। সেদিন রবীন্দ্রনাথের একটি চটি জুতা নদীতে পড়ে গেল। কোনো কথা না বলে আচমকা তিনি ঝাঁপ দিলেন পানিতে। নদীতে তখন প্রবল স্রোত!

বাবাকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা *অন দ্য এজেস অব টাইম*-এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, প্রবল স্রোতে বেশ কয়েকবার খাবি খেয়ে সাঁতার কেটে তরুণ কবি নৌকায় উঠে এলেন। জুতা উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথের সে কী আনন্দ!

বেশির ভাগ বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে জানেন কালজয়ী সাহিত্যিক হিসেবে। কারও কাছে তিনি গুরুদেব, কারও কাছে বিশ্বকবি। তবে পুত্রের স্মৃতিকথায় উঠে আসে অন্য রকম এক খেয়ালি, আড্ডাবাজ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়।

দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেমন অনেক প্রশংসা পেয়েছেন, তেমনি নিন্দুকের তির্যক বাক্যবাণেও কম জর্জরিত হননি। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল (ডিএল) রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধের কথা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে প্রায়ই ব্যঙ্গ করতেন ডিএল রায়। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁদের দুজনের মধ্যে বেশ সখ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে কাটাতেন, ডিএল রায় তখন কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি প্রায়ই আসতেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের বাড়িতে। আর কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে আসতেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তখনো 'দেশবন্ধু' হননি তিনি। আইন ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুপ্রাণিত করতেন। পরে তাঁদের দুজনের সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর সম্পাদিত *নারায়ণ* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে চিত্তরঞ্জনের সমালোচনা কখনো করেননি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এনেছিলে সাথে করে/ মৃত্যুহীন প্রাণ/ মরণে তাহাই তুমি/ করে গেলে দান।'

শিলাইদহের বাড়িতে আসতেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও। শীতকালে সপ্তাহান্তের ছুটি তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কাটাতেই ভালোবাসতেন। তখন তিনি জীব ও জড়ের ওপর বিভিন্ন রকম উদ্দীপকের প্রভাব নিয়ে কাজ করছিলেন। গাছেরও যে অনুভূতি আছে, এটি নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। এ কাজে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬